অদৃশ্য দরজা

শামীম হোসেন

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ফ্যান্টাসি

অদৃশ্য দরজা

শামীম হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ফ্যান্টাসি

অদৃশ্য দরজা

শামীম হোসেন

বার্ডি জোন্স চুরির অভিযোগ এনেছে ওর বিরুদ্ধে।
মিসেস ডিক ঝামেলা পাকাচ্ছেন
ওয়েলফেয়ার কেসে জড়ানোর জন্যে।
কর্নেল গ্রুবার ওকে নিয়ে যেতে চাইছেন ওঅর ডিপার্টমেন্টের
সোনার কাঠি বানাতে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পিলে
চমকানো দাম হাঁকছে ওর সাময়িক পারফরমেন্সের বিনিময়ে।
কে ও? কেন ওকে নিয়ে সবার এত মাতামাতি?
একটি ছেলে। নাম ওর থিও। অতিমানব।
মাইন্ডরীডিং জানে ও, পারে উড়তেও…
দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে।
স্মরণশক্তি হারিয়েছে।
বিপদের মুখে আছে থিও। ভয়ঙ্কর বিপদ।
পারবে কি ও শেষরক্ষা করতে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984 16 1341 - 7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ADRISHYA DARJA
A Fantasy Novel
By Shamim Hossain

সাতাশ টাকা

অদৃশ্য দরজা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

অত্যন্ত দ্রুত, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা। গলা চিরে মরণ-চিৎকার বেরিয়ে এল থিও-র। কেউ তা শুনতে পাবার আগেই কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেল ও। কারও জানা ছিল না গর্তটা ওখানে। গত কালও অন্যখানে ছিল। আজ সন্ধেয় যে ঠিক ওখানটায় এসে দাঁড়াবে, কে জানত?

দুরন্তবেগে সবুজ আকাশে ছুটছিল রাশরাশ তারা। মনে হচ্ছিল অন্য কোন গ্রহ থেকে ছোঁড়া কোটি কোটি হীরের ঢেউ খেলানো ফিতে ভেসে চলেছে অজানার পানে। মুগ্ধচোখে চেয়ে ছিল সবাই। বয়েসীরা নিশ্চুপ থাকলেও বিস্ময়ের আতিশয্যে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিল ছোটরা। শূন্যের এই অবারিত সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রায়ই পাহাড়ে ওঠে উপত্যকার লোকজন। তারা-ভরা রাতের সে আকাশ যে-ই দেখে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে স্বর্গীয় রূপময়তা।

গর্তটার ব্যাপারে আর দু'-দশজনের চেয়ে থিও কম ছিল না সতর্ক। কিন্তু ওই অশুভ মুহূর্তে দূর আকাশের ঝলমলে তারাগুলোতে একটু বেশিই মজে গেছিল ও। ছেলেমানুষ তো! লম্বায়ও নেহাত কম। একটুখানি ভাল করে দেখার জন্যে সামান্য পিছু হটে ও, আর ঠিক তখনই টের পায়—মাটি নেই পায়ের তলায়।

BanglaBook.org

কোনদিন এমন বিপদে পড়েনি ও। হাঁটা শেখার পর থেকেই নির্বিবাদে বেড়িয়ে আসছে ওই পাহাড়ে, জায়গাটার প্রতি ইঞ্চি ওর নখদর্পণে। ও জানত—অন্য কোনখানে শেষ হওয়া অদৃশ্য দরজাটি বহুদিন যাবৎ বন্ধ। অতর্কিতে ঘটনাটা ঘটতে বুঝল—নির্ঘাত ফাটল ধরেছে ওটায়।

চিৎকার করে উঠল থিও, পতন ঠেকানোর নিজস্ব কৌশলটা প্রয়োগ করল। কিন্তু ততক্ষণে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। শক্ত কিছু একটায় বাড়ি খেল মাথা। জ্ঞান হারাল ও।

অনেকক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরল, কোথায় বসে আছে, কী হয়েছে কিছুই মনে করতে পারল না। উধাও হয়ে গেছে সব স্মৃতি। প্রচণ্ড ব্যথা সাঁরা দেহে। এতক্ষণে হয়তো জমেই যেত ঠাণ্ডায়, গায়ে পুরু জ্যাকেট আর পায়ে জুতো থাকায় রক্ষে।

একটা ভাঙা পাথরের সরু ফাটলের ওপর বসে আছে ও। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শ্যাওলাধরা নুড়িপাথর। নাক বরাবর কতগুলো ফার্ন, ঝর্না থেকে ছিটকে আসা জলের ছাট লাগছে ওগুলোতে। যতটুকু না ভীত, তার চাইতে অনেক বেশি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে ও। পানি চোখে পড়তে চেগিয়ে উঠেছে তেষ্টা। শরীরের অসহ্য ব্যথা উপেক্ষা করে হামা দিয়ে সামনে এগোল, মুখ ডুবিয়ে দিল পানিতে।

ঠাণ্ডা। মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ও। দ্বিধা ঝেড়ে খেয়ে দেখল, বেশ মিষ্টি। ভেতরটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে উঠে বসল ও।

কোথায় বসে আছে? কী করছে এখানে? প্রশ্নগুলোর সদুত্তর

BanglaBook.org

খুঁজে পেল না থিও। মনে হচ্ছে কোথাও থেকে যেন পড়ে গেছে। কোথা থেকে? যে পাথুরে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে, ঢালু হয়ে নিচের পাতা-ছাওয়া একটা গাছের ঝাড়ের সাথে মিশে গেছে সেটা।

হঠাৎ করেই আরেকটা প্রশ্নের মুখোমুখি হলো থিও। গুরুতর প্রশ্ন, অন্য সব ক'টার চাইতে জটিল। প্রশ্নটা মনে আসতেই মাথায় সূক্ষ্ম ব্যথা টের পেল ও। ছোটখাট একটা চাঁটি লাগাল কানের ওপর।

'আমি কে?'

জানে না ও। একেবারেই না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল থিও। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনের ছোট্ট, আলোকিত জায়গাটার দিকে পা বাড়াল। ঘন ঝোপঝাড় পথ রোধ করে দিচ্ছে। আমল দিতে চাইছে না ও। অন্ধের মত লড়ে চলেছে ওগুলোর বিরুদ্ধে। কিন্তু পারল না বেশিক্ষণ। হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ল পাতাভরা একটা গাছের তলায়। আরেকটু হলেই পাশের এবড়োখেবড়ো পাথরটায় ঠোকা লেগে ঘিলু বেরিয়ে পড়ত। ব্যথায় ককিয়ে উঠল থিও। দাঁতে দাঁত চেপে সয়ে গেল যন্ত্রণা। উঠে দাঁড়াল দ্বিগুণ উদ্যমে, দৌড় লাগাল আবার। তারপর কী মনে হতে হঠাৎ করেই থেমে গেল।

আসলে দৌড়-ঝাঁপের জন্যে জায়গাটা একেবারেই বেখাপ্পা। এখান থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে খাড়া ঢাল, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গাছগাছালি আর জট পাকানো ঝোপঝাড়। হাতের চেটোয় চোখ ঘষল থিও। বাড়ন্ত ভীতি আর বিস্ময় নিয়ে জরিপ করল চারদিক।

এখানকার সবকিছুই খুব অচেনা। আশপাশের এমনতর

BanglaBook.org

গাছপালা আগে কখনও দেখেনি ও। অবশ্যি সাদা ফুলে ছাওয়া ছোট ছোট গাছগুলোকে কিছুটা চেনা চেনা ঠেকছে। তারপরও কোথায় যেন একটা ফারাক রয়ে গেছে, কিন্তু সেটা যে কী, ধরতে পারছে না।

সাবধানে নিচের খোলামেলা জায়গাটায় নেমে এল থিও। অতি শ্রবণশক্তির কল্যাণে শুনতে পেল পরিচিত কিছু শব্দ। পাখির কলরব, ঝর্ণার দূরাগত জলপতনের শব্দ, কাছাকাছি কোথাও বয়ে যাওয়া জলধারার কুলকুল, আর বুনো জন্তু-জানোয়ারের ইতস্তত পদচারণা। শব্দগুলো কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে ওকে। নিজের সুপার পাওয়ার সম্পর্কে এতটুকু ওয়াকিবহাল নয় ও, অবচেতন ভাবেই মাইন্ড রীডিং শুরু করল। কাজটা ওর কাছে যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ এবং সাধারণ।

'ভয় পেয়ো না,' টেলিপ্যাথিতে বললেও নড়ে উঠল থিওর অধরোষ্ঠ। 'আমি কিচ্ছু করব না তোমাদের।'

মাইন্ড রীডিং করে বুঝল ওদের মধ্যে অদ্ভুতুড়ে কিংবা অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেন যেন ভয় পাচ্ছে ওকে।

এক মিনিটের মাথায় প্রাণী দুটোকে দেখতে পেল থিও। ছানাসহ একটা হরিণী। ওর দিকে চেয়ে আছে, চোখে দ্বিধা-মেশানো কৌতূহল। থিও হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে কাছে চল এল মা-ছানা। থিওর গালে ঠাণ্ডা নাক ঘষে দিল হরিণী।

'আমি এখন কোথায় বলতে পারো?' খেদ নিয়ে বলল থিও।

পারল না হরিণী। খিদেয় অস্থির হয়ে আছে; ভাবছে, নিচের উপত্যকায় ভাল খাবার মিলবে—মাইন্ড রীডিং করে জানল থিও।

BanglaBook.org

'চলো, ওদিকেই চলো,' বলল ও। 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে এগোতে লাগল মা-ছানা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের পিছু নিল থিও। দুটো হাঁটুই থেঁতলে গেছে ওর। ডান পা-র গোড়ালির গাঁটে এতই ব্যথা হচ্ছে যে, পা ফেলতে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ পরের কথা। পথটা এদিকে আঁকাবাঁকা হয়ে এলেও ঝোপঝাড়ের জঞ্জাল কমে এসেছে। অসুবিধে কেবল একটাই—হরিণীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। বার বার আস্তে যেতে বলতে হচ্ছে ওটাকে।

এদের কারণে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে ও। আপাতত ভুলে আছে জটিল জটিল প্রশ্নগুলোর কথা।

ঢালের একেবারে নিচের দিকে নেমে এসেছে ওরা। গাছপালা কমতে কমতে শেষ হয়ে গেছে সামনের উপত্যকায় গিয়ে। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত একফালি সবুজ জমি দেখতে পেল থিও। একপাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে একটা জলধারা। শব্দটা কিছুক্ষণ আগে শোনা শব্দের মত নয়।

একমুহূর্ত ঝিম মেরে রইল থিও। এই জমিজমা, ফসল, গাছপালা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে ওর। নিশ্চয়ই লোকজন আছে কাছেপিঠে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে ওকে। জানতে হবে নিজের সম্পর্কে।

জমির কোনায় কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াল হরিণী, গন্ধ শুঁকল বাতাসের। থিও ওটার অস্বস্তি টের পাচ্ছে, কিন্তু বুঝছে না কেন এই অস্বস্তি। ও-ও শুঁকল। কই, ফুল, মাটি আর পেছনের ঘন গাছগাছালির স্নিগ্ধ সুবাস ছাড়া তো এমন কিছু নেই এখানে।

BanglaBook.org

আশপাশে মানুষের গন্ধ না পেয়ে একটুখানি হতাশই হলো থিও। কী হবে তাহলে ওর? অবশ্যি এমনও হতে পারে, পাহাড় থেকে এমুখো বাতাস বইছে বলেই হয়তো মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না।

হরিণী জমিতে নেমে যখন নিশ্চিন্তমনে কচি কচি চারা চিবোতে লাগল, থিও গা ছেড়ে আশপাশে মনোতল্লাশি চালাল, বিপদের আভাসটা পেল ঠিক তখনই। হরিণীকে সরিয়ে দেবার জন্যে চিৎকার করে উঠে আগে বাড়ল ও শেষমুহূর্তে।

ঝট করে ঘুরে গিয়ে ছুট লাগাল হরিণী, প্রায় একই মুহূর্তে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ভেঙে খানখান হয়ে গেল সোনালী সকালের নীরবতা।

পাঁজরে গুলি লেগেছে, হরিণীটা দৌড়ে পালানোর সময় দেখল থিও। এমন আজব হাতিয়ার আগে কখনও দেখেনি ও। জলধারা-লাগোয়া একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল রাইফেলধারী। লোকটা একহারা, বাঁ-র চাইতে ডান কাঁধ খানিকটা উঁচু, গায়ে ওভারঅল। হ্যাটের নিচের কঠিন চেহারায় বিস্ময় এবং অবিশ্বাস; থিওকে মেনে নিতে পারছে না।

'ইউ, ইডিয়ট!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'ওটাকে ভাগিয়ে দিলি যে! ব্যাটা তুই আমার খেতে কী করিস, অ্যাঁ?'

কথাগুলোর আগামাথা কিচ্ছু বুঝল না থিও। এ কেমন ভাষারে বাবা! অবশ্যি ওগুলো যে বিষ ঝরাল, বুঝতে অসুবিধে হলো না। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও। লোকটা তো দেখতে ওরই মত, তাহলে নিরীহ একটা প্রাণীকে মারতে চায় কেন? কেনই বা প্রচণ্ড এ রোষ তার? কিভাবে একজন মানুষ এমন…

থিও আবিষ্কার করল, এই প্রথমবারের মতন রাগ হচ্ছে ওর।

BanglaBook.org

মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল ছোট্ট দুটি হাত, থরথরিয়ে কাঁপছে রাগে। কিন্তু হঠাৎই মনে হলো, রাগ দিয়ে রাগ দমানো সম্ভব নয়, তারমানে এখন ওর সামনে বিপদ, মহা বিপদ। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল থিও, খিঁচে দৌড় লাগাল।

'দাঁড়া বলছি,' ওর পিছু নিল লোকটা। 'শালা চেরোকির বাচ্চা, মরার আর জায়গা নেই, না? পালাস কই? দাঁড়া, দাঁড়া বলছি।'

আহত পায়ে আপ্রাণ দৌড়ে চলেছে থিও, ধরা পড়তে চায় না কিছুতেই। পায়ের জন্যে ধরা হয়তো পড়ত না, কিন্তু কে জানত ঝোপে ঢাকা কাঁটাতারের একটা বেড়া পথ আগলে আছে সামনে? বেড়ার কাঁটায় জ্যাকেট গেঁথে গেল ওর। টেনেটুনে ছাড়িয়ে নেবার আগেই লোকটার বিশাল থাবা এসে পড়ল কাঁধে।

টেনেহিঁচড়ে ওকে খেতে ফিরিয়ে নিল সে। একটা মোটরের শব্দ ভেসে এল এসময়। ক্রীকের বাঁক ঘুরে ছোট একটা ফার্ম-ট্রাক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। রঙচটা ওভারঅল গায়ে বিশালবপু এক মহিলা নামল ট্রাক থেকে, হেলেদুলে এগোল ওদের দিকে। চেহারাটা স্রেফ একতাল মাংস; ধূর্ত চোখ জোড়া পাথরের মত কঠিন।

ট্রাকটা অবাক করেছে থিওকে। এ জিনিস স্বপ্নেও কোনদিন দেখেনি ও। ট্রাকের চাইতেও অবাক করেছে ওকে ধুমসো মহিলা। এই মাংসপিণ্ডটা আসলে মানুষ, নাকি অন্যকিছু?

'কিছু পেলে?' বলল মাংসপিণ্ড।

'পেলাম আর কই?' ক্ষুব্ধ গলায় বলল রাইফেলধারী। 'এই হারামজাদা কোত্থেকে এসে হরিণীটাকে খেদিয়ে দিল। ইস, কী নাদুস-নুদুসই না ছিল!'

BanglaBook.org

'এ আবার কে?'

'কী জানি। মনে হয় চেরোকি। কিন্তু...'

'ধ্যাৎ, এই ছেলে ইন্ডিয়ান নয়,' বলল মহিলা, কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল থিওর।

'চুল দেখেছ? কালো তো কালো, তার ওপর লম্বায় মনে হচ্ছে দেড় ফুট ছাড়িয়ে গেছে।'

'পোশাক-আশাকও তো দেশী মনে হচ্ছে না। জিপসি নাকি? এই ছেলে, বাড়ি কই?'

শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে থিও, পলকহীন চোখে চেয়ে আছে মহিলার দিকে। ভাষাটা অদ্ভুত হলেও মহিলার কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর, অসুবিধে হয়নি তার মনের কদর্যতা সম্পর্কে ধারণা পেতে। পাত্তা দেয়া যাবে না এই মহিলাকে। যত ইচ্ছে খোঁচাক, মুখ খুলবে না ও, মরে গেলেও না। সবচে' বড় কথা এদের ভাষাটাই তো জানে না ও।

'এই ছোঁড়া, গ্যাঁট মেরে আছিস যে? জিভ নেই, অ্যাঁ? জিভ নেই?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মহিলা। কষে চড় লাগানোর জন্যে সবেগে ডান হাত চালাল।

চড়টা আসছে, আগেই টের পেয়ে গেছিল থিও। বিদ্যুদ্‌বেগে মাথা নোয়াল ও।

ভাল করে ধরার জন্যে লোকটা ওর কাঁধে লম্বানো হাত ঢিল দিতেই সুযোগটা লুফে নিল থিও। হেঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, তারপর ভোঁ দৌড়।

পায়ের যন্ত্রণা বাদ সাধল না এবার। সয়ে গেছে। একলাফে পার হয়ে গেল দশ ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। অবাক হবার কিছুই

BanglaBook.org

নেই, থিওর জন্যে এটা কোন ব্যাপারই না।...পেছন থেকে ভেসে এল রাইফেলধারী আর ধুমসো মহিলার ক্রুদ্ধ গালাগাল। লোকটা পিছু নিয়েছে ওর, কিন্তু এবার আর সুবিধে করতে পারল না সে। তার সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলল থিওর। একসময় খেয়াল করল, লোকটা আর তাড়া করছে না ওকে। চারদিক শান্ত, স্বাভাবিক।

এখনও দৌড়াচ্ছে ও। হরিণীটাকে ধরার দরকার ছিল। কিন্তু ওটা যে রিজ ধরে গেছে, সাংঘাতিক ঢালু সেটা। পায়ের গোড়ালির যা অবস্থা, তাতে ওপথে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

কাঠের একটা গুঁড়ি পেয়ে বসে পড়ল ও। জুতো খুলল ডান পায়ের। ফুলে ওঠা গাঁটটায় হাত বোলাল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। গাল বেয়ে তপ্ত অশ্রু নেমে এল ওর। হরিণীটাকেও হারিয়েছে। এই অচেনা জায়গায় ওটাই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু।

হঠাৎ চোখ-মুখ শক্ত হয়ে এল ওর। চোখ মুছে জুতো পরে নিল। এখানে বসে থেকে কোন ফায়দা নেই, এটা কোন সমাধান নয়। ওকে ছুটতে হবে, খুঁজতে হবে...

দৃঢ়পায়ে ঢালের আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলল থিও। কোথাও না কোথাও আরও লোকজন আছে। তবে হ্যাঁ, এবার থেকে যার সঙ্গেই দেখা হোক, সাবধান থাকতে হবে, খুব সাবধান।

খট্‌খট জাতীয় একটা শব্দ কানে আসতে থেমে গেল থিও। দেখল, সামনে দিয়ে একটা র‍্যাটল স্নেক চলে যাচ্ছে লেজে শব্দ তুলে। পা নেই ওটার, গায়ে ডোরা; আজব চিড়িয়া তো! ভয়ের বদলে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল থিওর।...এসময় ওই মহিলার ট্রাকের আওয়াজের মতন একটা আওয়াজ কানে এল ওর ভাসাভাসা ভাবে।

BanglaBook.org

সাপটাকে সাবধানে এড়িয়ে গেল থিও। ওটা বিপজ্জনক কি না জানে না ও, সুতরাং ঝুঁকি না নেয়াই ভাল। বেল্ট থেকে ছুরি বার করে ঝোপ থেকে ছড়ি আকারের একটা ডাল কেটে নিল, বিপদ-আপদে লাগতে পারে। কাজটা শেষ না হতেই থমকে গেল ও, গোল গোল চোখে চেয়ে আছে ছুরিটার দিকে। মনে হচ্ছে জিনিসটা বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। বহুদিন আগে কে যেন দিয়েছিল ওকে। কে সে? মনে করতে পারল না থিও, কিছুতেই না।

ছড়ি হাতে আগের চাইতে অনেক স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারছে ও, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খুব, অবসন্নভাবে পা টেনে টেনে হাঁটছে। থেমে পড়ে ঝর্ণার পানি খাচ্ছে মাঝে মাঝে, জিরিয়ে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরপর পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সূর্য, পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে ওটা। খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ওর, ভুখা-চোখে এদিক-ওদিক চাইছে খাবারের আশায়। বেরি থাকতে পারে এদিকে। কাঁটাতারের বেড়ার কাছে, লোকটা যেখানে ধরেছিল ওকে, বেরি দেখেছিল।

নিচের খোলা জায়গায় মিলবে খানা, শেষমেষ নিজেকে বোঝাল থিও।

ধীর এবং সতর্ক পায়ে উপত্যকার দিকে এগোল। যতটা লাগবে ভেবেছিল তার চাইতে অনেক কম সময়ে ঢালের নিচে নেমে এসেছে। উপত্যকাটা খুবই সঙ্কীর্ণ। সামনে, একটু দূরেই আরেকটা চড়াই উঠে গেছে আকাশ বরাবর। বেশিক্ষণ আর সূর্যের আলো পাওয়া যাবে না, আপনা থেকেই সতর্ক-সঙ্কেতটা পেল ও। মুহূর্তে মুহূর্তে কমে আসছে আলোর তেজ। শীতল হয়ে আসছে বনভূমি। সেইসঙ্গে ওপর থেকে নেমে আসছে হালকা কুয়াশার চাদর।

BanglaBook.org

অড়ুতুড়ে এই জঙলার অন্ধকার, শীতলতা এবং কুয়াশা, খিদের রাক্ষস আর জখমির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেরে ফেলার যোগাড় করেছে ওকে। ফুঁপিয়ে উঠল থিও, ফুলে ফুলে উঠল পাতলা ঠোঁট। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল, মনে জমাট তীব্র আতঙ্ক। অন্ধকার নেমে এলে কী করবে ও?

জায়গাটার শীতলতা ছাপিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ মধু ঢালল কানে— জন্তু-জানোয়ারের ভীরু পদচারণা। টেলিপ্যাথিতে কথা বলতে যাচ্ছিল ওদের সঙ্গে, ঠিক তখুনি শুনতে পেল একটা মোটরের দূরাগত গর্জন। আঁতকে উঠে হাতের ছড়িটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল ও। ঝাঁ করে মনে পড়ে গেছে শয়তান রাইফেলধারী আর ধুমসো মহিলার কথা।...পরমুহূর্তে মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করল ওদের চিন্তা। এখন ওকে সামনে এগোতে হবে, এটাই একমাত্র সমাধান।

শব্দটার উৎস লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করল থিও, ডানের সরু একটা গিরিখাত ধরে এগোচ্ছে এবার।

আধঘণ্টা পর একটা ঝোপ তছনছ করে বেরিয়ে এল ও, রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে দেখল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

ঢালের একেবারে নিচে নেমে এসেছে ও, ঢালটা এখানে মিশে গেছে একটা নুড়িময় রাস্তার সঙ্গে। রাস্তার ওপাশে প্রশস্ত আরেকটা উপত্যকা। মেঘছোঁয়া নীল আর লালচে পাহাড় ঘিরে রেখেছে উপত্যকাটাকে। শেষ বিকেলের আলোয় ওগুলোর ছায়া পড়েছে উপত্যকায়, ওই আলোতেই ধবধবে সাদা ঘরগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল ও: একটা ফার্ম। দেখতে পেল একমনে পেসচারের সদ্ব্যবহার করে চলেছে কতগুলো ঘোড়া।

BanglaBook.org

যে মোটরের শব্দ শুনে ছুটছিল ও, একটু আগে চলে গেছে সেটা। পাঁচ-ছ'জন যাত্রী পেটে আরেকটা এল তারপর। সুপার পাওয়ার কাজে লাগিয়ে ভেতরের লোকগুলোকে যাচাই করল থিও।...এরা রাইফেলধারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়, প্রশ্নই ওঠে না সাহায্য চাওয়ার। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার আগে গাড়িটা তবু একনজর দেখে নিল ও।

ইতোমধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে উপত্যকায় পড়া পাহাড়ের ছায়া। সূর্য ডুবি ডুবি করছে ওপাশে। আরও তিনটে গাড়ি গেল। গেল একটা ঘোড়াও। ওকে পাস করে যাবার সময় বেগড়বাই শুরু করে দিয়েছিল ওটা। ঘোড়াটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল ওর, ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু কী করবে, আরোহী লোকটা ছিল একটা পাজির পা ঝাড়া।

সন্ধে যখন প্রায় নেমে এসেছে, একটা ট্রাক আসতে দেখল থিও। এবারও কাজে লাগাল সুপার পাওয়ার। মনটা আনন্দে ভরে উঠল যখন বুঝল ট্রাকের প্রতিটা মানুষই বন্ধুভাবাপন্ন। শুধু তাই নয়, সংজ্ঞার অতীত আরও কিছু ব্যাপার আছে ওদের মধ্যে। আর কোন দ্বিধা করল না ও। ট্রাকটা মোড়ের কাছে পৌঁছনোর আগেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

রাস্তায় ওঠামাত্র দুর্বল পা-টা হড়কে গেল ওর। বাঁ হাঁটু রাস্তায় গেড়ে ডান হাতে ছড়ি ধরে টাল সামলাল কোনমতে। ওরা দেখতে পাবে তো ওকে? যদি না পায়? বিপদ হয়ে যাবে। হেড লাইট জ্বলছে ট্রাকের, বাঁকের কাছের পাহাড় আলোকিত করে রাস্তায় ফিরে এল আলোটা।

ওদের চোখের আড়ালে রয়ে যাবার ভয়ে প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল থিও। এতক্ষণ ধরে অশীতিপরের মত ধরে রাখা ছড়িটা ফেলে দিল। চোট লাগা পা-টায় এতই যন্ত্রণা হচ্ছে যে, ওটা কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে।...আবার পড়ে গেল ও।

হঠাৎ করেই ব্রেক কষল ট্রাক, থেমে গেল। জানালা গলে মাথা বেরিয়ে এল ড্রাইভারের।

'এই যে, ইয়াংম্যান, কী ব্যাপার, কোন সমস্যা?'

নিঃশব্দে মুখ খুলল থিও, ডান হাত ওঠাল সেইসঙ্গে। একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল এসময়, 'আরি, ছেলেটা তো জখমী! দেখি দেখি, সর তো, টিনা।'

সশব্দে খুলে গেল দুটো দরজাই। বাইরে বেরোল ড্রাইভার, এক মহিলা আর দুটো ছেলেমেয়ে। মেয়েটার গড়ন থিওরই মতন।

BanglaBook.org

ছেলেটা কিছুটা মোটাসোটা, তবে বয়েসে বড় বলে মনে হয় না। ড্রাইভারের মত ওদের পরনেও জ্যাকেট আর নীল জিন্স।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল থিও। সবার আগে মহিলাই পৌঁছুলেন ওর কাছে।

'ইস্,' ঝুঁকে পড়ে ওকে দাঁড় করালেন তিনি। 'কী অবস্থা! চামড়া ছড়ল কিভাবে হাতের? পড়ে-টড়ে গেছিলে নাকি কোথাও থেকে?'

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল ও। ভদ্রলোকও পৌঁছে গেছেন ততক্ষণে। 'লাগেনি তো বেশি?' জানতে চাইলেন।

আবারও মাথা ঝাঁকাল থিও, লাগেনি তেমন। খুব দ্রুত প্রতিটি মানুষকে আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে ও। মহিলা তাঁর কুচকুচে কালো চুল বেড় দিয়ে স্কার্ফ জড়িয়ে রেখেছেন মাথায়। ডান গালে একটা তিল। চোখ-মুখে লেগে আছে সার্বক্ষণিক প্রফুল্লতা। ভদ্রলোকের মিশকালো চুল ধূসর হয়ে এসেছে কপালের কাছে। চেহারাটা কঠিন, কিন্তু সদয়।

'বাড়ি কই, বাবা?' জানতে চাইলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল থিও, জানে না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মহিলাও তাই।

'আমাদের কথাবার্তা বুঝতে পারছ তো?' জানতে চাইলেন।

মাথা ঝাঁকাল ও, পারছে। 'এই,' স্বামীর উদ্দেশে বললেন মহিলা, 'ছেলেটা মনে হয় স্মরণশক্তি হারিয়েছে।...গরম খাবার আর রেস্ট পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, কী বলো?...তুমি নিশ্চয় ওকে হাসপাতালে পাঠানোর কথা ভাবছ না?'

'আরে না, ওদের সেবার ছিরি আমার জানা আছে। ও আমাদের

BanglaBook.org

সঙ্গেই যাবে।' ঘোষণা দিলেন ভদ্রলোক। 'টিটু-টিনা, ট্রাকের পেছনে ওঠ গে তোরা। আর বিভা...'

কথা শেষ না হতে মহিলা বললেন, 'তুলে নিই ওকে। টিনার চে' বেশি হবে না মনে হয় ওজন।'

'আম্মু,' প্রথমবারের মত মুখ খুলল টিনা, 'ও কি ইন্ডিয়ান?'

'জানি না,' নির্লিপ্ত গলায় বললেন তিনি। 'আর আপাতত সেটা তোর না জানলেও চলবে।'

থিওকে পাঁজাকোলা করে ট্রাকে তুললেন তিনি, পাশে বসালেন। টিটু-টিনা হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠল পেছনে। আর ড্রাইভিং সীটে ওদের বাবা—রহমান ভুঁইয়া।

চলতে শুরু করল ট্রাক। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে থিওর। গাল বেয়ে বইছে নোনা জলের ধারা। এদের দেখা পেয়ে ও ভীষণ আনন্দিত। সত্যিকার মানুষের যেমনটা হওয়া উচিত, এরা ঠিক তেমন। এদের সঙ্গে যদি কথা বলা যেত তাহলে...তাহলে...

এরা যা যা ভাবছে তার সাথে উচ্চারিত কথা মেলাচ্ছে থিও। নামগুলো অবশ্যি জেনে গেছে ইতোমধ্যে—রহমান ভুঁইয়া, বিভা ভুঁইয়া, টিটু আর টিনা। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এদের বলা প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করে চলেছে ও। অনেক সময় লাগবে এভাবে শিখতে, বুঝতে পারছে। কী আর করা। মনে প্রাণে চাচ্ছে ওরা বেশি করে কথা বলুক। কিন্তু সংক্ষিপ্ত এই জার্নিতে তেমন একটা কথা হলো না ওদের মধ্যে।

মাইন্ড রীডিং করে ওদের ভাবনাগুলো জেনে নিল থিও। রহমান সাহেব: এমন ছেলে বাপের জন্মে দেখিনি। বোঝাই যায় ধারেপিঠে নয় বাড়ি। মিসেস রহমান: শুধু মাথাভরা লম্বা চুলই নয়, অদ্ভুত আরও

BanglaBook.org

কিছু আছে ছেলেটার ভেতর।...আর ওর জ্যাকেট, পৃথিবীর কোথাও কেউ কোনদিন দেখেছে এমন জিনিস?

একসময় গতি কমে এল ট্রাকের। ছোট্ট, বাদামী একটা বিল্ডিং দেখা গেল হেডলাইটের আলোয়। নাম—ভুঁইয়া রক শপ, স্মোকি মাউন্টেন জেম্‌স। একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল ওদের ট্রাক, সবুজ গাছগাছড়ায় ঢাকা একটা বাড়ির দিকে ঘুরল। বাড়ির ওপাশে একটা গোলাঘর। একটা কুকুরের উপস্থিতি টের পেল ও ওখানে। ট্রাকের শব্দ কানে যেতে ঘেউ ঘেউ করে উঠল ওটা। থিও টেলিপ্যাথিতে বন্ধুসুলভ সাড়া দিতে থেমে গেল।

ট্রাক থেকে নামল সবাই। দরজা খুলে দিলেন রহমান সাহেব। মিসেস রহমান ওকে নিয়ে ঢুকলেন ভেতরে। আলো জ্বালানো হলো। ফায়ার প্লেসের পাশের কাউচে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে। রুমটা বেশ সুন্দর, আরামদায়কও। মেঝে পুরোটাই বাদামী কাঠের। এমন একটি বাড়ি নিজ হাতে বানানোর গর্ব ঝিকিয়ে উঠতে দেখল ও রহমান সাহেবের চোখে।

'টিটু,' বললেন তিনি, 'টিনা আর তুই মালগুলো নামিয়ে ফেল তো ট্রাক থেকে।'

'ইয়ে, আব্বু,' গাইগুঁই করে উঠল টিটু। 'প্লীজ, আমরা...'

'যা বলছি কর। ছেলেটা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে না, ওর সঙ্গে কথা বলার প্রচুর সময় পাবি। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা; যা দু'জনে মিলে মাল নামা আগে।' কিচেনের দিকে মুখ করে বললেন, 'কই গো, খানা-টানা লাগাও; কলকব্জা তো সব অকেজো হয়ে যাচ্ছে।'

রহমান সাহেব ফায়ার প্লেস ধরানোর সময় খুব সাবধানে জুতো খুলল থিও। হাঁটু পর্যন্ত ওঠাল ট্রাউজার্স।

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। শিস দিতে দিতে ওর কালশিরে পড়া পা দুটো পরখ করতে লাগলেন অত্যন্ত যত্নসহকারে। 'চোট তো দেখি সাংঘাতিক হে! হাড়-টাড় ভেঙে না থাকলেই হয়। ঘরে বানানো একটা বিশেষ মলম আছে আমাদের, ভীমরুলের হুলের জ্বালা থেকে শুরু করে হাউজমেইড্স্নী পর্যন্ত এমন কোন ব্যামো নেই এর কাছে পাত্তা পায়।'

টিটু-টিনা ট্রাক থেকে যখন শেষ মালটা নামাচ্ছে, আরেকটা ট্রাক বড় রাস্তা থেকে মোড় নিয়ে ঢুকল ওদের গলিতে। একলাফে উঠে দাঁড়াল থিও, চোখে ভয়। কোন ভুল নেই; শব্দটা সেই রাইফেলধারীর ট্রাকের।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টিটু। 'আব্বু, মনে হয় মিস্টার বেন।'

ভুরু কোঁচকালেন রহমান সাহেব। খানিকটা বিরক্ত। 'বেন!' থিওর সন্ত্রস্ততা দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি অমন করছ কেন?'

দাঁড়িয়ে আছে থিও, চঞ্চল চোখে লুকোনোর জায়গা খুঁজছে। সকালের ভয়াবহ স্মৃতিটা মনে পড়ে গেছে। মনে পড়ে গেছে বদমাশ লোকটার কথা। দ্বিতীয়বারের মত প্রচণ্ড রাগ ভর করল ওর ওপর।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস রহমান। ওকে জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বললেন, 'বেনের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছে?'

থিওর পাথরের মতন শক্ত হয়ে আসা চেহারা আর মাথা নেড়ে দেয়া স্বীকারোক্তি চিন্তায় ফেলে দিল ওঁদের।

'এই,' স্বামীকে বললেন মিসেস রহমান। 'বেনকে ভয় পাচ্ছে ও। কী হয়েছে কে জানে। দেখো, বেন কিন্তু...'

BanglaBook.org

'বেডরুমে নিয়ে যাও ওকে। ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দেবে।' দ্রুত আওড়ালেন রহমান সাহেব। 'বেনকে আমি সামলাচ্ছি...'

সোফার কাছে পড়ে থাকা থিওর বুট ছাড়া রুমটায় বাইরের কারও উপস্থিতির চিহ্নটি রইল না।...দরজায় নক হলো একটু বাদেই।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে ভেতরে ঢুকল বেন মারফি।

'এখনি ফিরলে মনে হয়?' বলল।

'হ্যাঁ, সারা দিন যা ধকল গেল না!'

'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে পথে?'

'বহুদিন পর অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখলাম, কেন বলো তো?'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কোমরে হাত রেখে অন্য দিকে ঘাড় ঘোরাল বেন। 'কিসের মধ্যে যে কী ঢুকিয়ে দাও না তুমি!'

খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা চোয়ালটা কাঁধে ঘষতে ঘষতে পা টেনে টেনে ফায়ার প্লেসের দিকে এগোল বেন। কুঁতকুঁতে চোখ দুটো শকুনের মত জরিপ করে চলেছে রুমের এমাথা-ওমাথা।

'বুঝলে, আজকাল বিটকেলে সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে এই এলাকায়,' বলল সে। 'খিঁচড়ে আছে মেজাজ। আচ্ছা, তোমার ব্লাডহাউন্ডটা আছে না?'

'উঁহুঁ, বেচে দিয়েছি,' জানালেন রহমান সাহেব। 'আরেকটা অবশ্যি ধরেছি, ব্যাটা বাগই মানতে চাচ্ছে না।'

'মুশকিল হলো তো। এখন দেখি বন্ধের কাছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।'

'ব্লাডহাউন্ড দিয়ে কী করবে, বেন?' জানতে চাইলেন

BanglaBook.org

কৌতূহলী রহমান সাহেব।

'আর বোলো না; শয়তান এক ছোঁড়া, বুঝলে। নিজের চোখে দেখেছি আমি, সাবাও ছিল ওখানে, জিজ্ঞেস করে দেখো। বদমাশটাকে ধরেওছিলাম, কিন্তু কথা ফোটানো যাচ্ছিল না কোনমতেই। একটু অসতর্ক হয়েছিলাম, ব্যস, পালাল। দশ ফুট উঁচু বেড়াটা এমনভাবে টপকে গেল, তুমি বিশ্বাস করবে না, রেমান। খালি হাতে অত উঁচু বেড়া টপকানো, মাই গড, নিজে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'বলো কী হে!' ভুরু কুঁচকে গেল রহমান সাহেবের। 'তা কী করেছিল সে?'

'ট্রেসপাস।'

'তো? শিকারের মৌসুম ছাড়া ট্রেসপাস নিয়ে মাথা ঘামায় কেউ? পথ শর্ট করার জন্যে অনেকেই তো রোড ছেড়ে অন্যের জমির ওপর দিয়ে গাড়ি হাঁকায়। শিকারে বেরোলে আমি নিজেই তো অমন করি, এতে দোষের কী আছে?'

'ও আমার শিকার ভাগিয়ে দিয়েছে, রেমান...'

'বেন, এর আগে এমন হয়েছে কখনও?' মাঝপথে বেন মারফিকে থামিয়ে দিলেন রহমান সাহেব। 'ছেলেটা তো পথ হারিয়েও থাকতে পারে, হয়তো ও আহত ছিল।'

'মোটেই না। ওকে তুমি লাফটা দিতে দেখলে একথা বলতে না।'

'ওকে তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'শয়তানটা চোরের মত আমার পশ্চিমের জমিতে নেমে আসে। সঙ্গে একটা হরিণীও ছিল।'

BanglaBook.org

'হরিণী!'

'তাহলে আর বলছি কী! ওটার সঙ্গে এমনভাবে হাঁটছিল, যেন হরিণের বংশধর।'

জিভে ঠোঁট ভেজালেন রহমান সাহেব, শুকনো গলায় বললেন, 'গুলি-টুলি করে বসোনি তো?'

রাগে কাঁই হয়ে আছে বেন, একদলা থুতু ফেলল ফায়ার প্লেসে। 'ওটা আমার খেত নষ্ট করছিল, গুলি করব না তো কোলে তুলে সোহাগ করব?'

'কিন্তু ছেলেটা...'

'পালাতে যাচ্ছিল। কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে যায়, ধরেও ফেলি, কিন্তু একটু পরে ঠিকই পালিয়ে যায়। বেড়া টপকানো দেখে মনে হচ্ছিল অদৃশ্য ডানা আছে ব্যাটার।' থামল বেন, দুই সেকেন্ড বাদে গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'রেমান, ছেলেটা একেবারেই অন্যরকম, অস্বাভাবিক। ওর ব্যাপারে ভালভাবে জানার আগপর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

একমুহূর্তের নীরবতা। রহমান সাহেব আর বেনের প্রতিটি কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওরা বেডরুম থেকে। থিওর কালশিরেগুলোয় মলম লাগাচ্ছেন মিসেস রহমান। 'হরিণীর ব্যাপারটা কি সত্যি?' ফিসফিসালেন তিনি, 'ভাব হয়েছিল তোমার ওটার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল থিও, চেষ্টার চূড়ান্ত করল ভাবনাটাকে শব্দে রূপ দিতে, পারল না শেষতক। যে শব্দটা বলতে চাচ্ছে সেটা ওর কাছে একেবারেই নতুন, শোনেনি এপর্যন্ত।

'তুমি আসলেই অন্যরকম ছেলে,' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'আচ্ছা, তোমার নামটা মনে নেই? চেষ্টা করো তো মনে করার,

BanglaBook.org

চেষ্টা করো।'

'থ্-থিও,' বলল ও। মুখ ফস্কে যেন বেরিয়ে এল কথাটা। মনে হচ্ছে থিও নামটার আগে-পরে আরও কিছু আছে, কিন্তু নাহ্, মনে আসছে না।

চুপ মেরে গেল ওরা। রহমান সাহেব কথা বলছেন।

'বেন, তোমার জায়গায় আমি হলে ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিতাম। এমনটা ধরে নেয়া কি বোকামি—একটা দুষ্টু ছেলে সরকারী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল, কোথাও আছাড় খেয়ে আহত হলো, স্মরণশক্তি হারিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল? এমন অবস্থায় পড়া কোন বাচ্চা ছেলেকে সাহায্য করা তোমার-আমার কর্তব্য, তা না করে উল্টো যদি ভয় দেখাও, লোকে কী বলবে?'

'দেখো, আসলে...'

'এটা শিকারের মৌসুম নয়। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে অবৈধভাবে হরিণ শিকারের দায়ে তুমি ফেঁসে যেতে পারো।'

'আমার কথা হলো...'

'শোনো, ছেলেটা তো চেরোকিও হতে পারে। হয়তো বিশেষ কোন কারণে বর্ডার পেরিয়ে এসেছে এদিকে।'

'আমার তা মনে হয় না। সাবাও বলছিল...' বেনের সন্ধানী চোখ জোড়া হঠাৎ আটকে গেল থিওর জুতোর ওপর। 'আজব জুতো তো...'

বেডরুমে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে ছিলেন এতক্ষণ মিসেস রহমান। দরজার দিকে এগোলেন হলে যাবার জন্যে। একই সময় ওঁকে পাশ কাটিয়ে কিচেন হয়ে বেরোল টিনা।

BanglaBook.org

'কেমন আছেন, আঙ্কল?' শান্ত গলায় বলল বেনের উদ্দেশে। তার নাকের সামনে দিয়ে থিওর জুতো জোড়া নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা ধরল। 'সেরেছে রে, জুতোয় এখনও কাদা লেগে আছে, দেখলে পিঠের ছাল তুলে নেবে আম্মু।' বলতে বলতে কিচেনে ঢুকে পড়ল ও। 'আম্মু, আম্মু, কই গেলে? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে তো।'

'চিল্লাস না, আসি,' জবাব দিলেন মিসেস রহমান।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ঘটনাটা হজম করে গেল বেন। চিবুক ঘষল উঁচু কাঁধে।

'যাই, রেমান।' দরজার দিকে এগোল। 'খবর দিয়ো কিছু জানতে পেলে।'

'শিওর।'

বেন তার ট্রাক নিয়ে রাস্তায় ওঠার আগপর্যন্ত টুঁ শব্দটি করল না কেউ। অতঃপর ফুসফুস ভরে দীর্ঘ একটা শ্বাস টানলেন রহমান সাহেব। 'বেচারী! কী ধোঁকাটাই না খেল!' আপদ বিদেয় করতে পেরে সন্তুষ্ট তিনি।

'কিছু টেরটোর পায়নি তো?' বললেন মিসেস রহমান। থিওকে ফিরিয়ে এনেছেন আগের জায়গায়।

'মনে হয় না। বরাবরই ও সব ব্যাপারে একটু বেশি নাক গলায়।...সকালে বেন একে দেখে না থাকলেই হয়। অবশ্যি যে অষুধ দিয়েছি, এ নিয়ে আর মাথা ঘামানোর সাহস হবে না ওর।' বলে হঠাৎ করেই তিনি মেয়ের দিকে ঘুরলেন। 'তুই তো দারুণ দেখালি রে, এই মাথাটায় কিছু আছে তাহলে?'

'আলবত আছে। এবার একটা চকচকে ডাইম ঝাড়ো তো, নো কিপ্টেমি।'

BanglaBook.org

'এ তো দেখি পাক্কা মার্সেনারি হয়েছে রে,' কপট রাগ দেখালেন রহমান সাহেব, প্রাপ্য ডাইমটা ধরিয়ে দিলেন ওকে।

'জ্বী না, আমি মার্সেনারি নই। আমি যেমন নিতে জানি, তেমনি দিতেও।' বলেই ডাইমটা থিওর হাতে দিল ও। 'এটা তোমার। তুমি কিন্তু অনেকদিন থাকবে আমাদের সঙ্গে, কী থাকবে না?'

নির্বিকারভাবে ডাইমটার দিকে চেয়ে রইল থিও। মনে হচ্ছে, একদলা মাটির সঙ্গে ওটার তফাত খুঁজে পাচ্ছে না।

নিশ্চুপ টিটু মুখ খুলল এবার, 'কথা বলো হে, টাকা-পয়সা দেখোনি নাকি কোনদিন?'

'ওর নাম থিও,' বললেন ওদের আম্মু। 'এর বেশি কিছু মনে করতে পারছে না।'

'কিন্তু···কিন্তু,' গোঁয়ারের মত নিজের মতে অটল রইল টিটু। 'ও ডাইম চিনবে না কেন? কী থিও, তুমি টাকা-পয়সা চেনো না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নেতিবাচক জবাব দিল ও।

'তুমি নিশ্চয় ইংরেজি বোঝো? নইলে তো আমাদের কথাবার্তাও বুঝতে না। তাই যদি হয়, তাহলে টাকা-পয়সা চিনবে না কেন?'

'অনেক হয়েছে,' ছেলেমেয়ের উদ্দেশে বললেন মিসেস রহমান। 'মাথায় ওর মত এক-আধটা চোট পেলে দেখা যেত কত বকতে পারিস। ওর এখন খাবার আর রেস্ট দরকার। কাল রোববার, হলিডে, যত ইচ্ছে কথা বলিস; কিন্তু আজ আর না।'

থিওর সৌজন্যে স্পেশাল খাবারের আয়োজন করলেন মিসেস

BanglaBook.org

রাক্ষসের মত সাবাড় করলেও খাসির মাংস আর চিকেন ছুঁয়েও দেখল না থিও।

সাপার শেষে পুরানো একটা পাজামা পরল টিটুর, ঢোলা হয়ে ঝুলতে লাগল ওটা শরীরের নিচের দিকে। সে নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসতও পেল না খুব একটা। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল টিটুর বিছানায়।

তিন

সকালে প্রায় সুস্থ বোধ করল থিও। মাথার যন্ত্রণাটা নেই। ফোলা জায়গাগুলো স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মুছে গেছে কালশিরে। শুধু মুখ আর হাতে আঁচড়ের টুকটাক দাগ রয়ে গেছে।...হাঁটাচলা করতে পারছে স্বচ্ছন্দে।

'আশ্চর্য!' নাস্তার টেবিলে বসলেন মিসেস রহমান। 'এত জলদি সেরে উঠলে! মলমটা ভাল, তাই বলে...'

'শুধু ভালই নয়, আমাদের স্পেশাল ভুঁইয়া মলম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াই।' বিস্ময় লুকিয়ে বললেন রহমান সাহেব। 'বুঝলে থিও, এটা একটা ইন্ডিয়ান ভেষজ মিক্সচার। ক্যানসার আর জলাতঙ্ক ছাড়া এমন কোন রোগ নেই এর সঙ্গে টেক্কা দেয়। টাকা-পয়সার সমস্যা না থাকলে বাজারে ছেড়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে

BanglaBook.org

দেখতাম।'

'আব্বু,' বলতে যাচ্ছিল টিটু, ওকে ছাড়িয়ে টিনা বলল, 'আচ্ছা, ওর মাথায় একটু মলম মাখালে কেমন হয়? বলা তো যায় না, ফিরে আসলেও আসতে পারে স্মৃতি।'

কথাটা ও খুব চিন্তা করে বলেছে বুঝে হেসে ফেলল থিও। পুরো ব্যাপারটাই কাঁচিয়ে গেল এতে।

হেসে উঠল অন্যরাও।

মিসেস রহমান হঠাৎ চিন্তিত গলায় বললেন, 'রেডিওতে তোমার হারানো সংবাদ হলো না কেন বুঝলাম না। এখানে কেউ হারালে সঙ্গে সঙ্গে রেডিওতে ঘোষণা দিয়ে দেয়, সার্চ পার্টিও বেরিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ; অথচ তোমার বেলায় এসব কিছুই হচ্ছে না, কারণ কী?'

'গেল সামারের মত কিছু ঘটেনি তো!' বললেন রহমান সাহেব।

'সেবার কী হয়েছিল জানো?' বলতে লাগল টিনা। 'পাহাড় দেখতে বেরিয়েছিল আটজন ট্যুরিস্ট। পরের এক হপ্তা লাপাত্তা হয়ে থাকে তারা। একদিন এক আর্কিওলজিস্ট জঙলার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন লতাপাতায় ঢাকা একটা গাড়ির ওপর। ভেতরের একটা প্রাণীও বেঁচে নেই তখন, সব মরে ভূত!'

'টিনা!' ধমকে উঠলেন মিসেস রহমান। 'এটা কিন্তু...'

'জানি, জানি,' হাত তুলে মাকে আশ্বস্ত করল টিনা। 'আমি জানি ওরকম কোন গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেনি ও। গাড়িটার কথা বলেছিলাম ওকে কাল রাতে। কিন্তু টাকা-পয়সার মত অমন কোন গাড়ির কথাও মনে করতে পারেনি।'

ভুরু নাচালেন রহমান সাহেব, 'তাই, থিও?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।' প্রথমবারের মতন কথা বলল ও। এবং নির্ভেজাল বাংলায়।

'আব্বু, ও কথা বলেছে!' চেঁচিয়ে উঠল উল্লসিত টিনা। 'জিভে মলম পড়েছে বোধ হয়।'

কেউ হাসল না এবার ওর কথায়। একে অন্যের দিকে চাইলেন মিস্টার এবং মিসেস রহমান। চাউনিতে ওঁদের হাজারটা প্রশ্ন। মিসেস রহমান বললেন, 'বাংলাদেশ-ব্রাজিলের ফাইনালটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু, উপায় নেই। তুমি বরং টিটু-টিনাকে নিয়ে যাও। আর, একটু খোঁজ নিয়ো তো কারও ছেলেপুলে হারিয়েছে কি না।'

'আসলে আমার যেতেই ইচ্ছে করছে না স্টেডিয়ামে,' বললেন রহমান সাহেব। 'থিওর এমন সমস্যা, আর আমরা যাব খেলা দেখতে...'

'আহা, আমি থাকছি না?' বোঝালেন মিসেস রহমান। 'ওকে আমি দেখব। তুমি যাও তো ওদের নিয়ে; ছেলেগুলো সাতসাগর ডিঙিয়ে এখানে এসেছে খেলতে, আর আমরা সবাই ঝিম মেরে থাকব ঘরে?'

'আব্বু, চলো।' বাপের হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল টিটু।

'খেলা শুরু হতে বেশি দেরি নেই, যাও তো।' তাড়া লাগালেন রহমান-পত্নী। '...আর, টিটু-টিনা, মন দিয়ে শোন—থিওর ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করবি না কারও কাছে।'

'ঠিক আছে,' বাধ্য ছেলের মত বলল টিটু।

'কিন্তু তাতে অসুবিধেটা কী?' টিনা বলল। 'ছেলে হিসেবে থিও অসাধারণ; নয়? বলো?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই অসাধারণ। আর সে কারণেই আমরা ওকে মানুষের চোখের আড়াল করে রাখছি। ভুলে গেলি, বেন কাল রাতে কী তেলেসমাতি দেখিয়ে গেল?'

'ধুর, ওর কথা ছাড়ো।' মুখ ঝামটি মারল টিনা। 'আস্ত একটা ফোপড়দালাল।'

'বুঝতেই পারছিস সমস্যাটা কোথায়। থিওর ভেতর এমন কিছু আছে, যা বেনের মত লোকদের আগ্রহী করে তুলবে; আর সেটাই হবে কাল, হাজার রকম ঝামেলা বাধিয়ে বসবে তারা। তোরা কথা দে, কারও কাছে ওর কথা তুলবি না।'

'তুলব না যাও, প্রমিজ।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' মেয়ের চুল আউলে দিয়ে বললেন রহমান সাহেব। 'নে, তোরা তৈরি হয়ে নে।'

ওরা বেরিয়ে যাবার পরপর রেডিওতে লোকাল স্টেশন ধরলেন মিসেস রহমান, খবর শুনলেন।

'আচ্ছা, তুমি রেডিও চেনো?' জানতে চাইলেন তিনি।

এহেন আকস্মিক প্রশ্নে মোটেও ভাবিত হলো না থিও। প্রশ্নটা ওঁর কাছে খুবই গুরুত্ববহ; গাড়ি এবং টাকা-পয়সার মত রেডিও-ও ওর অচেনা কি না ভাবছেন উনি।

'হ্যাঁ,' জানাল ও। পরক্ষণেই সৌজন্যজ্ঞাপক শব্দটা মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ, আন্টি।'

'ওয়ান্ডারফুল!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিসেস রহমান। 'তোমার মনে পড়ছে, থিও, মনে পড়ছে। কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে?'

'হচ্ছে। কিন্তু—মনে পড়ছে একটু একটু করে।' মিসেস রহমানের কালো চুল আর চটপটে চোখ জোড়া খুব পছন্দ হয়েছে

BanglaBook.org

ওর। টিনা দেখতে অনেকটা ওঁর মত, আর টিপু পেয়েছে বাপের আদল।

'দু'একদিন আমি আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে,' বললেন মিসেস রহমান। 'মাথায় বড় ধরনের চোট পেয়েছ, সেরে ওঠো আগে, বিস্তর সময় পাওয়া যাবে কথা বলার। আচ্ছা, এখন কি ব্যথা হচ্ছে মাথায়?'

'হচ্ছে, তবে শুধু ছুঁলে। প্লীজ, কথা বলুন। কাজে দিচ্ছে আমার।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে বলছি। সুযোগ পেলে আমি সাত কাউন্টির সেরা বাচাল বনে যাই। আর তা যদি তোমার কাজে দেয়, তাহলে তো কথাই নেই।' স্মিত হাসলেন তিনি। 'টিনার আব্বুকে দিয়েই শুরু করি। সাংঘাতিক পরিশ্রমী মানুষ ও। দিনরাত খাটে টাকার জন্যে।'

'আচ্ছা, টাকা দিয়ে কী হয়?'

'এক কথায় বলা মুশকিল। আসলে টাকা এমনই এক জিনিস, যার প্রয়োজন সবার। টাকা ছাড়া খাবার মেলে না; অবশ্যি এদিক থেকে কোন সমস্যা নেই আমাদের। শাক-সব্জী, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল—মোট কথা ফার্ম করতে যা যা লাগে, প্রায় সবই আছে আমাদের। তবে আজকাল ফার্মের আয়ে আর পোষাতে চায় না চাষীদের। শিবলী, মানে টিনার আব্বু অবশ্যি চাষী নয়, এখানে আমাদের আবাদী জমিজমা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সত্তর বছর পর এখানে আসি আমরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম দু'জনই, বিষয়ও এক—প্রাণিবিজ্ঞান। মাস্টার্স কমপ্লিট করতে না পারায় ওর সে কী হাপিত্যেশ। আমি ওকে

BanglaBook.org

বোঝালাম—দেখো এমন সুযোগ্ জীবনে দুটো পাবে না। প্রতিভার জোরেই তুমি মার্কিন সিটিজেন হচ্ছ; ওরা তোমাকে সিটিজেন বানাবে আর লেখাপড়াটা শেষ করতে দেবে না?

'শিবলী আর দ্বিমত করল না। চলে এলাম আমরা। সেটল হবার বছর পাঁচেক পর জিলিয়ান ব্রাডওয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে কোর্স শেষ করলাম দু'জনে। ব্রাডওয়েল ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন গবেষণা করার পর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ও, চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাথরের দোকান খুলে বসে। এই দোকান থেকেই আসে আমাদের প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা; বিশেষ করে গরমে, ধনকুবের ট্যুরিস্টদের গ্রাঁট থেকে।'

থামলেন মিসেস রহমান। 'আমি কি খুব বেশি বকছি, থিও?'

'না না। প্লীজ, আপনি বলে যান।'

'বেশ। হ্যাঁ, টাকা-পয়সার কথা হচ্ছিল। তুমি শিওর আগে কখনও দেখোনি টাকা?'

'শিওর।'

'গাড়ি?'

'এই গাড়ি জিনিসটা বেজায় অদ্ভুত লাগে আমার।'

'তোমাকেও আমার অদ্ভুত লাগছে, থিও।'

বসে পড়েছেন মিসেস রহমান। ওরই মত বিভ্রান্ত তিনি, লক্ষ করল থিও। কিন্তু সে নিয়ে মাথা ঘামাল না বেশিক্ষণ, ডজন খানেক নতুন শব্দ শুনেছে ও, শব্দগুলো মুখস্থ করছে। মনের কথাগুলোকে এরা নির্দিষ্ট কিছু শব্দের সাহায্যে গুছিয়ে গুছিয়ে বলছে। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু আয়ত্ত করতে কিছুটা সময় তো লাগবেই, নিজেকে প্রবোধ দিল ও।

BanglaBook.org

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মিসেস রহমান। 'থিও, একটা একটা করে দেখে বলো তো এই জিনিসগুলোর কোনটা কী। তুমি তো রেডিও চেনো, তাহলে নিশ্চয়ই টি ভিও চেনো।'

'ওটা রেডিওরই মত, ওতে···ওতে ছবিও দেখা যায়, না?'

'ঠিক ধরেছ। আমাদের টি.ভি সেট নেই। বাড়তি টাকা দিয়ে এদ্দিন আমরা বই কিনেছি। ভাবছি শিগগিরই কিনে ফেলব একটা।'

'চেনো?' একটা কলম দেখিয়ে বললেন মিসেস রহমান।

'হ্যাঁ, কলম।'

'গুড। আর এটা?' ফায়ার প্লেসের পাশের বুকশেল্‌ফ থেকে টিনার একটা বই তুলে নিয়ে বললেন তিনি।

'বই।'

'পড়েছ?'

'উঁহুঁ।'

'আশ্চর্য! গড়নের তুলনায় তোমার বয়েস তো বেশিই মনে হয়। যে শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে তার তো এ বই পড়া থাকার কথা। ওহ্‌হো···' হঠাৎ করেই চুপসে গেলেন তিনি। 'আমারই ভুল হয়েছে, একবারও মাথায় আসেনি—বাংলা তো তোমার মায়ের ভাষা নাও হতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন। আমারও মনে হয় আমি অন্য কোন ভাষা জানতাম।'

'ইম্পর্টেন্ট ক্লু!' নিজের আবিষ্কারে গদগদ মিসেস রহমান। 'তোমার ভাষার একটু-আধটুও যদি বলতে পারো, আমি শিওর—কোন ভাষা বলে দিতে পারব। চেষ্টা করো থিও, তোমার ভাষার যাহোক একটা কিছু মনে করার চেষ্টা করো।'

BanglaBook.org

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল থিও। দূরের সবুজ উপত্যকায় পাঠিয়ে দিল মন। হঠাৎ করেই উপত্যকা-বিষয়ক একটা সুর মনে পড়ে গেল ওর, গুনগুনিয়ে উঠল, খানিক বাদে পুরোদস্তুর গাইতে শুরু করল। থ মেরে গেল স্বয়ং থিও। কোথায় শুনেছে ও এ গান?

হাততালি দিয়ে উঠলেন মিসেস রহমান। 'অপূর্ব, অপূর্ব!' পরক্ষণেই মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'স্কুলে পড়ার সময় বাবার কাছে অনেকগুলো ভাষা শিখেছিলাম। কিন্তু এমন ভাষা শুনিনি কোনদিন। আচ্ছা, কদ্দিন ধরে বাংলা শিখছ বলতে পারো?'

'মোটেই তো কাল রাত থেকে।'

'মানে?'

'আমি···আমি আপনার কাছ থেকে ভাষা শিখছি।' এসব কথা মুখেই বলতে হচ্ছে ওঁকে, আর সেজন্যেই বিশ্বাস করতে পারছেন না উনি। উনি মনের কথা পড়তে পারেন না, এখানকার কেউই পারে না, পারে শুধু পশু-পাখিরা।

'থিও,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি, 'সত্যি আর মিথ্যের ফারাক কী তুমি জানো?'

'সত্যি আর মিথ্যে? সত্যি হলো সঠিক, আর মিথ্যে···মিথ্যে··· যা সঠিক নয়। এখানে বোধ হয় অন্য কিছু বলা উচিত, কিন্তু এখনও শব্দটা বলেননি আপনি।'

'শব্দটা হলো—ভ্রান্ত,' বলে দিলেন তিনি। 'যখন তুমি সত্যি কথা বলছ না, সেটা হচ্ছে মিথ্যে, ভ্রান্ত।'

চিবুক কেঁপে উঠল থিওর, মুহূর্তমাত্র, থেমে গেল তারপর। 'আপনাকে সত্যি কথা বলছি না ভাবছেন কেন? আপনার কাছে আমি যেমন অদ্ভুত, তেমনি আমার কাছে আপনি। কাল সকালে

BanglaBook.org

জেগে উঠে দেখি আমি পাহাড়ে···দূরে, এখান থেকে অনেক দূরে। আমার সারা শরীরে তখন অজস্র চোট। মনে হচ্ছিল···মনে হচ্ছিল কোথাও থেকে পড়ে গেছি।···গেল রাতে আপনি জানতে চাইবার আগতক আমি আমার নামটা পর্যন্ত জানতাম না। সবকিছুই অচেনা, অদ্ভুত লাগছিল। পাহাড়, গাছপালা, সব, সবকিছু···শুধু ওই হরিণী ছাড়া। আমি···' থেমে গেল ও। গত রাতে এই বাড়িতে ঢোকার আগে আগে টের পাওয়া একটা কুকুরের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে গেছে।

খুব তেষ্টা পেয়েছিল ওটার। পানির জন্যে ছটফট করছিল।

কুকুরটার কথা ওঁকে বলল থিও। অবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'অমন তো হবার কথা নয়, বাঘাকে পানি খাওয়ানোর কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না শিবলী। থিও, তুমি কি বলতে চাও···'

'বিশ্বাস করুন উনি ওকে পানি খাওয়াতে ভুলে গেছিলেন। বাঘা শুধু শুধু তেষ্টার কথা ভাবতে যাবে কেন?'

'থিও!' কঠিন শোনাল মিসেস রহমানের গলা। 'তুমি কি বলতে চাও তুমি এমন কিছু করতে পারো যা···এসো তো যাই বাঘার খোঁয়াড়ে।'

দেওড়ির দিকে চলল ওরা। ঠিক তখুনি একটা কার রাস্তা ছেড়ে গলির ভেতর ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে থিওকে নিয়ে ভেতরে ফিরে এলেন তিনি, দরজা আটকে দিলেন। গাড়িটার গতি শ্লথ হয়ে এলেও থামল না শেষতক, চলে গেল গন্তব্যের দিকে।

'জোনাথন ফ্যামিলি,' বললেন মিসেস রহমান। 'আমাদের দেখতে পেলে নির্ঘাত থামত, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।'

'বাঘার ব্যাপারটা এখন থাক।' মত পাল্টালেন তিনি। 'এসো,

BanglaBook.org

আগে তোমার চুল ছেঁটে পোশাক বদলে দিই। কিছু মনে করবে না তো? আমি চাই এখানকার আর দু' দশটা ছেলেমেয়ের মতই হোক তোমার রকম-সকম। ব্যাপারটা কিন্তু খুব জরুরী।'

'ঠিক আছে, অসুবিধে নেই।' বলল থিও। একইসঙ্গে বাঘাকে টেলিপ্যাথিতে সান্ত্বনাসূচক একটা কথা বলল। 'আমি শুধু শুধু ঝামেলা করছি আপনাদের, আমি···আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই, থিও। তোমার এতটুকু উপকারে আসতে পারলেও আমার ভাল লাগবে। আসলে···'

কাঁচি আর চিরুনি হাতে ওর চুল ছাঁটতে শুরু করেছেন মিসেস রহমান। ঘাড়ের কাছে ঢাকা-পড়া, চুল বাঁধার ক্লিপটা দেখতে পেলেন হঠাৎ। 'আরিব্বাশ, কী কায়দা! দেখতে পেলে খুব মজা পেত শিবলী।'

ক্লিপটা যত্নসহকারে একপাশে রেখে দিলেন তিনি। আবার ছাঁটতে লাগলেন। 'ঘরের সবার চুল আমিই ছাঁটি।' বলতে লাগলেন, 'এতে সাশ্রয়ের পরিমাণটা শুনলে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না। এক মাথা চুল ছাঁটতে শহরে নেয় দেড় ডলার, বড় শহরে তার দ্বিগুণ। অর্থাৎ টিটু-টিনা আর শিবলীর চুল-ছাঁটার মাসিক খরচ দাঁড়ায় পুরো ছয় ডলার। কোন মানে হয় এত অপচয়ের?···টিটুর পুরানো কাপড় সব গরিব ছেলেমেয়েদের দিয়ে দিয়েছি। খেলার সময় টিনার লাগতে পারে ভেবে একটা রেখে দিয়েছিলাম। তোমার গায়ে আঁটবে মনে হয় ওটা।

ফেড জিন্স, মোটামুটি ভাল একটা শার্ট আর হালকা জীপারের জ্যাকেট যখন গায়ে চড়াল থিও, নিজেকে একেবারেই অন্য মানুষ মনে হলো ওর।

BanglaBook.org

'টিটুর জুতোর সাইজ ছোট,' বললেন মিসেস রহমান। 'তোমার গুলোই থাক। ট্রাউজার্সে অনেকখানি ঢাকা পড়ে থাকবে, টের পাবে না কেউ।...এখানে তোমার উপস্থিতিটা বাস্তবসম্মত করার একটা ব্যবস্থা নিতে হবে, থিও। তোমাকে তখন বলিনি, আমেরিকান নেভিতে মাস কয়েক চাকরি করেছিল শিরলী, সেই সুবাদে ফিলবি ওয়াইল্ড নামের এক কলিগের সঙ্গে দোস্তি গড়ে ওঠে ওর। ফিলবির বউটি ছিল ফ্রেঞ্চ-মরোক্কান। কিছুদিন আগে আফ্রিকান এক গোলযোগে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মারা পড়ে ওরা। আমি ভাবছি এখানকার লোকজনের কাছে তোমাকে যদি ওদের ছেলে বলে চালিয়ে দেই, তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। কে খোঁজ নিতে যায় ফিলবির আসলেই কোন ছেলেপুলে আছে কি না?...শোনো, এখন থেকে তুমি সিডনী ওয়াইল্ড, থাকছ তোমার বাবার বন্ধুর বাড়িতে, ক্লীয়ার?'

'কিন্তু...এ তো মিথ্যে!' বাধ সাধল থিও।

'এছাড়া কোন উপায়ও নেই, থিও।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস রহমান। 'আজকাল দুনিয়ায় সত্যিকথার দাম নেই। বেশিরভাগ সময়ই সত্যি কথা ডেকে আনে অনর্থক ঝামেলা, ভোগান্তি।'

'খুব খারাপ। সত্যি কথা বললে যদি ঝামেলা হয়, তাহলে তো বেঁচে থাকাই মুশকিল।'

'কী করবে বলো? ঝামেলা এড়ানোর জন্যে, অন্যের মন রক্ষার জন্যে হরদম মিথ্যে বলে যেতে হয় আমাদের।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ, মিথ্যে বলে যেতে হয় আমাদের, নির্জলা মিথ্যে।

BanglaBook.org

জোনাথনের বউ-র কথাই ধরো। আমার মত ও-ও নিজে ছেলেমেয়ের পোশাক-আশাক বানায়। সেলাই-র "স"টাও কিন্তু জানে না মেয়েটা, যা যা বানায় জঘন্য জিনিস হয় একেকটা। অথচ ওর মুখের ওপর কখনও "জঘন্য" কথাটা বলতে পারি না। মন রাখার জন্যে বলতেই হয় ভাল কিছু, যা একেবারে নির্জলা মিথ্যে।'

ধাঁধায় পড়ে গেছে থিও। 'এটা তো ঠিক না। উনি পোশাক বানানো শিখে নিলেই পারেন, আজেবাজে জিনিস বানাতে যাবেন কেন? ভুল করবেন কেন? ওঁর অনুভূতি কি...'

'তোমাকে বুঝতে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছে, থিও,' ওর মাথায় হাত বোলালেন তিনি। 'শোনো, এখন থেকে আর কোন উল্টো পাল্টা কথা নয়, তুমি এখন সিডনী ওয়াইল্ড। আমি চাই না জোনাথন, বেন কিংবা অমন কেউ জেনে যাক—তুমি হারিয়ে গেছ, তুমি রহস্যময়, তোমার কাপড়-চোপড় ছেঁড়ে না, তোমার সব চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ অন্যরকম, শুধু মানুষের সঙ্গেই নয়, তুমি কথা বলতে পারো...' এ পর্যন্ত বলে কথার রাশ টেনে ধরলেন মিসেস রহমান। ব্যাপারটা তিনিও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছেন না, বলতে কী, ভয় পাচ্ছেন বিশ্বাস করতে।

খানিক বাদেই স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'এসো তো দেখি আসলেই তেষ্টা পেয়েছে কি না বাঘার।'

গাঢ় বাদামী রঙা সঙ্কর কুকুর বাঘা। মাথাটা দশাসই, আর চোয়াল দুটো যেন পেটানো লোহার পাত। দেয়ালের কাছে শেকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বাঘাকে। ওরা এপোতেই তর্জন-গর্জন জুড়ে দিল ওটা। পাশেই পড়ে থাকা লোহার প্যানটা খালি। ভরে এনে ওটা বাঘার সামনে রাখলেন মিসেস রহমান। পরমানন্দে

BanglaBook.org

চুকচুক করে সবটুকু খেয়ে নিল তৃষ্ণার্ত বাঘা।

'প্যানটা খালি, তুমি জানলে কী করে?' চোখ কপালে উঠে গেছে মিসেস রহমানের। 'শোনো থিও, শিবলী বেওয়ারিশ কুকুর ধরে ধরে ট্রেনিং দেয়। বাঘাকে ধরেছে দিন চারেক হয়। এর মত রগচটা কুকুর আমি দুটো দেখিনি। সাংঘাতিক হিংস্র। শিবলী ছাড়া সহ্যই করতে পারে না কাউকে, আমরা যেন ওর জানের দুশমন। আল্লাহ্ না করুন, একবার যদি শেকল ছিঁড়তে পারে···বুঝতেই পারছ! ভুলেও বাঘার ধারেকাছে ভিড়বে না, রাইট?'

'আন্টি, ও আপনাদের কিচ্ছু করবে না।'

'শুনে ভাল লাগল। আরে আরে, করো কী! দরজা খুলো না থিও, খুলো না···'

কার কথা কে শোনে। খুলে দিল ও খোঁয়াড়ের দরজা, সম্পূর্ণ মনোযোগ বাঘার ওপর। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল বাঘাকে। সাড়া দিল বাঘা, একপা-দু'পা করে আগে বাড়ল, দোনোমনো করছে। তারপর কী বুঝে হঠাৎই নড়েচড়ে উঠল। মাইন্ড রীডিং করে থিও বুঝল, ওটার মনে জমাট বেঁধে থাকা ক্রোধ এবং একাকীত্ব পুরোপুরি মুছে গেছে। মহানন্দে নতুন বন্ধুটির গায়ে দু'পা তুলে দিল বাঘা।

ফিরে এলেন রহমান সাহেব। গলিতে থাকতেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল তাঁর। ঘরের সামনে প্রচণ্ড শব্দে ট্রাক থামালেন। লাফিয়ে নামলেন বাইরে। 'এই ছেলে, মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! সরো বলছি, এই···' বলতে বলতে ছুটে এলেন তিনি মিইয়ে গেলেন যখন দেখলেন ছেলেটা আর কেউ নয়, থিও। দুই ছেলেমেয়ের পিছু পিছু এগোলেন স্ত্রীর দিকে। 'ওর চেহারা-সুরত

BanglaBook.org

তো একেবারে পাল্টে ফেলেছ দেখি, দূর থেকে চিনতেই পারিনি।' কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'তা ও বাঘাকে বাগ মানাল কিভাবে?'

'পরে সব খুলে বলব,' ফিসফিস করে বললেন মিসেস রহমান। 'বিশ্বাসই হবে না তোমার।··· শোনো, আমি কিন্তু ওকে সিডনী ওয়াইল্ড বানিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধিটা কেমন?'

'চমৎকার!' মাথা নেড়ে সায় দিলেন রহমান সাহেব। 'কিন্তু খুব সাবধান। পান থেকে চুন খসলেই সন্দেহের পাত্র হব আমরা।'

'খেলার খবর কী?'

'কী আবার! বাংলাদেশ ঘোলা পানি খাইয়ে ছেড়েছে ব্রাজিলকে, ৭-০ গোলে জিতেছে। আরে চব্বিশ বছরের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে হারানো মুখের কথা?'

হাসলেন মিসেস রহমান। বাঙালী হবার গর্বে ঝকমকাচ্ছে দু'চোখ।

'অ। আশপাশে কারও ছেলেপুলে হারানোর খবর পেলে?' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পাল্টালেন তিনি।

'না। আটলান্টা জার্নাল, অ্যাসভিল টাইম সহ আরও দুটো কাগজ ঘেঁটেছি, ওর কোন হারানো বিজ্ঞপ্তি নেই। আমরা যে একটা বিজ্ঞপ্তি দেব, টাউট-বাটপাড়ের জন্যে সেপথও বন্ধ।'

'তাও, দিয়েই দেখো না একটা বিজ্ঞপ্তি।'

'না, বিভা। এ ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া ছেলেটা অন্য কোথাকারও তো হতে পারে।'

থিওকে ডাকলেন রহমান সাহেব। 'আঙ্কল, বাঘাকে ছেড়ে দেই?' বলল ও। 'শেকল ওর একেবারেই অসহ্য।'

BanglaBook.org

'বাহ্, ভালই তো কথা বলছ দেখি! এত জলদি আয়ত্তে এসে গেল!' বাঘার দিকে চাইলেন আঙ্কল। '...এই ব্যাটাকে তুমি বাগে আনলে কী করে, আমার মাথায় ঢুকছে না। তবু বলে রাখি—সব সময় একশো হাত দূরে থাকবে বাঘার।'

'আঙ্কল ও কথা দিয়েছে, ভাল হয়ে যাবে।'

'কথা দিয়েছে! হ্যাঁ, হতে পারে।' ঠাট্টা করছেন আঙ্কল। 'মানুষের মত কিছু কিছু কুকুরও এমন করে কথা দেয়, এ আর এমন কী। দেখো কাল সকালেই...'

হতাশা ঢাকার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল থিও।

'উনি বুঝছেন না,' বাঘার উদ্দেশে নিঃশব্দে বলল, 'কিন্তু বুঝবেন, বুঝতে ওঁকে হবেই। ধৈর্য ধরো, বাঘা। কাল আমরা একসঙ্গে খেলব, কেমন?'

'আল্লাহ্‌র দরবারে হাজার শোকর, ও কথা বলতে পারছে।' স্বামীর উদ্দেশে নিচু গলায় আন্টিকে বলতে শুনল থিও। 'ছেলেটার মাথা ভাল, না মেনে উপায় নেই। ওর ব্যাপারে জানতে আর বেগ পেতে হবে না, কী বলো?'

'হুঁ।'

'এই,' নিচু স্বরে বললেন আন্টি, 'অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে থিওর, শুনবে চলো।' ঘরের ভেতর ঢুকলেন আঙ্কল-আন্টি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

পরদিন সকাল। স্কুল-বাস ধরতে বেরিয়ে গেছে টিটু-টিনা। আঙ্কল বললেন, 'এসো তো দেখি এপর্যন্ত পাওয়া তথ্যগুলো থেকে বিশেষ কিছু দাঁড় করানো যায় কি না।'

থিওর বাড়ি কোথায়, এ চিন্তাই সবচে' বেশি ভাবাচ্ছে আঙ্কল-আন্টিকে। পত্র-পত্রিকা কিংবা রেডিও থেকে কোনরকম সাহায্য মিলছে না। দস্তুরমত হিমশিম খাচ্ছেন ওঁরা ওর আবাসস্থল নিয়ে। থিও-ও পারছে না মাথা থেকে কিছু বার করতে; যেন প্রচণ্ড ভারী কোন পাথরে চাপা পড়ে আছে সব স্মৃতি। এঁদেরকে ভালবাসতে শুরু করেছে ও, তারপরও কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে ঠেকছে প্রতিটা মানুষকে; আঙ্কল-আন্টির অবস্থাও তাই, ওঁদেরও তেমনি ঠেকছে ওকে।

'তোমার পোশাক-আশাক দিয়েই শুরু করা যাক,' একটা টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে বললেন আঙ্কল, থিওর জিনিসপত্র দলা করে রাখা ওটার ওপর। 'অনেক কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে এসব থেকে। সবই তো আছে, না?'

'বুট, ছুরি আর বেল্ট নেই, ওগুলো আমার সঙ্গে।'

আন্টি বললেন, 'কাপড়-চোপড় যা দিয়ে বোনা জুতোও সেই

BanglaBook.org

একই জিনিসের, পুরুত্বটা বেশিই মনে হচ্ছে, জুতোর সোলও তাই।'

'চামড়া নেই?' জানতে চাইলেন আঙ্কল।

'চামড়ার ছিটেফোঁটা নেই ওর কোন জিনিসে।'

'চামড়া!' শব্দটা নতুন ঠেকছে থিওর কাছে। জিনিসটা কী, জানতে চাইল ও। যখন জানল, অবাক না হয়ে পারল না। 'কিন্তু কেন···কেবল চামড়ার জন্যে পশু-পাখি মারেন কেন আপনারা?' বলল ও।

'এটাই আমাদের ধর্ম, ইয়াংম্যান,' দর্শন ঝাড়লেন আঙ্কল, কী সব টুকছেন প্যাডে। '···ব্যাপারটা যে তুমি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছ না, এটা কিন্তু ভাববার বিষয়।··· তোমার কাণ্ডকারখানায় অনেক অবাক হয়েছি আমি, আর না। নেভিতে থাকতে একটা কথা শিখেছিলাম—যতই খাপছাড়া পরিস্থিতির মুখোমুখি হও না কেন, অবাক হয়ো না, ওসবের অন্তরালে লুকানো থাকতে পারে স্বাভাবিক কোন সত্য।'

পেন্সিল নাচাতে নাচাতে প্যাডের লেখাটা পড়তে লাগলেন তিনি, 'কোন চামড়া নেই। পশুপাখি হত্যার বিরোধী। অমাংসাশী। সম্ভবত জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে···কথা বলতে পারে। সব কাপড়-চোপড় হাতে বোনা, কাঁচামাল অনেকটা লিনেন গোছের···'

'মোটেই না। ওটা লিনেনের হাজার গুণ শক্ত।' চটজলদি শুধরে দিলেন আন্টি। 'জুতোর সোল দেখে মনেই হয় না কোনদিন মাটির ছোঁয়া লেগেছে।'

'ভেজিটেবল ফাইবার,' মন্তব্য করলেন আঙ্কল। টুকে চলেছেন। 'প্রচণ্ড শক্ত। হালকা ধূসর। জ্যাকেটের মুড়িগুলো মেটে এবং নীল;

BanglaBook.org

খুব সম্ভব ইন্ডিয়ান, নয়তো···সাইবেরিয়ান···'

'অসম্ভব!' আবারও বিরোধিতা করলেন আন্টি। 'আচ্ছা, দরকারটা কী এসব টোকার? সবই তো আমার জানা।'

'তাহলে ম্যাডাম আপনিই বলে দিন না জিনিসটা কোন দেশী?'

'ইয়ে···মানে আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না,' বিপাকগ্রস্ত মনে হচ্ছে আন্টিকে। 'তুমিই বরং চেষ্টা করো না। আমার মনে হয় চেষ্টা করলে থিও-ও পারবে, কী থিও?'

ওঁর ভাবনা বিস্মিত করল থিওকে। 'হ্যাঁ, হতে পারে,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'আমি বিশ্বাস করি আপনি···কিন্তু···আমি আসলে শিওর না। আরেকটু ভাবুন বরং, আপনার মেমোরিতে তো কোন গোলমাল নেই আমার মতন।'

'তোমাদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না আমি।' ধাঁধায় পড়ে গেছেন আঙ্কল।

'ছাড়ো তো।' দমিয়ে দিলেন ওঁকে আন্টি। 'তুমি তো আবার তথ্য-সংগ্রাহক, থিওর ভাষাটাকেও নিশ্চয় একটা তথ্য হিসেবে নিয়েছ।'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা—স্মৃতি হারানোর আগে ও ইংরেজি আর বাংলা জানত।'

'আমার ইঙ্গিতটা কিন্তু ধরতে পারলে না তুমি।'

'দেখো, বাংলা বা ইংরেজিই ওর মাতৃভাষা। এখনই যে তালে বলছে, অন্য কেউ হলে সাত বছরেও কুলিয়ে উঠতে পারত কি না সন্দেহ। আমি শিওর ও মাথায় চোট পেয়ে···'

'না,' বিরোধিতা করল এবার থিও স্বয়ং। 'আপনাদের এই বাংলা আর ইংরেজি ভাষা আমার কাছে একেবারেই নতুন। হলপ করে

BanglaBook.org

বলতে পারি এর আগে শুনিনি কখনও, যদিও এখন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না বুঝতে।'

'যত যাই বলো না কেন, মাতৃভাষা না হলে এভাবে একদিন-দু'দিনে কোন ভাষা কেউ রপ্ত করতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে তোমার মাইন্ড রীডিং ক্যাপাসিটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আমার বিশ্বাস—শীঘ্রি ভাষা দুটো পুরোপুরি রপ্ত হয়ে যাবে তোমার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে থিও বলল, 'না, আঙ্কল, মুখে বললেও আমি কিন্তু বাংলা-ইংরেজিতে ভাবছি না। সেটা অন্য এক ভাষা, আমি ঠিক...'

'অন্য ভাষা!...হুঁম, ইম্পর্টেন্ট ক্লু!'

'গাড়ি আর টাকা-পয়সার ক্লু দুটো বাদ পড়ে গেল না?' তড়িঘড়ি করে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন আন্টি। 'নাও নাও, টুকে নাও।'

'একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি,' ভাঁজ পড়া গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলেন আঙ্কল, চোখ দুটো প্যাডে নিবদ্ধ। 'মন দিয়ে শোনো...

'থিওর জন্ম বহুদূরের কোন কাউন্টিতে। বাংলা-ইংরেজি ওর মাতৃভাষা নয়। ওদের এলাকাটা নিঃসন্দেহে প্রত্যন্ত। সেখানে অর্থের প্রচলন নেই, আছে বিনিময়-প্রথা। সেখানে কোন ধরনের যানবাহনও নেই। বহির্বিশ্বের খবরাখবর রাখার জন্যে ওদের সম্ভবত একটা রেডিও আছে। দলটা মিশনারি হলেও আমি অবাক হব না।... তোমার কী মনে হয়, বিভা?'

'অতটা যুক্তিবাদী বোধ হয় না হলেও পারো। যাহোক, তুমি চালিয়ে যাও। ওর জন্ম কোথায়, ভেবেছ কিছু?'

'অফকোর্স ভেবেছি। আপাতত যে ক'টা নাম মনে আসছে সেগুলো হলো—ইন্ডিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর এবং দক্ষিণ আফ্রিকা...

BanglaBook.org

এগুলোর মধ্যে একটা ওর জন্মভূমি না হয়েই যায় না। আর ওর বেশ-ভূষায় তো নির্ভেজাল আন্দিজ আন্দিজ গন্ধ।'

'ধুর,' ওঁর কথা উড়িয়ে দিলেন তীক্ষ্ণধী আন্টি। 'আন্দিজের কাপড়-চোপড় তো সব অ্যানিমেল ফাইবার আর কটন থেকে তৈরি হয়। থিওর পোশাক ওদিককার কী করে বলো?'

'তো?'

'তোমার-আমার চেনাজানা কোথাও নয়। একবারও ভেবে দেখেছ কিভাবে ও এসেছে এখানে? এই ব্যাপারটাই আসলে ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ ও উড়ছিল?'

'যদি বলি হ্যাঁ?'

'বলতে কী, এছাড়া তো দু'য়ে দু'য়ে চার মিলছেও না। পোশাক-আশাকের যা বাহার, তাতে ওর বাড়ি এদিকে কোথাও হতেই পারে না। পাহাড়ে ক্র্যাশ করে হয়তো ওর প্লেন, সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে নেমে আসে ও নিচের দিকে। বিভা, সব ফেলে চলো পাহাড়ে একটা সার্চ চালাই।'

মাথা ঝাঁকালেন আন্টি। 'থামো। অত অস্থির হবার কিছু নেই। কোনদিন প্লেনই দেখেনি ও। কাল পত্রিকায় ছবি দেখে ওগুলোর ব্যাপারে জানতে চাইছিল।'

স্ত্রীর দিকে চোখ তুললেন রহমান সাহেব, তারপর থিওর দিকে ফিরে বললেন, 'সত্যি?'

'জ্বী, আঙ্কল। আমি শিওর কোনও প্লেনে উঠিনি।'

'কিন্তু, থিও, তোমার স্মৃতি তো...'

'আমার স্মৃতি চেনাজানা কোনকিছুকে চাপা দিয়ে রাখছে না।'

BanglaBook.org

'তা কী কী তোমার চেনাজানা ঠেকছে?'

'রেডিও। বই। হরিণ। পাখি···এইসব। আর···আর কুকুর।'

'গরু আর ঘোড়া?'

'ঘোড়া, হ্যাঁ ঘোড়া চিনি। কিন্তু গরু না কী বললেন, চিনি না। প্লেন কিংবা অটোমবাইলও না; তবে ওগুলোর ধারণা কেমন যেন পুরানো পুরানো লাগছে, এমনকি স্পেস ক্রাফ্টও···'

'স্পেস ক্রাফ্ট!'

আন্টি বললেন, 'পত্রিকায় ড্রয়িং দেখেছিল।'

'কিন্তু আমি অমন কিছুর ভেতর ছিলাম না,' বলল থিও। 'তবে ওগুলো আমার কাছে সাপ, গরু, কিংবা আপনাদের ভাষার মতন অদ্ভুতুড়ে এবং আনকোরা লাগছে না।'

আঙ্কল ধপ করে বসে পড়লেন। চিবুক ঘষছেন বাঁ হাতে। চেহারা অভিব্যক্তিশূন্য। প্রচণ্ড বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওঁকে।

আন্টি হাসলেন। 'কী ব্যাপার, ক্লু কালেক্টিং শেষ মিস্টার শার্লক হোমস?' থিওর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে আমরা আরেকটু বিভ্রান্ত করব, থিও। তোমার ছুরিটা বার করো তো। দাও, খাপটা আমিই খুলি।'

খাপটার কারুকাজ সোনার, ঠিক মাঝখানে একটা নীলকান্তমণি। হাতে বোনা খাপের ভেতরকার ছুরিটা বার করলেন আন্টি। ঝিকিয়ে উঠল ওটার সোনালী ব্লেড। বাঁটে কাঠের কারুকাজের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে আরেকটা নীলকান্তমণি।

'দেখলে তো,' আঙ্কল জিনিসটা কয়েক মিনিট ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর বললেন আন্টি। 'এবার বলো কিছু। পৃথিবীর কোন কারখানায় তৈরি বলে মনে হয়?'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে এবার অপারগতা প্রকাশ করলেন আঙ্কল। 'এমন কারুকাজ আমার দাদাও দেখেনি, তবে যাই বলো পাথরগুলো কিন্তু নিখাদ নয়, দেখতে অনেকটা রুবির মত, না?' ফায়ার প্লেস থেকে আস্ত এক টুকরো কাঠ তুলে এনে কোপ লাগালেন ছুরি দিয়ে।

'বাব্বা! ক্ষুরও তো পারবে না এর সঙ্গে, নির্ঘাত সোনা মেশানো।'

বাঘার ঘেউ ঘেউ কানে এল এসময় থিওর। সুপার পাওয়ার কাজে লাগাল ও। বুঝল—বাঘা ডাকছে ওকে। 'দাঁড়া,' টেলিপ্যাথিতে জানান দিল ও। 'এক্ষুণি আসছি। তোকে ভুলে যাব, একটা কথা হলো?'

আঙ্কলকে দোকানের দরজা লাগাতে দেখল থিও। ওঁর পিছে পিছে ঘরে ঢুকল ও। 'দরজা লাগানো কেন?' পাথর-বোঝাই শেল্‌ফ আর জেমঠাসা কেসগুলোর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে।

'চোরের কারণে।' জানালেন আন্টি।

'চোর! চোর!' এই শব্দটাও ওর কাছে নতুন, বুঝে উঠতে পারছে না অর্থ কী।

'সে-ই চোর, যে এটা-ওটা লুকিয়ে নিয়ে যায়,' বোঝালেন তিনি। 'আমাদের এখানে দামী অনেক জিনিস আছে। যদি জানালায় শিক আর দরজায় তালা না থাকে, তাহলে যে কেউ ইচ্ছে করলেই ভেতরে ঢুকে সব নিয়ে যেতে পারে।'

'ক্-কিন্তু কেন?'

'তোমাদের এলাকায় চুরি হয় না, থিও?' জিজ্ঞেস করলেন আঙ্কল।

'উঁহুঁ। চুরি হবে কেন? কাজটা খারাপ না?'

BanglaBook.org

'বলো বলো…' উৎসাহ যোগালেন আন্টি। 'তোমার মনে পড়ছে, থিও।'

'আমার…' মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমার কী যেন মনে পড়তে নিয়েছিল…হারিয়ে গেল। আমার শুধু মনে হচ্ছে, চুরি করাটা খারাপ, আর বোকামি। আমি জীবনেও শুনিনি অমন কাজ করতে পারে কেউ। তা ছাড়া করবেই বা কেন?'

'লাভবান হবার এটা একটা বিকল্প পন্থা…' শুকনো গলায় বললেন আঙ্কল। 'জেলের ভয় না থাকলে চুরি করতে অসুবিধে কী? টাকার জন্যে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, এমনকি যুদ্ধও।'

'লাভ! জেল! যুদ্ধ!'

'বুঝতে পারছ না, তাই তো?' বললেন আন্টি। 'দেখলে তো, শব্দগুলো ওর কাছে কতটা নতুন?' শেষের কথাটা বললেন তিনি স্বামীর উদ্দেশে।

শব্দগুলোর অর্থ বুঝিয়ে বলতে লাগলেন আন্টি, মনোযোগ দিয়ে শুনল থিও। যুদ্ধ থেকে শুরু করে সরকার, শাসক, আইন—এইসব ব্যাপারেও ওকে ধারণা দিয়ে চললেন তিনি।

এক ঘোড়সওয়ারিকে দেখা গেল এসময় রাস্তায়। শনিবার সন্ধেয় ভুঁইয়া-পরিবারের সাক্ষাৎ পাবার আগে এই লোককেই দেখেছিল ও উপত্যকায়।

'ও বার্ডি জোন্স,' বললেন আন্টি। 'জোনাথনদের রোডে থাকে। ভালয় ভালয় সরে গেলেই বাঁচি।'

কিন্তু সরে গেল না বার্ডি। দরজা খোলা দেখে থামল। ঘোড়া থেকে নেমে ঢুকে পড়ল ভেতরে। মোটাসোটা একটা কুমড়ো যেন বার্ডি, কুঁতকুঁতে চোখ দুটো অস্বাভাবিক গোল গোল। মুখে ঝুলছে

BanglaBook.org

সহজ হাসি। থিও ওই হাসি দেখে এতটুকু প্রভাবিত হলো না। তবে খানিকটা হলেও অবাক হয়ে গেল ওর তামাক চিবোনো দেখে।

'কেমন আছ?' অন্তরঙ্গ হেসে বলল বার্ডি। 'ব্যবসা তো ভালই যাচ্ছে, না?'

'ভাল আর কই,' বললেন আঙ্কল। 'তা এদিকে কী মনে করে?'

'আর বলো না, আমার ছেলে দুটোকে খুঁজে পাচ্ছি না, এসেছিল এদিকে?'

'না তো। কেন, স্কুলে যায়নি?'

না-সূচক মাথা ঝাঁকাল বার্ডি। 'শয়তান দুটোকে নিয়ে আর পারি না। বুনো ছেলেটার কথা শোনার পর থেকে মাথার ঠিক নেই ওদের। কাল বেন আমাকে ওই ছেলেটার কথা বলে স্টেডিয়ামে। বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই জিম-টিম বেরিয়ে পড়ে ছেলেটার খোঁজে। আজ সকালে আবার ফিশিঙের ছলে বেরিয়ে গেছে।...ওদের কথা কী বলব, ছেলেটার কথা শুনে আমি নিজেও অবাক না হয়ে পারিনি। বাপরে, লাফ দিয়ে দশ ফিট উঁচু বেড়া টপকানো, সোজা কথা!'

'ধুর,' আমল দিলেন না আঙ্কল। 'তাই কি সম্ভব? আমি শিওর—পাঁড়-মাতাল অবস্থায় ইন্ডিয়ান কোন ছোকরাকে দেখেছে বেন।'

'কী জানি,' ক্যাপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল বার্ডি, পিটপিট করে চেয়ে আছে থিওর দিকে। 'ওই পাহাড়ে আমি নিজেও অনেক আজব জিনিস দেখেছি। আলো দেখেছি, অথচ ওখানে কোন আলো থাকার কথা নয়। গান শুনেছি, অথচ গান হবার কথা নয়।...আমার বাচ্চা দুটো না আবার বিপদ-

BanglaBook.org

আপদে পড়ে, বুনো ছোঁড়াটা তো বিপজ্জনকও হতে পারে,' থামল সে। 'একে তো আগে দেখিনি, বেড়াতে এসেছে?'

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কল। 'সিডনী ওয়াইল্ড। আমার এক মরহুম বন্ধুর ছেলে। নেভিতে চাকরি করত ওয়াইল্ড। কলিগ ছিল।'

অর্থহীন হাসল বার্ডি। 'আচ্ছা, আজ চলি। আর আমার বাঁদর দুটোকে দেখলে বোলো বাড়িতে আমি ওদের অপেক্ষায় আছি।'

অপসৃয়মাণ ঘোড়সওয়ারি বার্ডির দিকে চেয়ে রইল ওরা। 'সামলাও এবার ঠেলা, এরই মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে খবর!' একসময় রাগত গলায় বললেন আঙ্কল। 'আমি জানতাম—কথা পেটে রাখতে পারবে না বেন। বার্ডির মত লোককেও বলতে বাধেনি ওর। এলাকায় রটা ছড়িয়ে পড়তে আর আধঘণ্টাও লাগবে না। কপালে যে কী আছে, আল্লাই মালুম।'

ওঅর্ক বেঞ্চের নিচে লুকিয়ে রাখা থিওর ছুরি আর খাপ বার করলেন আঙ্কল। জিনিসগুলো দ্বিতীয় দফা পরখ করতে গিয়ে শিস দিয়ে উঠলেন আনমনে।

'আচ্ছা,' বললেন আন্টি। 'পাথরগুলো কি খাঁটি, থিও?'

'হতেই পারে না,' আঙ্কল বললেন। 'জানো এমন একটা খাঁটি পাথরের দাম কত?'

কথা শুনে ওঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল থিও। 'আঙ্কল, আপনি যতটা ভাবছেন, এই পাথর দুটো ততটা দামী নয়। আপনি ভাবছেন ওদুটো আপনার এই বাড়ি-গাড়ি, দোকানপাট সবকিছুর চাইতে দামী। আপনার ধারণা ঠিক না। একটা জিনিসের নিশ্চয়ই দু'রকম মূল্য থাকতে পারে না।'

'দু'রকম মূল্য!' অবাক না হয়ে পারলেন না আঙ্কল, 'মানে?'

BanglaBook.org

'আপনি ভাবছেন ছুরিটার বাজারদর কত হতে পারে, কিন্তু একবারও ভাবছেন না এটার আসল মূল্য কোথায়।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝছি না। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে ব্যবসা করছি না শেয়ারে; তাহলেই হয়েছিল, লোকসান ছাড়া লাভের মুখ দেখতে হত না জীবনে।'

'সব সময় লাভের চিন্তাটা কি অহেতুক নয়?'

'থিও, আমি বলি শোনো,' ধৈর্যের সঙ্গে শুরু করলেন আঙ্কল। 'এটা-ওটা বেচে আমরা যদি কোন লাভ-ই না পাই, তাহলে খাব কী, পরব কী?'

ওঁদের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে রইল থিও। পরাজয়ের ভয়াবহ এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলছে ওকে। ওর জন্মভূমির ব্যাপারে আন্টি যে ধারণা করেছেন, সে ব্যাপারে এখন ও পুরোপুরি নিশ্চিত।

হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল থিও। বাঘার ঘেউ ঘেউ কানে এসেছে। পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে চাইল ও। বাঘাও পরাজিত। শেকল-বন্দী যে কারোরই মনে হতে পারে—পৃথিবীর সবকিছুই মিথ্যে, ভুজুংভাজুং।

'প্লীজ, আঙ্কল,' বলল থিও। 'বাঘাকে খোঁয়াড় থেকে বার করে আনি? ও কথা দিয়েছে ভাল হয়ে যাবে।'

ভুরু নাচালেন আঙ্কল, দ্বিধাগ্রস্ত।

'আনুক না।' ওর পক্ষ নিলেন আন্টি।

'ওকে।... থিও, এই নাও তোমার ছুরি। এটা আমার সেফে না রাখাই ভাল। তুমি নিশ্চয়ই এমন একখান জিনিস কখনোই হাতছাড়া করতে চাইবে না।'

'আসলেই না,' হাসল থিও। 'এটা হাতছাড়া করা চলবে না

BanglaBook.org

আমার। খুব কাজে লাগে যখন···যখন···'

'বলো···বলো,' ব্যগ্র গলায় বললেন আন্টি। 'কখন ওটা কাজে লাগে তোমার, বলো।'

'নাহ্, পারছি না মনে করতে। বাঘার সঙ্গে কথা বলে দেখি। আলাপ-সালাপে দারুণ কাজ হয়।'

ও যখন বাইরে বেরোল, মিসেস রহমান বললেন, 'ও আসলে খুব মানসিক চাপের মুখে আছে।··· তোমার হাতে এখন অনেক তথ্য, কিন্তু ওগুলোর মুখোমুখি হবার সাহস পাচ্ছ না, তাই না?'

'আসলে ওসব থেকে বাস্তব কোন ব্যাখ্যাই দাঁড় করাতে পারছি না···'

'দেখো, দেখো···' পেছনের জানালা দিয়ে থিওর দিকে আঙুল তুলে বললেন মিসেস রহমান।

বাঘাকে মুক্ত করবার আগ্রহের আতিশয্যে বাতাসের বেগে ছুটছে থিও, ওর বুট জোড়া মাটি প্রায় ছুঁচ্ছেই না। চেনাজানা জীবজন্তুর মধ্যে এক হরিণ পারে এমন করে ছুটতে।

'তুমিই জিতলে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শেষমেষ বললেন রহমান সাহেব। 'আমি জানি না এখানে ও এল কী করে, জানি না কেন কিছু কিছু জিনিস চেনাচেনা লাগছে ওর; তবু আমি এখন শিওর—ছেলেটা এই গ্রহের নয়।'

'একজ্যাক্টলি।···আমরা এখন কী করব বলতে পারো?'

'আগে জানতে হবে এখানে ও এল কী করে, কাজটা খুবই কঠিন। সামনে আমি বিপদ দেখতে পাচ্ছি, বিভা।'

BanglaBook.org

পাঁচ

সেরাতে সহজে ঘুম এল না থিওর। বহুক্ষণ টিটুর পাশে পাথরের মত অনড় পড়ে রইল। অজানা পৃথিবীর হাজারো রকম শব্দ শুনতে শুনতে ভেবে চলল পুরো দিনটার কথা।

দুর্ঘটনাক্রমে এখানে এসে পড়েছে ও। আঙ্কলরা ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারছেন না। না পারারই কথা। কী করে বোঝাবে ও ওঁদের? ও তো নিজেই জানে না কিভাবে এসেছে এখানে, জানে না কেন কিছু প্রাণীকে চেনা চেনা লাগছে।

পশু-পাখি আর অন্যগ্রহের ব্যাপারে অবশ্যি একটা থিওরি দেখিয়েছেন আঙ্কল। বিকেলে যখন সমস্যাটা নিয়ে ওরা আকাশ-পাতাল ভাবছিল, আঙ্কল বলছিলেন, 'ইদানীং জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা মনে করছেন—মহাবিশ্বে পৃথিবীই একমাত্র বাসোপযোগী গ্রহ নয়। পৃথিবীর মত বিশেষভাবে তৈরি অন্য গ্রহও আছে কোথাও না কোথাও। সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রাও হয়তো পৃথিবীরই মতন।··· সেখানে থিওর মতন মানুষ থাকা অসম্ভব নয়। যদি তাই হয়···'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত,' বলেছিলেন আন্টি। 'কিন্তু এতে করে তো আর থিওর সমস্যা মিটছে না।'

BanglaBook.org

এসময়ই সাহায্যের প্রসঙ্গটা তোলেন আঙ্কল।

'কী বলছ!' বিস্মিত হন আন্টি। 'কে সাহায্য করতে আসবে আমাদের? মানুষ আজকাল যা হুজুগে, একবার যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, আর বাঁচোয়া নেই। মিডিয়াগুলো ছেঁকে ধরবে আমাদের। পৃথিবীর আধেক লোক হামলে পড়বে এই বাড়ির ওপর। ভাব একবার।'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখায় আঙ্কলকে। 'আল্লাহ্‌র হাজার শোকর, বার্ডির মত বজ্জাত লোকের পাল্লায় পড়েনি থিও। আমরা সময়মত না পৌঁছুলে কী যে হত!'

'না, আঙ্কল, আমি কাকতালীয়ভাবে আপনাদের সামনে পড়িনি। মনের মত মানুষের অপেক্ষায় ছিলাম।' সেদিনকার ঘটনা ওঁদের খুলে বলল ও।

'আমরা কিন্তু তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, থিও,' বললেন আঙ্কল। 'আমাদের সামনে এখন এক বিরাট জিজ্ঞাসা: পার্থিব সভ্যতার বয়েস খুব বেশি নয়। আমরা সবে মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে শুরু করেছি। আশপাশের দু' চারটা গ্যালাক্সীর বাইরে ক্রাফ্‌ট পাঠাতে পারিনি এখনও। তুমি তাহলে কী করে এলে আমাদের গ্রহে? তোমাদের গ্রহ কি আমাদের চাইতেও উন্নত? তুমি নিশ্চয়...'

'তুমি তো,' কথা শেষ করতে দিলেন না আন্টি। 'গোড়াতেই গলদ করে বসলে।'

'বিভা, আমি যা যা জানি সেসবের ভিত্তিতেই বলছি। থিওরা এখনও বিনিময়-প্রথা ছাড়তে পারেনি। কাপড় বানায় হ্যান্ডলুমে। ওরা নিশ্চয় উপজাতি গোছের কিছু। কারণ, দেখো, ও অর্থ, আইন, শহর, সরকার এসব বিষয়ে কিছুই জানত না।'

BanglaBook.org

'তাতে কী? শহর গড়ে, শহর ভাঙে। সরকারের পতন ঘটে, আর অর্থহীন হয়ে পড়ে টাকা-পয়সা। পৃথিবীর এমন কোন কারখানার কথা তোমার জানা আছে, যেখানে থিওর জ্যাকেটের মতন জ্যাকেট তৈরি হয়?'

'ওধরনের ফাইবার পেলে...'

'পাচ্ছটা কই? এমন কারও কথা বলতে পারো, যে থিওর মত এত দ্রুত ভাষা শেখার ক্ষমতা রাখে, যে ওর মত অন্যের মনের কথা পড়তে পারে?'

মাথা ঝাঁকান আঙ্কল। হেরে গেছেন।

'এমন কেউ আছে যে ওর মত ছুটতে পারে?'

বক্তব্য খুঁজে পেলেন না আঙ্কল। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

'শিবলী, এই পৃথিবীর তাবৎ মানুষই কি সৎ?' কথার খই ফুটছে আন্টির মুখে। 'আর্মি, বোমা, আইন, জেল...এসব কি আমাদের জন্যে খুব জরুরী?'

'ন্-না।'

'আমার মনে হয় সভ্যতার দিক থেকে থিওরা আমাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে।'

'ওরা বুদ্ধিমান নিঃসন্দেহে...'

'শুধু বুদ্ধিমান নয় বুদ্ধিমান। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য দামী এবং জটিল জিনিসপত্র চাইলে ওরাও তৈরি করতে পারে, কিন্তু করে না। ওদের কাছে ওসবের কোন মূল্য নেই। আমি শিওর, ওদের উন্নতির ধরন আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আচ্ছা, অপরাধ আর যুদ্ধের ঊর্ধ্বে উঠতে আমাদের আনুমানিক কতদিন

BanglaBook.org

লাগতে পারে?'

'কম করে এক মিলিয়ন বছর!' বললেন আঙ্কল।

'এইবার আসল কথায় আসা গেছে। থিওরা আমাদের থেকে যদি এক মিলিয়ন বছর অগ্রবর্তী হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় ওরা আর সব কাজের মত স্পেস ট্রাভেল সিস্টেমও অনেক সহজ করে ফেলেছে। ওরা একখান থেকে অন্যখানে যাবার জন্যে এখন হয়তো বিশেষ কোন দরজা ব্যবহার করে।'

'কী!' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল আঙ্কলের। 'বিভা, মনে হচ্ছে আমিই তোমার থেকে এক মিলিয়ন বছর পিছিয়ে আছি।'

কিছু একটা খেলে গেল থিওর মাথায়। 'একখান থেকে অন্যখানে,' পুনরাবৃত্তি করল ও। 'দরজা···দরজা···আইডিয়াটা চেনা চেনা ঠেকছে।'

'ভাবো, থিও,' বললেন আন্টি। 'ভাবো।'

ভেবে কোন কাজ হলো না। ব্যাপারটা স্মৃতির সেই অতলেই চাপা পড়ে রইল।

টিটু-টিনা স্কুল থেকে ফেরার পর ওদের সঙ্গে মার্বেল খেলায় মেতে উঠল থিও। খেলাটা ও নতুন শিখেছে টিটুর কাছ থেকে, খুব পছন্দ হয়েছে। টিটু-টিনা এরই মধ্যে সিডনী বলে ডাকতে শুরু করেছে ওকে।

রাতে টিটুর পাশে শুয়ে শুয়ে আবার আইডিয়াটা উদ্ধারের চেষ্টা চালাল থিও। মনে হচ্ছে সব ফেলে ওটাই আগে জানা দরকার। কিন্তু যতই মনে করার চেষ্টা চালাল, আওতার বাইরে চলে যেতে থাকল মরীচিকা আইডিয়া।

একসময় হাল ছেড়ে দিল ও। অনেকক্ষণ পর বাঘার চাপা গর্‌র্

BanglaBook.org

গর্‌র্‌ কানে আসতে ঘুম ভেঙে গেল। পেসচারে একটা হরিণের উপস্থিতি টের পেয়ে গর্জাচ্ছে বাঘা।

নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ল ও। কাপড় পরতে পরতে বাঘাকে চুপ করতে বলল টেলিপ্যাথিতে। একটু পরই বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পা প্রায় না ফেলেই ছুটে গেল পেসচারের বেড়ার কাছে, লাফ দিয়ে টপকাল বারো ফুট উঁচু বেড়া।

কিন্তু হরিণটা পালিয়ে গেছে ততক্ষণে বাঘার ভয়ে, চলে গেছে পাহাড়ের জঙ্গুলে ঢালের দিকে, ফের এদিকে আসার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় থিও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। অকারণেই চোখ তুলল ওপরে।

চারদিক থেকে পাহাড়-ঘেরা চারণভূমিতে দাঁড়িয়ে এখানে এই প্রথমবারের মতন তারা দেখতে পেল ও। অসংখ্য ছোট-বড় তারা। একটা তারা হঠাৎ ছুটে চলল একদিক থেকে অন্যদিকে।

ছুটন্ত তারা!…ঠিক এই জিনিস, হ্যাঁ, ঠিক এই জিনিসই কোথাও দেখেছিল ও।…আর, একটা দরজা…

দৌড়ে বাড়িতে ফিরে এল থিও। উত্তেজিত। ভোর প্রায় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। বিছানা ছাড়েননি আঙ্কলরা। কিছুক্ষণ বাদে লিভিংরুমে ঢুকে দেখল ফায়ার প্লেসে আগুন ধরাচ্ছেন আঙ্কল।

'একটা দরজা! ভাসাভাসাভাবে মনে পড়ছে…' বলল ও।

'দরজা!' কিচেন থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন আন্টি। 'কেমন দরজা?'

'জানি না। কেবল মনে হলো, কোথায় যেন দাঁড়িয়ে ছিলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা দেখছিলাম।…আর ওখানে ছিল একটা

BanglaBook.org

দরজা…'

'বলো, বলো,' বললেন আন্টি।

'ব্যাপারটা অনেকটা স্বপ্নের মত মনে হলো। তারা, অজস্র তারা, আর একটা দরজা।'

'তুমি কি কোন ক্রাফ্টের ভেতর ছিলে? পড়ে গেছিলে ওটা থেকে?'

'না, না ওসব কিছু না। মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ গর্ত মতন কিছু একটার ভেতর পড়ে গেলাম যেন…জেগে উঠে দেখি আমি এখানে, এই জগতে। তখন সকাল।'

আঙুল মটকাতে লাগলেন আঙ্কল, চিন্তিত।

'বিভা,' বললেন তিনি। 'এখন মনে হচ্ছে তুমি ঠিক জায়গাতেই হিট করেছ। থিও ওর টুকটাক কাজ সের নিক, নাস্তা করে পাহাড়ে যাব আমরা। বিশেষ ওই জায়গাটা একনজর দেখে আসা দরকার।'

নাস্তা সেরে টিটু-টিনা স্কুলে চলে গেল। একটা ন্যাপস্যাকে দুপুরের খাবার ভরে নিলেন আঙ্কল। তারপর বেল্টে একটা কিম্ভূতকিমাকার হাতুড়ি গুঁজে নিয়ে ট্রাকের দিকে এগোলেন।

কৌতূহলী চোখে হাতুড়িটার দিকে চাইল থিও। 'জিনিসটা চেনা চেনা লাগছে। ওটা দিয়ে কি পাথর ভাঙেন?'

'রাইট। পাহাড়ের গা পরখ করতে লাগবে। দোকানের জন্যে পাথরটাথরও পেয়ে যেতে পারি। তা তুমি হাতুড়ি চিনলে কিভাবে?'

'কী জানি। দেখেই মনে পড়ে গেল। আর আছে? আমিও নিতাম।'

'নেবে? নাও। একসঙ্গে দুই পর্যবেক্ষক, ভালই তো।'

BanglaBook.org

খুঁজেপেতে একটা হাতুড়ি নিল থিও, ট্রাকের দিকে এগোল। ঠিক তখুনি একটা কার ঢুকল গেটের ভেতর, ওটার সামনে একপাশে একটা ধাতব তারকা। কারটা ওদের পেছনে এসে থামল। গাঢ় ধূসর-চুলো এক লোক বেরিয়ে এল বাইরে।

লোকটাকে দেখামাত্র শঙ্কা এবং হতাশায় ছেয়ে গেল আন্টির চেহারা, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। কঠিন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের সবাইকে এক এক করে দেখল আগন্তুক।

নাকটা সামান্য ভাঙা। লোকটাকে আপাদমস্তক জরিপ করতে দেখে একটা শকুনের কথা মনে পড়ে গেল থিওর, ওটা তখন অধীর আগ্রহে শিকারের অপেক্ষায় ছিল।

'আপনি নিশ্চয় মিস্টার রেমান?' খরখরে গলায় বলল আগন্তুক। 'আমি শেরিফের অফিস থেকে আসছি। ডেপুটি, হেডলি চেজ।' কোটটা সামান্য ফাঁক করে একটা ব্যাজ বার করে দেখাল।

'গ্লাড টু মীট ইউ, স্যার,' সহজভাবে বললেন আঙ্কল, হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'আমি আপনাকে আগেও দেখেছি, কিন্তু···এই হচ্ছেন আমার মিসেস, আর এ হলো আমার পার্টনার সিডনী ওয়াইল্ড। আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'স্রেফ ক'টা রুটিন প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

'শিওর, বলুন।'

'শনিবার আপনারা কোথায় ছিলেন?' প্রথম প্রশ্ন করল ডেপুটি।

'শহরে। সারা দিন। কেন বলুন তো?'

এমন খুচরো প্রশ্নের জবাব দেবার কোন দরকার দেখল না ডেপুটি। 'আপনার তো দুই ছেলেমেয়ে, না? ওরা ছিল সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'সারাক্ষণ?'

'প্রায় সারাক্ষণ। কারণ ওরা যখন ছবি দেখছিল, আমরা ওদের সঙ্গে ছিলাম না।'

নোটবুকে কিছু লিখল ডেপুটি। তারপর থিওর দিকে চেয়ে বলল, 'এর ব্যাপারে বলুন।'

'শনিবার সন্ধের দিকে ওর সঙ্গে দেখা হয় আমাদের।'

'তার আগে কোথায় ছিল?'

'পথে। আমাদের এখানেই আসছিল।'

'বাপ-মা ছিল সঙ্গে?'

'নাহ্।' ধরা গলায় বললেন আঙ্কল। 'কিছুদিন আগে মারা গেছে ওরা। ওর মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যন্ত্রণা ভুলে থাকতে এসেছে এখানে। আমরা...'

আঙ্কলের কথা শেষ হবার আগেই লেখা শেষ হয়ে গেল ডেপুটির। 'মিস্টার রেমান, আমি শুধু জানতে চাই ছেলেটা শনি আর রোববার কোথায় ছিল। আপনার ছেলের বেলায়ও একই প্রশ্ন, ওর নাম তো টিটু, না?'

'হ্যাঁ।...সিডনী এই প্রথমবারের মতন পাহাড়ে এসেছে। এখানে পৌঁছুতে সন্ধে লেগে যায়। রোববার বিভার সঙ্গে বাড়িতে থাকে ও। টিটু-টিনাকে নিয়ে আমি যাই স্টেডিয়ামে।'

'বিভা কে?'

'টিটু-টিনার মা।'

'অ। রোববার বিকেলের কথা বলুন।'

'বাড়িতেই ছিলাম সবাই। কেউ বেরোয়নি। কেন?'

ডেপুটি চেজ আরও কিছু তথ্য টুকল নোটবুকে। থিওর দিকে

BanglaBook.org

এক পলক চেয়ে বলল, 'মিস্টার রেমান, পাহাড়ে নাকি একটা পাজি ছেলেকে দেখা গেছে, শুনেছেন কিছু?'

'হ্যাঁ, বেন বলল সেদিন। কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে মোটেও ভাবিত নই আমি; আপনি?'

'মিস্টার রেমান, আমি জানি না বেন কী দেখেছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে যা দেখেছেন তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কেসটার ভার আমারই ওপর বর্তেছে। আপনি নিজে দেখেছেন অমন কাউকে?'

'না। কোন কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে নাকি সে?'

নোটবুক বন্ধ করে কোটের ভেতর চালান করে দিল ডেপুটি। 'না, এখনও কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়নি। এনি ওয়ে, ডক্টর আর্থের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ। উনি আমার পুরানো খদ্দের। বাইরে কোথাও গেলে বেনের হাতে বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। ওখানে আবার কী হয়েছে?'

'কে বা কারা ওঁর বাড়ির কাচ ভেঙে ভেতরে ঢোকে। সেটা শনি কিংবা রোববারের কথা। কাল সকালে কী একটা কাজে ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা টের পান বেন। কিছু জিনিসপত্তর খোয়া গেছে।'

'আর আপনার ধারণা—কাজটা কোন এক পাজি ছোকরার?'

'এই অবস্থায় কোন ডেপুটি যদি এমন ধারণা করেন সেটা কি খুব অসঙ্গত হবে? আপনার অবগতির জন্যে বলি, ডক্টরের বাড়িতে কিছু ফুটপ্রিন্ট এবং তথ্য মিলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, চোর একটা বাচ্চা ছেলে। কারণ, এমন একখানা জানালা গলে সে ভেতরে ঢোকে যা দিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ চেষ্টা করে মরে গেলেও ঢুকতে পারত না। আর হ্যাঁ, খুব সম্ভব তার সঙ্গে একজন সহকারী

BanglaBook.org

ছিল। আমাকে এ এলাকার প্রতিটা ছেলের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। আপনার সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। গুড ডে।'

'গুড ডে, মিস্টার চেজ।'

ডেপুটি চলে যেতে রাগে ফেটে পড়লেন আঙ্কল। 'নাও, শুরু হয়ে গেল ঝক্কি।'

'তোমার কী মনে হয়,' শঙ্কিত গলায় বললেন আন্টি। 'চেজ আসল ব্যাপারটা জানতে পারবে?'

'অবশ্যই পারবে। অতবড় ওর মাথাটা নিশ্চয় গোবরভরা নয়। ওর সাথে আগে কখনও কথা না হলেও নামডাক শুনেছি অনেক। এই লোক পিঁপড়ের মত পরিশ্রমী আর ষাঁড়ের মত জেদী। ছোট বাচ্চারা ওর জানের দুশমন। থিওকে দেখতে না পেলে ব্যাটা বেহুদা অতগুলো কথা জানতে চাইত না।'

'নির্ঘাত আদাজল খেয়ে লাগবে চেজ। ডক্টরের বাড়িতে চুরি বলে কথা।'

'যা ইচ্ছে করুকগে, ও নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই আমার। চেজ এখানে নতুন। জানে না কে কেমন লোক। কিছুদিন থাকুক, সব জেনে যাবে। ডক্টরের বাড়িতে কাণ্ডটা কে ঘটিয়েছে আমি ভাল করেই বুঝতে পারছি। চেজ চোর ধরতে পারুক চাই না, টুঁ শব্দটি করছি না আমি।...এখন বেন হারামজাদাকে ধরে আমার মোরব্বা বানানোর ইচ্ছে করছে। ব্যাটা, তুই থিওর কথা যেখানে-সেখানে গেয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? তোর লাভটা কী হচ্ছে?'

'নচ্ছারটা অচিরেই ধরা খাবে। শ্রীঘরে যাবার আগপর্যন্ত ওর ফাতরামি কমবে না।'

'হ্যাত্তেরি, বাদ দাও তো।...থিও, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

ছয়

উপত্যকার কাছে গিয়ে থামল ট্রাক। শনিবার এখানে লুকিয়েই পছন্দসই মানুষের অপেক্ষায় ছিল থিও।

'আমার ধারণা, এপর্যন্ত পৌঁছুতে কম করে দশ-বারো মাইল হাঁটতে হয়েছে তোমাকে। সারাক্ষণই বোধ হয় পুব দিক ধরে এগিয়েছিলে। আচ্ছা, বেনের খেতে পৌঁছনোর আগে হরিণীসহ কোন পথে এগোচ্ছিলে মনে পড়ে?'

'না। তবে হেঁটেছিলাম বহুক্ষণ। ওই উপত্যকায় পৌঁছানোর আগে একটা নিচু গিরিখাত ধরে এগোচ্ছিলাম, এটা বেশ মনে পড়ে।'

'সেখান থেকে খেতে পৌঁছুতে কত সময় লেগেছিল?'

'তাও বলতে পারছি না। এখানকার সময়ের হিসেব আমার জানা ছিল না তখন। শরীরের অবস্থাও ছিল বেহাল। কোনমতে হরিণীটাকে ফলো করছিলাম শুধু, অন্যকিছু ভাববার মানসিকতা একদম ছিল না। তবে...' একটু ভাবল থিও। 'হয়তো ঘণ্টা খানেক কিংবা তারচে' কিছু বেশি সময় লেগেছিল। আচ্ছা, এক ঘণ্টায় কতটা পথ হাঁটা যায়?'

হাসলেন আঙ্কল। 'এই এলাকায় এক ঘণ্টায় কতটা পথ হাঁটা

BanglaBook.org

যায়, তা আমারও ধারণার বাইরে। যাহোক, ধরে নিচ্ছি তুমি দেড় ঘণ্টাই হেঁটেছ, পুব দিক ধরে।...উপত্যকাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানকারই একটা ছোট্ট জায়গায় খেত করেছে বেন। ওই উপত্যকাটা এটার মত নয়, তুমি তো দেখেইছ। আমরা এখন বেনের ফার্মের পাশ দিয়ে পয়লা খাড়ি ধরে পাহাড়ে চড়ব। স্পটটা যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে ফিরে যাব। কোমরে গামছা বেঁধে লেগে পড়ব কাল। বেনের ওখান থেকেই শুরু করব খোঁজাখুঁজি।'

উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলল ট্রাক। একটা ফার্ম দেখা গেল কিছুক্ষণ পর। কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা, ঘন পপলারের জন্যে প্রায় দেখাই যায় না।

'বেনের ডেরা,' বাড়িটা দেখিয়ে বললেন আঙ্কল। 'ডক্টরের প্রোপার্টি এখান থেকে সিকি মাইল। ফার্ম দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় থামব আমরা।'

রাস্তাটা এদিকে বেশ প্রশস্ত, দ্রুত ছুটে চলেছে ওদের ট্রাক। এক সময় ক্রীকের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। নেমে এল ট্রাক থেকে। 'এদিকে ব্রিজ-ট্রিজ নেই,' বললেন আঙ্কল। 'ক্রীকের ওপাশে যাবে কী করে?'

'ব্যাপার হলো?' বলল থিও, কিছু না ভেবেই লাফ দিল ও, ভাসতে ভাসতে পার হয়ে গেল ক্রীক। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছেন আঙ্কল। ক্রীকের পানি ভেঙে উনি এপারে চলে এলে থিও দোষী দোষী গলায় বলল, 'সরি, আঙ্কল, মনে ছিল না। আমি জানি, কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হয়ে যাবে।'

'থিও, আমি চাই না চেজ তোমাকে এসব করতে দেখে ফেলুক।'

BanglaBook.org

বুট খুলে পানি ঝাড়লেন আঙ্কল। তিন দিক থেকে ওপরে উঠে যাওয়া ঢালের দিকে চাইলেন। 'সড়ক ধরে এপর্যন্ত আমরা পনেরো মাইলটাক এসেছি। মনে হয় না বলতে পারবে কোন দিক থেকে এসেছি। তুমি পারবে কী করে, আমার মাথাই তো আউলে গেছে।'

'আমি পারব না মানে?' দক্ষিণ দিকে হাত তুলে বলল, 'ওই দিকে, ওই রিজের শেষ মাথা থেকে অল্প দূরেই ভুঁইয়া রক শপ। আপনি হয়তো খেয়াল করেননি, সারাটা পথ আমি তীক্ষ্ণচোখে দেখে দেখে এসেছি।'

'আশ্চর্য! পাহাড়ী না হলে শতকরা এক জনেরও তো দিক ঠিক থাকার কথা নয় এখানে। ডক্টরের বাড়ি এখান থেকে দু'মাইল। ওদিকে যাবার পথটা আন্দাজ করতে পারো?'

'ওহ্!'

ঝটকায় থিওর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন আঙ্কল। 'কী হলো?'

'মিস্টার বার্ডির ছেলেরা চুরি করতে গেল কেন বলুন তো? মিস্টার বার্ডিই বা সায় দিলেন কেন ওদের?'

'লেব্বাবা! তুমি কী করে জানলে চুরিটা ওরাই করেছে?'

'আপনারা কাল তাই ভাবছিলেন। মিস্টার বার্ডিও কাল কথাবার্তার সময় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন।' থামল ও, তারপর আঙ্কলের দিকে 'মাপ করে দিন' ভঙ্গিতে চেয়ে বলল, 'প্লীজ, আঙ্কল, আপনি আবার ভাববেন না আমি সব সময় অন্যের মনের কথা পড়তে ব্যস্ত থাকি। আমি জানি এটা···' প্রয়োজনীয় শব্দটা মনে করার জন্যে থামল। 'এটা অভদ্রতা আর অন্যায়। কিন্তু কখনও কখনও না করেও উপায় থাকে না। আপনার সন্দেহটা তখন এতই দৃঢ় ছিল যে ওটা জানতে আমাকে কোন কষ্টই করতে হয়নি প্রায়।

BanglaBook.org

তা ছাড়া মিস্টার বার্ডিও তখন ভাবছিলেন—ছেলে দুটো এদিককার এক বাড়ি থেকে কিছু মালামাল চুরি করেছে। অন্যের চিন্তা-ভাবনা এভাবে জেনে নেয়া উচিত নয়, কিন্তু আপনিই বলুন উচিত ছিল না তখন জেনে নেয়াটা?'

'ছিল হয়তো,' মিনমিনে গলায় বললেন আঙ্কল। আঙুল মটকাচ্ছেন। 'কিন্তু মনে রেখো, এই ব্যাপারে মুখ খোলা চলবে না আমাদের, ওকে?'

বিষণ্নভাবে ঘাড় ফোটালেন আঙ্কল। ন্যাপস্যাকটা যুত করে বসালেন কাঁধে। 'বার্ডির কথা ছাড়ো এখন। চলো স্পটটা খুঁজে বার করি। কাজটা প্রতিমুহূর্তে আরও জরুরী হয়ে উঠছে।' লরেলের একটা ঝোপ ঠেলে আগে বাড়লেন আঙ্কল, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন গভীর, সঙ্কীর্ণ একটা র‍্যাভিন। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে চলতে লাগলেন ওদিকে।

খুব সহজেই ওঁকে ফলো করে চলল থিও। দু'বার লাফ দিয়ে ঝোপ এড়াল, স্বচ্ছন্দে। আঙ্কলও পার হয়ে গেলেন কোনমতে। 'এখানকার মানুষরা যে কী অসহায়!' ভাবল থিও। 'এরা শূন্যে উঠতে পারে না, পারে না আশপাশের ঝুটঝামেলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে। অথচ কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়, জলের মত সোজা। "দৃষ্টিভঙ্গি"র বেলায়ও এরা কেমন যেন অন্যরকম। একটা "সত্যি"কে যেভাবে দেখা দরকার, এরা সেভাবে দেখে না। আঙ্কলদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম নেই। টিটু বলেছিল, কিছুদিন আগে ঢাকার বি.জি. প্রেস কোয়ার্টারে ভয়াবহ এক রেইডে ছয়শো লোক মারা পড়ে; অথচ এপর্যন্ত পার্শবিক ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করেনি কেউ। আশ্চর্য! এর অর্থ কী?'

BanglaBook.org

রিজের চুড়োয় উঠে গেল ওরা, দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন আঙ্কল। 'চোখে পড়ল চেনাজানা কিছু?'

'না, আঙ্কল। এদিকে আসিনি বোধহয়।' নিচের ছায়া-ঢাকা খাড়ির দিকে চেয়ে বলল থিও। 'মাথায় তখন আঘাত না পেলে হয়তো···, আমি আসলেই সন্দিহান···'

'থাক, থাক, বুঝেছি। এরকম এলাকায় কোন স্পট দ্বিতীয়বার শনাক্ত করা খুব সোজা নয়। এদিকে আধ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েই লোকজন কি আর শখে পথ হারায়! চলো পুবে যাই।'

খাড়ি ধরে এগোল ওরা। আরেকটা রিজ পেরোল। ক্লান্ত পায়ে ঘন জঙলার ভেতর দিয়ে হাঁটল আরও মাইল খানেক। বিকেল গড়িয়ে এল, কিন্তু কোন কিছুই চেনাজানা ঠেকল না থিওর। মাটিতে দেবে থাকা শ্যাওলা-ধরা একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ওরা। ন্যাপস্যাক খুললেন আঙ্কল। স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে গিয়ে থেমে গেল থিও, ফিসফিসিয়ে বলল, 'সেই হরিণী···এখানেই।'

নানারকম জন্তু-জানোয়ার দূর থেকে লক্ষ করছে ওদের, সেই সকাল থেকে দেখছে থিও। দু'চারটে হরিণকেও লাফাতে লাফাতে সরে যেতে দেখেছে। ডাকতে যায়নি। এবার ডাকল, কারণ ওটাকে ও চেনে। কিন্তু ধারেকাছে ভিড়তে চাইল না হরিণী।

'হরিণী!' ফিসফিসিয়ে উঠলেন আঙ্কল। 'কই, দেখছি না তো!'

'ওই যে, ওদিকে···শনিবারে ওটাই আমাকে পথ দেখিয়েছিল। কাছে আসতে চাইছে না আপনার ভয়ে। বেনের গুলি খেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। চোটটা খুব মারাত্মক না হলেও আতঙ্ক কাটাতে পারেনি এখনও।'

'লোকটা তো একটা জলজ্যান্ত শয়তান,' খেঁকিয়ে উঠলেন

BanglaBook.org

আঙ্কল। 'ব্যাটার ঘাড় মটকে দিতে পারলে হত।'

'আমরা পৌঁছে গেছি, আঙ্কল। হরিণীর উপস্থিতি অন্তত তাই বলে।'

'যদ্দূর জানি, হরিণরা পাহাড়ের মাইল খানেকের মধ্যে চরে বেড়ায়। শেষতক পৌঁছে গেলাম তাহলে!'

'হ্যাঁ। হরিণীর সঙ্গে তার ছানাটাও আছে। শনিবার যে ট্রেইলে ছিল আজও সেখানটায়। আর কিছু না পেয়ে···ইয়ে চিবোচ্ছে··· মানে···লতাপাতা।'

'লতাপাতা নয়, বলো মধুমতি।··· থিও, বেনের বাড়ি কোন দিকে বলো তো?'

'ওই দিকে।' হাত তুলে দেখাল ও। 'আমরা ঘুরপথে যাব, ওদিক দিয়ে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতে হবে।'

'এগোই চলো। এই কানা জঙ্গলে কিভাবে যে দিক ঠিক রাখছ তুমি!'

হরিণের ট্রেইলটা খুঁজে বার করতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না ওদের। এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল থিও। আঙ্কলের অবস্থা এতক্ষণে বেহাল। অনেক ক'বার পাথুরে চাঁই, পিছল শ্যাওলা আর জলা টপকাতে ওঁকে সাহায্য করল থিও। মিনিট দশেক পর তুলনামূলকভাবে সমতল জায়গায় পৌঁছুল ওরা। পিছু ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আঙ্কল। 'পাহাড়ী হিসেবে আমার পা দুটো লাগসই নয়, থিও। ওদিক দিয়ে ফিরতে হলেই হয়েছে; সাধের প্রাণটা এই জঙ্গলেই ফেলে যেতে হবে।'

'না, না, ওদিকে আর যাব কেন? রাস্তাটা এখান থেকে কাছেই। আমরা বাঁয়ে মোড় নিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে যাব।···আরিহ্,

BanglaBook.org

এই জায়গা তো আমি চিনি, হ্যাঁ, ওই যে, ওই ওখানটায় হরিণীর সঙ্গে দেখা হয় আমার।'

'তাই?' ওর দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলেন আঙ্কল।

'হ্যাঁ, ঠিক ওখানটায়। তবে তারও আগে হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝর্নার কাছে পৌঁছেছিলাম, পানি খাবার পর নেমে এসেছিলাম এদিকে।'

'এখানকার চারদিকেই তো ঝর্নার ছড়াছড়ি। তা হামাগুড়ি দিচ্ছিলে কোথা থেকে?'

'জায়গাটা অন্ধকার-মত ছিল।'

'তারমানে কোন গুহা?'

'হবে হয়তো।'

'চলো ওপরে উঠি,' রোডোডেনড্রনের একটা ঝোপ ঠেলে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন আঙ্কল। 'এ তো দেখি খাড়া লেজের মত লাগছে...'

ওটা লেজ-ই। পাথরের অনুভূমিক স্তরের মাঝখানে বড়সড় একটা ফাটল দেখা গেল, ঝোপঝাড়ের আড়ালে প্রথমে ওটাকে গুহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ওটার ঠিক সামনেই একটা ঝর্না, ছলছল শব্দে অনবরত পানি পড়ছে নিচের ছোট্ট জলায়।

'এই সেই জায়গা!' চেঁচিয়ে উঠল থিও। 'এই ঝর্নার পানিই খেয়েছিলাম আমি; ওই যে দেখুন আমার হাতের ছাপ। আর ওই যে, ওখানটায় আমি জ্ঞান ফিরে পাই।'

হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। ন্যাপস্যাক থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বার করে এদিক-ওদিক দেখতে শুরু করলেন আঙ্কল। ঢোকার সময় যতটা মনে হচ্ছিল গুহা-মতন ফাটলটা তার চাইতে

BanglaBook.org

অনেক প্রশস্ত।

'সম্প্রতি এখানে শিলাধস ঘটেছিল বোধ হয়। আজব দেখাচ্ছে। মনে হয় আগ্নেয় শিলা, তবে শুধু একপাশ।'

'আগ্নেয়?' বলল থিও।

'হ্যাঁ, আগ্নেয়। কিন্তু, বোঝাই যায় এটা অগ্নিগিরির কাজ নয়। হাতুড়ি দিয়ে পাথরটায় বাড়ি লাগালেন আঙ্কল। এক্সপেরিমেন্ট। 'একে বলে মেটাফরমিক গ্র্যানিট,...পুরানো, এই পাথর ক্রমাগত ভোল পাল্টায়।...একটা পাশ যে কিভাবে নষ্ট হলো! যাহোক, মোটের ওপর আমি কিন্তু বিস্মিত না হয়ে পারছি না, থিও।'

আঙ্কল কিছুটা পিছু হটে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। 'জায়গাটা অনেকটা বোতলের ভেতরকার মতন। ভাবো থিও, সেই দরজার কথা ভাবো, এই জায়গাটা কি ওটার অংশবিশেষ?'

'বুঝতে পারছি না, আঙ্কল। জায়গাটা আমাকে কী যেন মনে করিয়ে দিতে চাইছে, কিন্তু আমি পারছি না...পারছি না মনে করতে...'

থিওর কৌতূহলী দৃষ্টির মুখে পাথরের অনেকগুলো টুকরো পরীক্ষা করে করে ন্যাপস্যাকে ভরলেন আঙ্কল। তারপর লাইটটা রেখে দিলেন পকেটে। এতক্ষণে হুঁশ হলো দু'জনেরই, সারা দিনে এই প্রথম বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল।

'এখান থেকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না,' বললেন আঙ্কল। 'রাত নেমে যাবে ফিরতে ফিরতে। কাজও পড়ে আছে অনেক। চলো ফিরি, কাল সকালে আসব আবার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে চলল ওরা। অনর্গল কথা বলে চলেছে দু'জনে নতুন আবিষ্কারটা নিয়ে। গাছপালার ছায়া ঘনিয়ে আসতে

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে চুপ মেরে গেল, পা চালাতে লাগল জোরে জোরে। পথ দেখিয়ে চলেছে থিও। হরিণীর দেখানো পথে উপত্যকার দিকে এগোচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌঁছে একটা বাঁক নিল ও, বেনের খেতটাকে একপাশে রেখে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে চলল ক্রীক বরাবর।

ক্রীক পেরিয়ে যাবার সময়ও থিও জানতে পারেনি কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে কি না।

সামনের বাঁক থেকে কয়েকশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে ওদের ট্রাক। ওটাকে যখন দেখতে পেল, ঠিক তখনই একটা কারের শব্দ কানে এল থিওর, বুঝল—ওদের দিকেই আসছে ওটা। ক্রীকের জলধারার শব্দে আঙ্কল শুনতে না পেলেও ও ঠিকই পেয়েছে।

আঙ্কলের হাত খামচে ধরল থিও, ভীত গলায় বলল, 'মিস্টার চেজ! আমাকে লুকোতে হবে, এক্ষুণি।'

'কেন? ওর সঙ্গে তো একবার দেখা হয়েইছে তোমার। ওকে ভয় পাবার কী আছে?'

'আমি জানি না। কিন্তু…'

লুকোনোর মত ঝোপঝাড় নেই আশপাশে। ওদের বাম দিকে ক্রীক, আর ডানে আকাশ বরাবর উঠে যাওয়া খাড়া ঢাল। হঠাৎ বাঁক ঘুরে বনেটের একপাশে ধাতব তারকাঅলা কারটা ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে।

গতি কমতে কমতে কাছে এসে থেমে গেল পুরোপুরি। সামনের সীটে বেন বসে আছে হেডলি চেজের সঙ্গে।

'হাউডি, রেমান,' বলল বেন, চোখ জোড়া থিওর ওপর নিবদ্ধ। 'শুনলাম কে একজন গেস্ট এসেছে তোমার, এ-ই কি সে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। পাথর যোগাড় করতে বেরিয়েছিলাম দু'জনে। ডক্টরের ব্যাপারটা কদ্দূর?'

'খোয়া যাওয়া জিনিসগুলোর একটা লিস্টি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস চুরি গেছে। ডক্টরের শখের একটা রাইফেল—গুনে গুনে পুরো তিনশো ডলার দিয়েছিলেন তিনি ওটার জন্যে; দামী কয়েকটা বড়শিও নেই…' উঁচু কাঁধে চিবুক ঘষল বেন। নিচের দিকে চাইল। 'আরে, এ-ই তো সেই জুতো…'

মুহূর্তে খটাং করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ও। বিপদটা স্পষ্ট টের পেয়ে গেল থিও। বেন নিচু হয়ে ওর প্যান্টের নিচের দিক উঁচিয়ে ধরে জুতোটা ভাল করে দেখল। কিছু একটা করেই বসত থিও, যদি না ঠিক তখুনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাতেন আঙ্কল। উনি ওকে মনে মনে বললেন, 'বি কোয়ায়েট, থিও। টুঁ শব্দটি কোরো না। চুপচাপ দেখো কী করি।'

আঙ্কল বললেন, 'কী ব্যাপার, বেন?'

'শনিবার রাতে এই জুতো জোড়াই দেখেছিলাম তোমার ঘরে।' আঙ্কলকে দোষী সাব্যস্ত করার ভঙ্গিতে বলল বেন।

বাঁকা হাসলেন আঙ্কল। 'তাতে কী হয়েছে?'

'ছেলেটা তখন তোমার ঘরেই ছিল। অথচ তুমি আমাকে কিচ্ছু বলোনি…'

'কেন বলব? দিনভর জার্নির ধকল গেছিল ছেলেটার ওপর দিয়ে, জিরোচ্ছিল তখন। আচ্ছা, আমার গেস্টের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন, বেন?'

'এই জুতো জোড়াই আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে,' বলল বেন। 'প্রথম থেকেই চেনাচেনা লাগছিল। আমার ধারণা একরত্তি

BanglaBook.org

ভুল নয়, রেমান—এগুলোই ওই বুনো ছোঁড়ার পায়ে দেখেছিলাম সেদিন।'

হাসলেন আঙ্কল। বেন বলেই চলেছে, 'তুমি ওকে লুকিয়ে রেখেছ। ওর চুল ছেঁটেছ, পোশাক পাল্টে দিয়েছ···কিন্তু চেহারাটা পাল্টাতে পারোনি। এই চেহারা আমি ভাল করেই চিনি। এ-ই সেই শয়তান, এ-ই ডক্টরের বাড়িতে চুরি করেছে।'

'বেন,' শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললেন আঙ্কল। 'সিডনীর কাছ থেকে সরে দাঁড়াও, তুমি যদি ওর ওপর আর মিথ্যা দোষারোপ না করো তাহলে কথা দিচ্ছি ব্যবহার খারাপ করব না।'

'হোল্ড ইট,' ধমকে উঠে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল চেজ। কার থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'মিস্টার বেন,' গম্ভীর গলায় বলল। 'আপনি নিশ্চিত, সেদিন একেই দেখেছিলেন?'

'আমার চোখ আছে, মিস্টার চেজ,' বলল বেন। 'কবরে গিয়েও আমি একে ভুলতে পারব না।'

'আর ইউ শিওর?'

'বাইবেলের কিরে।' বলতে দ্বিধা করল না বেন, যেন কথাটা তাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনবে।

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পাওয়া গেল।' থিওর দিকে চেয়ে বলল চেজ, তারপর আঙ্কলের দিকে কুঞ্চিত চোখে চেয়ে বলল, 'মিস্টার রেমান, আমার মনে হয় আপনি আমার সঙ্গে সততা দেখাননি। আপনি বলেছেন এই ছেলেটি এর আগে পাহাড়ে আসেনি, এবং সে আপনার ওখানে পৌঁছায় শনিবার রাতে।'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'কিন্তু ওকে তো শনিবার সকালে এখানে দেখা গেছে।'

BanglaBook.org

'আপনিও যেমন!' বললেন আঙ্কল। 'আরে ভাই, আপনি বেনের চোখ দিয়ে দেখছেন কেন? সেদিন বেন কী দেখেছে না দেখেছে ও-ই ভাল জানে।'

'ঠিক কথা। আমি ভাল করেই জানি, আমি কী দেখেছি।' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বেন।

'দেখুন মিস্টার রেমান,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আঙ্কলের দিকে চেয়ে বলল চেজ, 'আমি বিশ্বাস করি—মিস্টার বেন একজন দায়িত্ববান সাক্ষী। সিডনীর জুতো জোড়া সত্যিই অদ্ভুত। একেবারে অন্যরকম দেখতে। বেনের জায়গায় আমি থাকলেও বোধ হয় ভুলতাম না।'

'দেখুন,' কঠিন গলায় বললেন আঙ্কল। 'কেবল একটা চুরির কারণেই তো এতসব করছেন আপনারা? আমি বলছি—ওই চুরির সঙ্গে সিডনীর কোনরকম যোগাযোগ নেই। ইউ ক্যান্ বিলীভ মী।'

'মিস্টার রেমান,' বলল চেজ। 'আমি একজন তথ্যসংগ্রহকারী, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার; আমি সহজে যেমন কারও কথা বিশ্বাস করি না, তেমনি ফেলেও দিই না। এমন কিছু তথ্য আমার হাতে এসেছে যেসবের প্রমাণ পাওয়া আশু প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। ওকে নিয়ে বরং বাড়ি যান। আমার জন্যে অপেক্ষা করুনগে। বেনকে নামিয়ে দিয়েই আমি আসছি।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

অন্ধকার নেমে এল ওরা বাড়ি ফিরতে ফিরতে। গেটে থাকতেই ওদের দিকে ছুটে এল টিটু-টিনা। থিও টের পেল, দিনের শেষে ওর উপস্থিতিতে বাঘাও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ও, বেরোনোর সময় বাঘাকেও সঙ্গে নেবে কাল। ওদের সঙ্গে যেতে পেরে নির্ঘাত নেচে উঠবে বাঘা। কাল হয়তো…

'থিও,' ট্রাক থেকে নামতে নামতে বললেন আঙ্কল। 'চেজ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হুটহাট জবাব দিতে যাবে না। আমি যা ভাবব, টেলিপ্যাথিতে জেনে নিয়ে মুখ খুলবে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বার করার অধিকার অবশ্যি নেই চেজের, সেটা আছে একমাত্র কোর্টের। আল্লাহ চাহে তো কোর্টের ঝামেলায় জড়াতে হবে না আমাদের।'

'আব্বু,' ডাক ছাড়ল টিটু। 'কাল স্কুল বন্ধ, ইয়াহু!'

'তোমরা নাকি পাথর আনতে গেছিলে?' টিটুর আগে আগে দৌড়ে এসে বলল টিনা। 'ভাল কিছু পেলে?'

'অল্প। তোর আম্মু কই?'

'এই যে,' ঘর থেকে বেরোলেন আন্টি। 'এত দেরি হলো কেন?'

BanglaBook.org

'ঝামেলা, বুঝলে?' ক্লান্ত গলায় বললেন আঙ্কল। 'ফেরার পথে বেন আর ডেপুটির সঙ্গে দেখা। থিওকে চিনে ফেলেছে বেন। চেজ জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসছে। টিটু-টিনাকে নিয়ে কিচেনে যাও, আর, থিও, তুমি লিভিংরুমে, কুইক। কান খাড়া রেখো। পোর্চে চেজের সঙ্গে কথা বলব আমি। জলদি··· ও এল বলে।'

ভীষণ গরম পড়েছে আজ। সব ক'টা জানালা খোলা। অন্ধকারাচ্ছন্ন রুমের ভেতর একটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিল থিও। মিনিট চারেক পর ডেপুটির পায়ের শব্দ কানে এল ওর। আঙ্কল বিনীত গলায় বসতে বললেন ওকে।

'কফি চলবে?' বললেন আঙ্কল। 'মিসেস রহমান মনে হয় কফি হাতে একপায়ে খাড়া।'

'নো, থ্যাঙ্কস,' জবাব এল। 'আমি শুধু ছেলেটার সঙ্গে কথা বলব। ওকে একটু ডাকুন।'

'তার কোন দরকার দেখি না, মিস্টার চেজ। আমি তো আছি, কী জানতে চান বলুন।'

'মিস্টার রেমান, আপনার বক্তব্য মতে আপনি শনিবার সন্ধের আগতক দেখেননি ছেলেটাকে। সারা দিন ও কী কী করেছে বলতে পারেন?'

'আলবৎ পারি। আরও বলতে পারি—ও চোর-ছ্যাঁচর নয়। আমি চাই না, ওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন ব্যাপারে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।'

'আপনি বলেছেন ওর বাবা-মা নেই। আপনি কি ওর বৈধ গার্জেন?'

'শুধু এটুকু জানি, আমরা ওর দেখভাল করছি।'

BanglaBook.org

'আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি ওর বৈধ গার্জেন নন। তাহলে কে সে?'

উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কল। ওঁর প্রচণ্ড ক্রোধ স্পষ্ট টের পেল থিও।

'মিস্টার চেজ, চোর ধরাই আপনার কাজ, বসে বসে সময় নষ্ট করা নয়। এই এলাকায় আরও অনেক ছেলেমেয়ে আছে, আপনি বরং তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিন।'

'মিস্টার রেমান,' স্থির অভিব্যক্তিতে বলল চেজ। 'আপনি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। কেউ যখন প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না, ধরে নিতে হয় সে কিছু লুকোচ্ছে। আপনি কী লুকোচ্ছেন জানতে পারি?'

'আমি শুধু একটা নির্দোষ ছেলেকে আড়াল দিচ্ছি।'

মনশ্চক্ষে হেডলি চেজকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল থিও। 'আপনি ভুল করছেন, মিস্টার রেমান। যাবতীয় তথ্য ঘেঁটে আমি শুধু এই ছেলেটাকেই সন্দেহ করতে বাধ্য হচ্ছি। শনিবারে ওকে সন্দেহজনকভাবে ডক্টরের বাড়ির দিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। জানালাটা যতটুকু ভাঙা, তাতে করে ওটা গলে ভেতরে ঢুকতে বেগ পাবার কথা নয় সিডনীর। তা ছাড়া ওখানকার ধুলো-বালিতে বাচ্চাদের জুতোর ছাপও পাওয়া গেছে।'

থামল ডেপুটি, তারপর অপেক্ষাকৃত ধীর লয়ে বলতে লাগল, 'আমি আপনার ভাল চাই, মিস্টার রেমান। আর সেকারণেই বলছি, এসব কেসে অপরাধীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা কিন্তু মোটেও সুখকর নয়। এটা যদি সিডনীর প্রথম অপরাধ হয়ে থাকে, এবং চুরি যাওয়া জিনিসপত্তর ফেরত পাওয়া যায়, আমি কথা দিচ্ছি ওর সঙ্গে শিথিল আচরণ করা হবে। আপনি যদি ওকে এখানে ডেকে এনে আমার

BanglaBook.org

সঙ্গে কথা বলতে দেন, তাহলে ঝামেলায় জড়ানোর কোন সম্ভাবনাই থাকে না আপনার।'

'না!' সাফ সাফ বললেন আঙ্কল। 'কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে দেব না আমি ওকে। এসবের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।'

কিন্তু ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে থিও। ও বুঝে গেছে, এইসব আগডুম-বাগডুম ছুতোয় কাজ হবে না। কাঁপুনি লুকোনোর জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল ও। হঠাৎ করেই হাঁটা থামিয়ে দিল আঙ্কলের নিঃশব্দ-নির্দেশে। 'কী জঘন্য এখানকার জীবনযাত্রা!' হেডলি চেজের দিকে চেয়ে ভাবল থিও। 'এরা এখানে জীবনকে পরিণত করেছে একধরনের নোংরা খেলায়। যেখান থেকেই এসে থাকি না কেন, আমি জানি—সেখানে এমন ধারা নোংরামি নেই। নেই এমন গোপন ঘৃণা আর রোষ।'

'এই যে, সিডনী,' বন্ধুসুলভ গলায় বলল চেজ, পরিষ্কার বোঝা যায়—কৃত্রিম ব্যবহার। 'বেরিয়ে এসে ভালই করলে, ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যাওয়া দরকার, কী বলো? আমরা কখনোই তোমার বয়েসী ছেলেমেয়েদের সংশোধনী স্কুলে পাঠানোর পক্ষপাতী নই। অতএব, তুমি যদি এখন ভালয় ভালয় বলো চুরি করা জিনিসগুলো কোথায় রেখেছ, তাহলে...'

'মিস্টার চেজ,' বলল ও। 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'তার চাইতে ভাল হয়, যদি তুমি আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমি শুধু জানতে চাই, রোববার বিকেলে বার্ডির ছেলেরা কোথায় ছিল। এ-ব্যাপারে মিস্টার বার্ডির বক্তব্যই বা কী?'

'ওদের দুষে লাভ নেই, সিডনী। শনিবার দিনভর শহরে ছিল

BanglaBook.org

ওরা। পরদিন দুপুর পর্যন্ত ছিল স্টেডিয়ামে, এবং সেদিন সমস্ত বিকেল বন্ধুদের সঙ্গে ছিল ব্লু লেকে। নিজে খোঁজ নিয়ে জেনেছি।'

আঙ্কলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল থিও। 'আঙ্কল, আপনার মনে আছে সোমবার ঠিক কখন মিস্টার বার্ডি ছেলেদের খোঁজে আসেন এখানে? মিস্টার বার্ডির বলা সব কথা জানান ওঁকে।'

'এক মিনিট,' মাথায় টোকা মেরে বললেন আঙ্কল। 'হুঁম্। ও বলছিল জিম আর টিম স্কুল থেকে পালিয়ে যায় বুনো ছেলেটির খোঁজে। বেনও এই ব্যাপারে বার্ডির সঙ্গে আলাপ করছিল স্টেডিয়ামে। ও বলছিল···' ধপ করে বসে পড়লেন আঙ্কল। আঙুল মটকাতে লাগলেন।

'সব যে একেবারে ভুলে বসে আছি···তবে···একটা কথা ঠিক মনে পড়ে, বার্ডি বলছিল, ওর ছেলেরা রোববার বিকেলে একই উদ্দেশ্যে বাইরে বেরোয়···তারমানে বার্ডি যে আপনাকে ব্লু লেকের কথা বলেছে, সেটা ডাঁহা মিথ্যে। জিম-টিম যায়নি ওখানে।'

অন্ধকারে চেহারা দেখা না গেলেও শীতল গলা স্পষ্ট শোনা গেল ডেপুটির। 'আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, মিস্টার রেমান। এ থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না। ছেলেটা আসলে কে বলুন তো? পরোক্ষভাবে হলেও স্বীকার করেছেন আপনি ওর গার্জেন নন। কে এনেছে ওকে এখানে? কেনই বা থাকছে আপনাদের সঙ্গে?'

'চিৎকার করবার দরকার নেই, মিস্টার চেজ।' ভেঙে ভেঙে বললেন আঙ্কল। 'সিডনীর বাপ-মা নেই, আপনাকে আগেই বলেছি। মাস তিনেক আগে মারা যায় ওরা আফ্রিকায়। ওর বাবার নাম ছিল ফিলবি ওয়াইল্ড। নেভির চাকরি-সূত্রে ফিলবির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার।···সিডনী স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মেরিন

BanglaBook.org

চ্যানেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে; এই ভেবে যে, নিরিবিলি কোথাও থেকে ঘুরে এলে ও ফিরে পেলেও পেতে পারে স্মৃতি। কেবল চুরিটাই তো ভাবাচ্ছে আপনাকে? আমার জবানবন্দী বিশ্বাস না হলে বার্ডির কাছে যান। ভাল করে জেনে আসুন ওর ছেলেরা এই দু'তিন দিন কখন, কোথায়, কিভাবে কাটিয়েছে।'

'ঠিক আছে, তাই সই,' ঘুরে দাঁড়াল হেডলি চেজ। 'আপনারাও চলুন, দু'জনেই।'

উপত্যকার দক্ষিণে আধমাইলটাক যেতে হলো ওদের। অন্ধকারে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে ডেপুটি। তার ভেতরকার জট পাকানো ক্রুদ্ধতা টের পেতে কোন অসুবিধে হলো না থিওর।

ও মনে প্রাণে চাইছে আঙ্কল যেন সাহস হারিয়ে না ফেলেন, মিথ্যে না বলেন। ওকে উনি রক্ষা করতে চান, ভাল কথা, কিন্তু মিথ্যে বলাটা তো ভুল। পুরানো শত্রুতা কাজ করছে চেজের মাথায়। আর্মিতে একবার অফিসারদের সঙ্গে খটমট লেগে যায় তার। আজ সেই অপমানের শোধ তোলার সময় এসেছে। মৃত কোন অফিসারের ছেলের ওপর ঝালটা ঝাড়তে পারলেই বা মন্দ কিসে?

পুরানো একটা ফার্ম হাউজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওদের গাড়ি। চেজ বাইরে বেরোল। ওরাও।...প্রায় অন্ধকার পোর্চের দিকে এগোল সবাই, একটা শেকল-বন্দী হাউন্ড ঘেউ ঘেউ করছে ওখানে।

দরজা খুলে গেল। উজ্জ্বল সাদা আলো ঠিকরে পড়ল ওদের ওপর। ভেতরে দাঁড়িয়ে বার্ডি জোন্স, কিছুটা হতচকিত। ডেপুটিকে চেনামাত্র চেহারায় একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল তার।

'মিস্টার চেজ, আপনি!' হেসে বলল সে। 'আমি ভাবলাম

BanglaBook.org

বেন।'

'আসার কথা নাকি ওঁর?'

'হ্যাঁ। ফোনে সেই বুনো ছেলেটার কথা বলছিল ও। বলছিল...' হঠাৎই থেমে গেল বার্ডি, রহমান সাহেবের পেছনে দাঁড়ানো থিওকে দেখে চোখ দুটো রসগোল্লা হয়ে গেছে। 'রেমান, এ-ই সেই ছেলে?'

প্রশ্নটার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন দেখলেন না আঙ্কল। 'ওই যে, বেন এসে গেছে,' রাস্তায় আলো দেখতে পেয়ে বললেন তিনি। 'মনে হচ্ছে জম্পেশ একটা পার্টি হবে আজ।'

ডেপুটির গাড়ির পেছনে থামল বেনের ট্রাক। বেন আর ধুমসো সাবা বেরোল বাইরে, পোর্চের দিকে এগোতে লাগল।

'ওই যে সেই ছেলে!' নিচু স্বরে বলল বেন।

'আমি ওকে দেখব,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সাবা। 'বেন, আমি ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব।'

সবার পরে বিশাল এবং বিচ্ছিরি লিভিংরুমটায় ঢুকল ওরা। সিলিঙের ঠিক মাঝখান থেকে একটা বাল্‌ব ঝুলছে। ব্যাকহলে শুয়ে থাকা এক মহিলা বিরক্ত হয়ে উঠে বসে ব্যস্ত হাতে অ্যাপ্রন ঠিক করল।...বার্ডির বউ মনে হয়, ভাবল থিও। বার্ডির ছেলেদের জন্যে ও যখন এদিক-ওদিক চাইছে, আচমকা ওর হাত খামচে ধরল সাবা, টেনে নিয়ে গেল আলোর নিচে।

সেদিনকার মত আজও তার পরনে ওভারঅল। মোটা মেয়েলোকটার কঠিন চোখের দিকে চাইতে বাধ্য হলো থিও। দেখে অবাক হলো, মহিলা ভড়কে গেছে।

তৎক্ষণাৎ পিছু হটল মহিলা। 'এ-ই তো সেই ছেলে। রেমান,

BanglaBook.org

তুমি ওর চুল ছেঁটেছ, পোশাক পাল্টেছ, কিন্তু চেহারা পাল্টাতে পারোনি। এই সেই বুনো বদমাশ। এর ভেতর এমন কিছু আছে যা...'

'ছেলেটা অস্বাভাবিক!' বলল বেন মারফি।

'অ্যাবসল্যুটলি,' মুখ খুলল বার্ডি। 'ছোঁড়ার চেহারাটাই অন্যরকম। চাউনি দেখেছ, হাউন্ড-হাউন্ড না?'

ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবার আঙ্কল। 'ব্যস ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। ও কাকে কামড়েছে হ্যাঁ, কাকে? একজন ভদ্রলোকের ছেলে হুট করে কুকুর হয়ে যায় কী করে? মিস্টার চেজ, দয়া করে আপনি আপনার কাজ সারুন। রক্ষে করুন আমাদের।'

'আপনারা চুপ করুন,' আদেশ করল চেজ। 'জিম-টিম কই, মিস্টার বার্ডি?'

'গোলাবাড়ির দিকে,' জবাব এল। 'কাজে গেছে।'

আঙ্কলের জামার আস্তিন ধরে টান মারল থিও, ফিসফিসিয়ে বার্ডির দুশ্চিন্তার কারণ জানাল ওঁকে। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আঙ্কল। 'মিস্টার বার্ডি,' বললেন তিনি। 'ওরা কাজে গেছে জোনাথনের বাড়ির দিকে, তাই না?'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'ওদিক দিয়েই তো এলাম। অন্ধকার নামেনি এখনও, টর্চ ধরে দুটো ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখেছি আমি। অবশ্যি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা, তবে জোনাথনের বাড়ির দিকেই যে যাচ্ছিল, বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি।'

বার্ডি জোন্সের হাসিমাখা মুখটা চুন হয়ে গেল মুহূর্তে। 'আপনার কথা বলার ঢং খুব একটা বন্ধুসুলভ নয়, মিস্টার রেমান।'

BanglaBook.org

'গেল শীতে এই বন্ধুসুলভ আচরণ করতে গিয়েই আমাকে অনেকগুলো গরু হারাতে হয়েছিল, মিস্টার বার্ডি।' কথা নয়, যেন বার্ডির গালে কষে চড় লাগালেন আঙ্কল, বাগে পেয়েছেন প্রতিপক্ষকে। 'আপনি মিস্টার চেজকে বললেন, রোববার বিকেলে জিম-টিম ব্লু লেকে ছিল, আর আমাকে বললেন, কোন এক বুনো ছোকরাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে···ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'নির্ঘাত ভুল শুনেছেন। আমি দুই কথার মানুষ না, মিস্টার রেমান।'

'মিছে কথা বলবেন না, মিস্টার বার্ডি, ওতে পাপ হয়। এখানেই পুরো ব্যাপারটার নিষ্পত্তি দেখে যেতে চাই আমি। রোববার বিকেলে জিম আর টিমই ডক্টরের ওখান থেকে জিনিসগুলো চুরি করে। জানালা ভেঙে টিম ঢোকে ভেতরে, কারণ জিমের চাইতে কিছুটা ছোট ও। ওরা ভেবেছিল এই চুরির দোষটা বর্তাবে তথাকথিত বুনো ছেলেটির ওপর। কিন্তু চুরির ব্যাপারটা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ভড়কে গেলেন আপনি। চুরির মালগুলো জোনাথনের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রেখে আসতে পাঠালেন আপনারই ছেলেদের।'

দৃঢ়পায়ে দরজার দিকে এগোলেন আঙ্কল। 'আসুন, মিস্টার চেজ। আপনার ফ্ল্যাশলাইটটা গাড়ি থেকে বার করুন। একাজের জন্যে আমাদের সার্চ ওয়ারেন্টের দরকার হবে না। আমি শিওর—জোনাথনের বাগানের কাছাকাছি পাওয়া যাবে ওগুলো। খুব একটা কষ্ট হবে না খুঁজে পেতে।'

'আপনি অহেতুক নিজের কাঁধে ঝামেলা চাপাচ্ছেন, মিস্টার রেমান,' শীতল গলায় বলল চেজ। 'এর কি কোন দরকার আছে?'

BanglaBook.org

শ্রাগ করল সাবা মারফি, 'ওগুলো ওখানে পেলে তো এই ছোঁড়ার দোষই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এজন্যে তুমি বার্ডিকে দুষতে পারো না, রেমান।'

'ওখানে ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যাবে মিসেস মারফি।' বলে বাইরে বেরিয়ে এলেন আঙ্কল।

কারের ভেতর থেকে ফ্ল্যাশলাইট বার করল চেজ। পেসচারের দিকে এগোল তিন জনে। রিজ থেকে নেমে আসা কুয়াশায় আরও গাঢ় হয়ে এসেছে অন্ধকার, ফুট শয়েক এগোনোর পর থেমে গেল ডেপুটি।

'মিস্টার রেমান,' বলল সে। 'আপনি দেখি মিছে কথাও বলেন। ড্রাইভ করে আসার সময় আমি তো কোন ছেলে-ছোকরাকে দেখলাম না, আসলে আপনি কী চাল চেলেছেন বলুন তো?'

আঙ্কলের জামার আস্তিন ধরে টান মারল থিও, 'ওই যে, ওদিকে।' আঙুল তুলে বলল।

থিওর দেখানো জায়গায় আলো ফেলল চেজ। আঙ্কল গলা চড়িয়ে বললেন, 'জিম-টিম, এদিকে এসো।'

ছেলে দুটোকে আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছুট লাগাল জিম-টিম। পরক্ষণেই থেমে গেল ডেপুটির কঠিন ধমকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে। মাটি আর তাপ্পিতে একাকার ওদের জিন্স। পাংশু চেহারা দুটো দেখে মায়া হলো থিওর, খারাপ লাগতে লাগল মিসেস জোন্সের জন্যেও।

'এখানে কী?' জানতে চাইল হেডলি চেজ।

'তা দিয়ে আপনার কী?' বলল জিম। টিমের চাইতে খানিকটা লম্বা ও। 'এটা আমাদের প্রোপার্টি।'

BanglaBook.org

আঙ্কল বললেন, 'জোনাথনের গার্ডেন থেকে আসছ তোমরা। আমাদের নিয়ে চলো ওখানে।'

'ওদিকে যাইনি আমরা।'

'আলবৎ গেছ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কথা বাড়িয়ো না, চলো।'

'আমাদের নয়, আপনি নির্ঘাত ওই বুনো ছোঁড়াটাকে দেখেছেন।'

'দেখেছি, ভাল হয়েছে। এখন চলো,' তাড়া লাগালেন আঙ্কল। 'জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ দেখাবে।'

ভীষণ বেগড়বাই জুড়ে দিল ছেলে দুটো। জিম চিল্লিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! এব্যাপারে আমরা কিচ্ছু জানি না, অথচ আপনি জোর খাটাচ্ছেন!'

নিচের বেড়ার কাছাকাছি পৌঁছুল ওরা। পপলার আর ঝোপঝাড়ে ভরা এদিকটা। হেডলি চেজ বেড়ার দিকে এগোল। আলো ফেলে একটা একটা করে চষে ফেলতে লাগল ঝোপ। হঠাৎ আবার আঙ্কলের জামার হাতা টেনে ধরল থিও। মাথা নাড়লেন আঙ্কল। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, মিস্টার চেজ, এভাবে সারা রাতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরা ওগুলো নিশ্চয় কম্মিন কোন জায়গায় রাখেনি।'

রাস্তার দিকে চলল দলটা। ক্রল করে বেড়ার বাইরে এল ডেপুটি। খুব সাবধানে ঝোপ ভেঙে পা ঘষটে ঘষটে চলতে লাগল, আলোটা আগের মতই এদিক-ওদিক ফেলছে। থিও—আঙ্কল ফলো করল তাকে। কিন্তু জিম-টিম ঠায় দাঁড়িয়ে। জাত গোঁয়ার। পেসচার ছাড়তে নারাজ।

BanglaBook.org

কুয়াশা এদিকটায় একেবারে নিচে নেমে এসেছে। বেশ ভারী কুয়াশা। কয়েক গজের বাইরে টর্চের আলো কাজেই দিচ্ছে না।

হেডলি চেজ বলল, 'আদৌ যদি এখানে কিছু থেকে থাকে, খুঁজে বার করতে শ'খানেক লোক লাগবে।'

'লাইটটা একটু দিন তো,' বললেন আঙ্কল। 'ওদিকে কিছু একটা দেখলাম মনে হয়...'

লাইট দিল ডেপুটি। ঠিক তখনই জামার আস্তিনে থিওর টান টের পেলেন আঙ্কল। জায়গাটা ওঁকে দেখাল থিও।

একটা সিডারের ঝোপের কাছে গিয়ে থামল ও, কিছু দেখতে না পেলেও বড়শির একটা রড ঠেকল জুতোয়।

'ছুঁয়ো না, থিও। ওকাজ করলে চেজকে বিশ্বাস করানোই দায় হবে, কাজটা আমাদের নয়।'

খানিকটা দূরে দাঁড়ানো চেজের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন আঙ্কল।

জিনিসগুলো দেখল চেজ। দুটো বড়শি, একটা ট্যাকল বক্স আর একটা দামী রাইফেল। রুমাল দিয়ে ট্যাকল বক্স আর বড়শি দুটো একসাথে বাঁধল চেজ। অতঃপর তার নাইন এম.এম. গ্লুকটা আস্তে আস্তে আঙ্কলের কাঁধের ওপর নামিয়ে আনল।

'মিস্টার রেমান,' শেষমেষ বলল সে। 'স্মরণশক্তি খারাপ হলেও অন্যকে ফাঁসানোর কায়দা আপনার ভালই জানা। যাক গে, আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। কোর্টে দেখা হবে, কেমন?'

'ভাল, খুব ভাল।' বললেন আঙ্কল, দু'দিকে প্রসারিত হাত দুটো নেমে এসে ভোঁতা শব্দ তুলল দুই উরুতে। 'কিন্তু মিস্টার চেজ, এসব জিনিস আর ডক্টরের বাড়ির ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো ভাল করে

BanglaBook.org

যাচাই না করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না কাইন্ডলি।'

'সে আস্থা আপনি রাখতে পারেন আমার ওপর।'

আট

ওরা ফিরে আসতে অসহায়ভাবে গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে উঠল বাঘা, থিওকে কাকুতি মিনতি করতে লাগল ছেড়ে দেবার জন্যে। কাছে গিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিল থিও, কথা দিল কাল ছেড়ে দেবে। আঙ্কলের পিছে পিছে ঘরে ঢুকল ও। দিনভর দস্তুরমত ঝড় গেছে ওদের ওপর দিয়ে; যা কিছু ঘটেছে সেজন্যে একেবারে ভেঙে পড়েছেন আঙ্কল। এঁর এই অবস্থা বেজায় ব্যথিত করছে থিওকে। এসব ঝুটঝামেলায় এঁরা জড়িয়ে পড়তেন না আদৌ, যদি না সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন ওর দিকে।

ইচ্ছে করলেই রাতের বেলা পালিয়ে যেতে পারে থিও। বাঘার বিনিময়ে ওর ছুরিটা রেখে যেতে পারে। দু'জনে পাহাড়ে গিয়ে হারানো সেই দরজাটি খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু এতে করে সমস্যা তো মিটবেই না, উপরন্তু আরও বেশি করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন আঙ্কল। নাহ্, কোন মানে হয় না পালানোর।

টিটু-টিনা খেতে বসেছে। প্রশ্নের খই ফুটছে ওদের মুখে। কোন

BanglaBook.org

জবাব দিচ্ছেন না আন্টি। 'তোমাকে খুব বিধ্বস্ত লাগছে, শিবলী,' চিন্তিত মুখে বললেন তিনি স্বামীর উদ্দেশে। 'বার্ডির ওখানে কী হলো এতক্ষণ?'

'আর কী,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন আঙ্কল। 'চেজ ঝোলার ভেতর বেড়াল দেখে ফেলেছে। এখন শুধু বার করে আনার অপেক্ষা।'

'মানুষ যে কেন এত ঝামেলা পাকায়!···উফ্!···যাও তো, গোসল সেরে এসে আগে চাট্টে খেয়ে নাও, পরে কথা বলা যাবে, যাও···'

গোসল সেরে এল ওরা। খেয়ে নিল নিঃশব্দে। 'এসবের জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, আঙ্কল। এখন আসলে আমার এমন কিছু করা উচিত, যাতে···'

'তুমি দুঃখিত হতে যাবে কেন?'

'এসব ঝুটঝামেলা তো কেবল আমারই কারণে।'

উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কল। 'দুঃখিত যদি হতেই হয়, আমি হব। এসব গোঁয়ার, ঝামেলাবাজরা তো আমারই পড়শী। আসলে গোটা পৃথিবীটাই ঝামেলাবাজে ভরে গেছে। কে জানে, হয়তো প্রকৃতিই এজন্যে দায়ী। অহেতুক অনধিকার চর্চা, ঝামেলা পাকানো, এসব যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে আমাদের।' দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন আঙ্কল। '···আমি ভাল করেই বুঝতে পারছি চেজ এখন কী করবে।'

'এখান থেকে যাবার সময় নেভির ব্যাপারে ভাবছিল চেজ,' বলল থিও। 'ভাবছিল ক্যাপ্টেন ওয়াইল্ডের কথা।'

খাবি খেলেন আন্টি। 'তাহলে তো ফেঁসে গেছি আমরা।'

BanglaBook.org

'চেজ ওব্যাপারে ভাবছিল, তুমি কী করে জানলে?' বলল টিনা। মাকে সাহায্য করছে বাসন মাজতে।

'ব্যাখ্যা করা কঠিন।'

টিনা নাক কুঁচকে বলল, 'আমি জানি কী করে।' আগে বেড়ে নিচু গলায় বলল, 'তুমি অন্যের মনের কথা পড়ে ফেলতে পারো, তাই না?'

চোখ পাকিয়ে টিটু বোনের উদ্দেশে বলল, 'তুই একটু বেশি পেকে গেছিস।'

'থামলি তোরা!' শাসিয়ে উঠলেন আন্টি। টিনা তবু বলেই চলেছে, 'থিও কাজটা পারে। আমি কালই টের পেয়েছি। খেতে বসে টুকটাক জিনিস না চাইতেই আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল ও।' টিটুর দিকে চেয়ে বলল, 'তুই তো ব্যাপারটা ধরতে পারলি না, মাথা মোটা। এখন বল, ছেলেদের চাইতে মেয়েরা বেশি বুদ্ধি রাখে না!... অবশ্যি থিওর বেলায় কথাটা খাটে না, ও আমাদের সবার চাইতে বুদ্ধিমান। অসাধারণ ওর ক্ষমতা। আমার ধারণা, চেষ্টা করলে আমিও পারব কাজটা করতে।'

'ভাগ্যিস চেষ্টা করিসনি।' খোঁচা লাগাল টিটু। 'সফল হলে এদ্দিন তোর স্থায়ী-ঠিকানা হত চিড়িয়াখানা।' থিওর দিকে চেয়ে বলল, 'দেখো দেখি, ছেলেমানুষি কথাবার্তা না?'

'ছেলেমানুষি হোক আর যা-ই হোক,' বললেন আঙ্কল, 'এসব কথা এখন শিকেয় তুলে রাখ।' স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'চেজ যদি ওয়াইল্ডের সঙ্গে থিওর সম্পর্ক জেনে যায়, তাহলেই মরেছি। খেদিয়ে কোর্টে নিয়ে যাবে আমাদের, বাধ্য করবে সব কথা উগরে দিতে।'

BanglaBook.org

আঙুল মটকাতে শুরু করেছেন আঙ্কল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আমি ক্যাথি ম্যাডামের ওখানে যাচ্ছি, কথা বলে দেখি ওঁর সঙ্গে। এই এলাকায় একমাত্র ওঁরই সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা যায়। সব শুনলে হয়তো উনি...'

'ফোন করেছিলাম,' কথা শেষ না হতেই বলে উঠলেন আন্টি। 'ম্যাডাম বাড়ি নেই। জরুরী একটা ট্রায়াল আছে ওঁর কাল, ওয়াশিংটন গেছেন। সোমবারের আগে আর দেখা মিলবে না।'

বসে পড়লেন আঙ্কল। দিশেহারা। আঙুল মটকে চলেছেন সমানে।

'ক্যাথি কে?' জিজ্ঞেস করল থিও।

'মিস্টার ফগের স্ত্রী,' জানালেন আন্টি। 'জাজ মিস্টার ফগ। মহিলাকে সবাই ক্যাথি বলেই ডাকে। কম বয়েসী ছেলেমেয়ের কেস হ্যান্ড্‌ল করেন উনি।' স্বামীর দিকে চাইলেন আন্টি। 'তোমরা পাহাড়ে যাবে কাল?'

'হ্যাঁ, আমি তো তা-ই ভেবে রেখেছি। বলা যায় না, এতে করে ফিরে এলেও আসতে পারে ওর স্মৃতি।'

'আমাকে নেবে আব্বু? টিটু বলল। 'কাল স্কুল নেই, তা ছাড়া...'

'না,' সোজাসাপ্টা জবাব আঙ্কলের। 'আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি না। স্মৃতি ফিরে আসা দরকার থিওর, পাহাড়ে যাওয়াটা কেবল সেকারণেই। তুই কী করবি গিয়ে?'

'ভোরে উঠতে হবে,' মনে করিয়ে দিলেন আন্টি, 'রাত না জেগে শুয়ে পড়ো গে, যাও।'

কুয়াশা ঢাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠল থিও। ততক্ষণে মনশ্চক্ষে

BanglaBook.org

দেখতে পেয়েছে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে রিজের দিকে।

আঙ্কল আর ও বেরিয়ে পড়ল, যাচ্ছে পুবের উপত্যকাটির দিকে। এবার বাঘা আছে ওদের সঙ্গে। আঙ্কল অবাক হয়ে লক্ষ করলেন—হরিণ দেখতে পেয়েও বাঘা নির্বিকার।

ওরা যখন গুহায় পৌঁছুল, টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন। কেয়ার করল না ওরা। হামা দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে পাথরে হাতুড়ি চালাতে লাগলেন আঙ্কল। আর থিও স্মৃতি রোমন্থনের চেষ্টা চালাল বাইরে বসে, সফল ওকে হতেই হবে।

কাজ থামিয়ে আঙ্কল হঠাৎ বললেন, 'এক কাজ করো, থিও—চিন্তা করা বাদ দাও। নির্বিকার বসে থাকো। দেখবে, কাজে দেবে।'

তা-ই করল থিও। কিন্তু এতেও সেই একই সমস্যা। মনে হচ্ছে, মনের বিশাল এক কালো পর্দার ওপাশে তোলপাড় করে চলেছে সব স্মৃতি।...ওগুলোকে সচেতন মনের আওতায় পাবার আশায় ছুরি বার করল ও, গুহার এনট্রেন্সের কাছে পড়ে থাকা বাঁকা একটা শেকড়ে গা-ছাড়াভাবে চালাতে লাগল।

স্মৃতির আবছা ছায়াগুলোর আসল চেহারা ধরা দিতে চাইল না কিছুতেই। অথচ শেকড়টাই করে বসল সেই দুঃসাধ্য কাজ। আঙ্কল যখন ওটা দেখতে পেলেন, বৃষ্টি থেমে গেছে তাতক্ষণে। উনি দেখতে পেলেন, থিওর সামনের শেকড়টা চমৎকার ভাস্কর্য বনে গেছে। মাথাভরা চুল আবক্ষ ভাস্কর্যটির, ওপর দিকে দেবে আছে অদ্ভুত একটা ক্যাপ, একহাত এমনভাবে চিবুকে ঠেস দিয়ে রাখা, যেন রাজ্যের চিন্তায় মগ্ন।

জিনিসটা দেখতে পেয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে আঙ্কলের।

BanglaBook.org

ওঁর বিস্ময় দেখে থিও-ও বিস্মিত হলো। 'কী ব্যাপার, আঙ্কল? এখানকার লোকেরা পারে না এসব বানাতে?' জিজ্ঞেস করল।

'খুব কম। সার্জের মত জিনিয়াস ছাড়া এমন জিনিস বানানোর সাধ্যি এই স্টেটের দ্বিতীয় কারও নেই।...পাথরধসটার নিচে কী পেয়েছি, দেখো।'

খোদাই-স্মৃতির ক্যাপের মতন একটা ক্যাপ ওর সামনে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। মাথায় চাপাল ওটা থিও, সুন্দরভাবে বসে গেল।

'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল,' বললেন আঙ্কল। 'তুমি এখানেই পড়েছিলে। মারা যে পড়োনি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। ক্যাপটা আরও প্রমাণ করে, তোমার আন্টির আইডিয়া নির্ভুল। তোমার ক্যাপের ওপর পাথরের ওই চাঁইটি পড়েছে বিশেষ কোন শক্তির ধাক্কায়। ওটা এমন কোন পাথর নয়, আপনা থেকে ফেটে যাবে। ফাটল ধরা কেবল তখনই সম্ভব, যখন কোন শক্তিশালী রশ্মি আঘাত হানবে। কিন্তু এখানে তেমন কোন যন্ত্রপাতি বা স্টেশনারি জিনিস আসবে কী করে? হাতে সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে কেবল একটাই—সেই দরজা! ওপাশটা যে কিভাবে কাজ করে ওটার!'

আঙ্কলের ধারণা নির্ভুল, থিও নিশ্চিত। হঠাৎ কঠিন একটা প্রশ্ন উঁকি দিল ওর মনে। অন্য কোথাও, অন্য কোন গ্রহে ওরও কি বাবা-মা আছে তাহলে? তাদের সঙ্গে কি আর কোনদিন দেখা হবে ওর? কথাটা তুলতে গিয়েও তুলল না ও, আঙ্কলের কাছে দুর্বল প্রতিপন্ন হতে চায় না।

আঙ্কল বললেন, 'চলো ফিরি। বিভা অবাক হয়ে যাবে তোমার ক্যাপ আর ভাস্কর্য দেখে।'

বাড়ি ফিরে ওঁর দীঘল কালো চোখ জোড়ায় ঝড়ের তাণ্ডব

BanglaBook.org

দেখতে পেল ওরা।

'শুরু হয়ে গেছে,' হড়বড় করে বলে উঠলেন আন্টি। 'সারা দিনে শ'খানেক ফোন এসেছে। সবার এক কথা—আমরা নাকি কোথাকার কোন বুনো ছোঁড়াকে লুকিয়ে রেখেছি; তার মুখ দিয়ে নাকি আগুন বেরোয়, একশো ফিট ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায় সে, আর ধরে ধরে কাঁচা র‍্যাটল স্নেক খায়। চারদিকে পুরোদস্তুর হৈচৈ পড়ে গেছে। বেনের গলা টিপে ধরে তার ভেতর এখন চেজের কল্লাটা গুঁজে দিতে পারলে আমার ভাল লাগত।'

দম নেবার জন্যে থামলেন আন্টি। 'এখানেই শেষ নয়। ঘণ্টা খানেক আগে এক রিপোর্টারও এসেছিল। পরিষ্কার বলে দিয়েছি, যা শুনেছে সব গাঁজা, ছেলেটা আমাদের গেস্ট। গোঁয়ারগোবিন্দ তিলমাত্র বিশ্বাস করেনি আমাকে। বলে গেছে আবার আসবে, থিওর ছবি তার চাই-ই চাই। একবার যখন মাঠে নেমেছে, দেখো জান বেরিয়ে যাবে ব্যাটাকে ঝাড়তে।'

রাগান্বিত আন্টি কাঁপা হাতে একটা মোড়ানো কাগজ খুলতে লাগলেন।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন আঙ্কল।

'সমন! জুভেনিল কোর্টের। সোমবার সকাল দশটায় হাজিরা।'

গুঙিয়ে উঠলেন আঙ্কল। 'চেজ নির্ঘাত জেনে গেছে ফিলবি ওয়াইল্ডের কোন ছেলেপুলে নেই। ব্যাটা দেখি রোবটের মত কাজ করে! এরই মধ্যে সেই ওয়াশিংটনের মেরিন পার্সোনেল অফিস থেকে খবর বার করে আনল!' মাথা নাড়লেন তিনি। 'থিওকে সবার চোখের আড়াল করে বসে বসে ওর স্মৃতি ফেরার দোয়া করা ছাড়া এখন আমাদের আর করার কিছুই নেই, বিভা।'

BanglaBook.org

'আজ কোন উন্নতি হলো, থিও?' জানতে চাইলেন আন্টি।

'অল্প।' বললেন আঙ্কল। ন্যাপস্যাক থেকে নয়া জিনিস দুটো বার করলেন। খুলে বললেন ওদুটোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 'দরজার আইডিয়াটা তোমার নির্ভুল, বিভা। কয়েকটা ব্যাপার এখন দিনের মত পরিষ্কার।' একটু দম নিয়ে বললেন, 'টিটু-টিনা কই?'

'জঙলার দিকে পাঠিয়েছি স্ট্রবেরি কুড়িয়ে আনতে। এখন দূরে দূরে থাকাই ভাল ওদের। ওই রিপোর্টার উঠানে টিনাকে ধরে কী যেন জানতে চাইছিল তখন।'

'শোনো, ওই গুহার কথা টিটু-টিনা, এমনকি মিস ক্যাথিকেও জানানো যাবে না। জানালে খবরটা একপলকে ছড়িয়ে পড়বে পুরো স্টেটে। কাতারে কাতারে লোক ছুটবে ওদিকে। ভেঙে-চুরে বিনাশ করে ফেলবে গুহা, বলা যায় না টুকরোগুলোকে বাজারেও ওঠাতে পারে স্যুভেনির হিসেবে। জায়গাটাকে সবার নজরের আড়ালে রাখতে হবে। বুঝতেই পারছ—ওটাই থিওর মুক্তির একমাত্র পথ।'

'কিন্তু ওটা যে কিভাবে...'

'কাজ করে, তা-ই তো? এই প্রশ্নের জবাব আছে থিওর মেমোরিতে। মনে করো ওটা একটা চৌকাঠ। চৌকাঠ পেরিয়েই তো আমরা বাইরে থেকে ঘরে ঢুকি, তাই না? আমার কম্পাসটা গুহার মুখে বিক্ষিপ্ত রীডিং দিচ্ছিল, মনে হয় কোন চৌম্বকশক্তি কাজ করছে ওখানে। আমাদের আগে ওখানটায় আর কারও পা পড়েছে বলে মনে হলো না।'

দম নিলেন আঙ্কল। 'দরজাটা আপাতত থিওর জন্যে জরুরী হলেও বহু আগে থেকেই আছে ওটা ওখানে। কিন্তু কেন, এমন

BanglaBook.org

একটি আন্তঃগ্রহ দরজার কী দরকার?'

থিও বলল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন মাথায় এল কেন, আঙ্কল?'

'আমরা যতটা ভাবছি, তোমাদের গ্রহ যদি ততটা অগ্রবর্তী হয়েই থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর মানুষের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই তাদের,' হাসলেন আঙ্কল। 'সুতরাং বলা যায় দরজাটা সেকারণে বানায়নি তারা। বন্যপ্রাণীর প্রতি মানুষের অবহেলা সীমাহীন, নির্বিচারে প্রাণিহত্যা চলছে চারদিকে, এভাবে চলতে থাকলে আর বেশিদিন লাগবে না বনগুলো উজাড় হতে। একারণেই হয়তো পৃথিবীর বন্যপ্রাণীর নমুনা সংগ্রহের জন্যে নির্মিত হয়েছে ওই দরজা।'

'দেখো, বিভা, গুহার মুখে বসে বানিয়েছে থিও।' ভাস্কর্যটা দেখিয়ে বললেন আঙ্কল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা দেখলেন আন্টি। মিনিট খানেক কোন কথা বললেন না। কিন্তু থিও ঠিকই টের পেয়ে গেল তাঁর বিস্ময়, অবিশ্বাস আর আচমকা মনে জাগা প্রশ্নটার কথা।

'ওটা দেখতে আমার মত ভাবছেন?' বিস্মিত দেখাল থিওকে। 'আমার তো ধারণা, আমার বাবার মত।'

'হতে পারে। আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয় তোমার বাবা দরজাটা ঠিক করার চেষ্টা করছেন, যাতে তোমাকে আবার ফিরে পান।'

আঙুল মটকে চলেছেন আঙ্কল। 'অবশ্যই দুর্ঘটনাক্রমে এখানে এসে পড়েছে ও···এবং আমি শিওর ঘটনার সময় দরজার ওপাশ থেকে থিওকে দেখতে পেয়েছে ওরা। গুহাটা এখনও আগের মতই আছে, তারমানে এখনও মেরামত হয়নি দরজা।'

BanglaBook.org

আন্টি বললেন, 'থিও, তুমি তোমাদের ভাষায় লিখতে পারো?'

'না বোধ হয়। চেষ্টা করে দেখিনি।'

'এখন করো। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। দরজার ওপাশে যদি অপেক্ষায় থাকে কেউ, তোমার অবস্থান জানতে হবে না তাদের?'

'ওরা যদি আমার মতই হয়ে থাকে তাহলে ডাকছে না কেন আমাকে?...আমি নিশ্চিত, সে ডাক শুনতে পাব...যত দূর থেকেই ডাকুক না কেন।'

কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ল থিও। খুঁজতে লাগল ভাবনার লিখনযোগ্য চিহ্ন। হিজিবিজি কাটতে লাগল কাগজে, বহুক্ষণ চেষ্টা করেও লিখতে পারল না অর্থপূর্ণ কিছু।

'কিচ্ছু মনে আসছে না...' বলল ও।

'কিন্তু ভাষাটা তো তুমি জানো।' বললেন আন্টি। 'সেই গানটা মনে করো তো, ওই যে, সেদিন যেটা গাইলে।'

'ওটা মনে আছে। কিন্তু লেখা বেরোচ্ছে না। সব ভুলে গেছি। আচ্ছা, আপনাদের ভাষা শিখতে শুরু করলে মনে পড়বে না আমারটা? বাংলা কঠিন, তবে টিটু আমাকে ইংরেজি অ্যালফাবেট দেখিয়েছে, ছাব্বিশটা লেটারই আমি এখন লিখতে পারি। আপনি যদি খালি শব্দ তৈরি করার কায়দাটা শিখিয়ে দেন...'

শেখানোর কাজটা নির্বিঘ্নে হলো না। ফোনের পর ফোন আর সেই রিপোর্টারের জ্বালায়।

আঙ্কল যখন লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলেন, থিও তখন বেডরুমে লুকিয়ে। লোকটা যেতেই চাচ্ছিল না, একেবারে কাঁঠালের আঠার মত লেগে ছিল।

'মিস্টার রেমান,' গোঁয়ারের মত বলে সে, 'আপনি নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

একটা ফ্রী পাবলিসিটি হেলায় হারাতে চাইবেন না। ওরকম একটা পাবলিসিটি হলে আপনার পাথরের দোকানে কাস্টোমার ভেঙে পড়বে...'

'জানি,' বললেন আঙ্কল। 'ফ্রী পাবলিসিটির লোভ নেই আমার। মিসেস রহমান ছেলেটার ব্যাপারে যা জানানোর জানিয়েছেন। চারপাশের কানপচানো যেসব গুজব শুনে আমাদের ওপর হামলে পড়েছেন, পত্রিকায় ওসব ছাপানোর আগে দু'বার ভেবে নেবেন, কেমন?'

'বেশ, রাখব আপনার কথা। এবার আমার একটা কথা রাখুন। ছেলেটার ছবি নিতে দিন। আমি বিশ্বাস করি, চারপাশে যেসব কানকথা চলছে সেসব সত্যি নয়। কথা দিচ্ছি, ব্যাপারটাকে সেভাবেই সাজাব। রিপোর্টটা না করলেই নয়, মিস্টার রেমান। লোকজন এব্যাপারে জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। বস্তুনিষ্ঠ একটা রিপোর্ট পেলে পাবলিকও ঠাণ্ডা হবে, আপনার ব্যবসাও ফুলে-ফেঁপে উঠবে রাতারাতি। বাধ সাধবেন না, প্লীজ।'

'সরি,' বললেন আঙ্কল, দরজা দেখিয়ে দিলেন তাকে। 'নো পিকচার্স প্লীজ।'

'ও. কে। সোমবার আসুক, ছবির অভাব হবে না।'

'মানে?'

'টীনেজ অপরাধী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে ছেলেটাকে। সেব্যাপারে অবশ্যি মাথাব্যথা নেই আমাদের। ওর ভেতর অস্বাভাবিক কিছু ব্যাপার আছে, আমরা মূলত তাতেই আগ্রহী। যত চেষ্টাই করুন না কেন, নিউজ থামাতে পারবেন না, মিস্টার রেমান। ছেলেটা অবশ্যই নিউজ হবার মত কাণ্ড করেছে। যাকগে, সোমবার

BanglaBook.org

আসুক, তুলে নেব ছবি। বাই।'

নয়

সোমবার আসতে এখনও পাঁচদিন। একেকটা করে দিন যাচ্ছে, আর আতঙ্কে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে থিও। রাতদিন ফোন আসছে, যেন বাড়িটা ব্যস্ত কোন পত্রিকা অফিস। বাড়ি-লাগোয়া সড়ক দিয়ে বরাবরের চে' অনেক বেশি গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করছে, খুব ধীরে এবং গড়পড়তার চাইতে অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে। তার ওপর অগুনতি পড়শী আর রিপোর্টারের যন্ত্রণা তো আছেই। বাড়ির ভেতর পড়ে পড়ে এসব জ্বালাতন সইছে ওরা।

সোমবার এল শেষমেষ। শহরের কোর্ট-হাউজে নিয়ে চললেন ওকে আঙ্কল-আন্টি। রিপোর্টারদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে রিয়ার এনট্রেন্সের দিকে এগোলেন আঙ্কল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ওত পেতে থাকা এক রিপোর্টার দেখে ফেলল ওদের। একসঙ্গে ঝলসে উঠল দু'দুটো ফ্ল্যাশলাইট। মুহূর্তে ওদের ঘিরে ধরল শহরের অতি আগ্রহী একদঙ্গল লোক। সর্বশক্তিতে ওদের ঠেলেঠুলে থিও আর স্ত্রীকে নিয়ে হলের দিকে চললেন আঙ্কল। ভাগ্য ভাল, একজন পুলিস ছিল ওখানে পাহারায়।

'ওদিকে, মিস্টার রেমান,' একটা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলল

BanglaBook.org

সে। '...এই যে, পাবলিক ভাই, কেটে পড়ুন। আজকের শুনানিটা প্রাইভেট। যান, যান, হারি আপ।'

'মিস্টার রেমান,' চেঁচিয়ে উঠল এক লোক, 'ওই ছেলেটা কি আসলেই একশো ফিট ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়?'

বন্ধ হয়ে গেল ওদের পেছনের দরজা। মিলিয়ে গেল গোলমেলে কোলাহল। সময়মতই আসা গেছে, বুঝলেন আঙ্কল। বাদবাকিরাও পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে। ডেস্কের সামনে, নতুন বার্নিশ করা সেমি-সার্কেল চেয়ারে বসে আছে সবাই। লোকজন খুব বেশি নেই, তবু অতিরিক্ত ঠেকছে আঙ্কলের কাছে। আন্টি আর আঙ্কলের মাঝখানে বসার সময় থিও টের পেল, রুমের সব ক'টা চোখ ওর ওপর স্থির।

বার্ডি আর তার ছেলেরা বসেছে ওর বাঁয়ে। বার্ডির ঠোঁটে ক্রূর হাসি, জিম-টিমের চেহারায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা। বেন আর সাবা বসেছে ওদের পেছনে। হেডলি চেজ হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে কোনার দিকে বসে থাকা বর্গাকার চেহারার এক কুমড়োপটাশ মহিলার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে। মহিলার পাশে বসে আরেক লোক, একটা চশমা পরে আছে তার লম্বা নাকের ওপর। লোকটাকে অদ্ভুতরকম নিরুত্তাপ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ দেখাচ্ছে।

অস্বস্তি নিয়ে বর্গাকার চেহারার মহিলার দিকে চাইল থিও। মহিলা ওর দিকে এমনভাবে চাইছে, যেন সাংঘাতিক অপ্রিয় একটা জিনিস ও। আন্টি ফিসফিসিয়ে উঠলেন, চেনি মিসেস ডিক। ওয়েলফেয়ারের চার্জে আছেন। ওঁর পাশের ভদ্রলোকের নাম মিস্টার কনরাড, প্রোবেশন অফিসার।

ডেস্কের উল্টোপাশের একটা দরজা খুলে গেল, রুমময় মৃদু

BanglaBook.org

গুঞ্জন উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মিস ক্যাথি ঢুকলেন ভেতরে। ছোটখাট, ছাইরঙা এবং সময়নিষ্ঠা মহিলা ক্যাথি। ওঁর ভেতর নেগেটিভ কোন এলিমেন্ট তো নেই-ই, উপরন্তু শান্ত এবং ভাবুক চোখ দুটোতে একধরনের বন্ধুবাৎসল্য লক্ষ করল থিও।

চেয়ারে বসতে বসতে আঙ্কল আন্টির দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। 'রক শপে যাব ভাবছিলাম, সময় হয়ে উঠল না।' নিচু গলায় বললেন ওঁদের উদ্দেশে।

ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছেন আঙ্কল। 'মিস ক্যাথি,' ডেস্কে একটা মোড়ানো কাগজ রাখতে রাখতে বললেন তিনি, 'ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, হলো না। এখানে পুরো ঘটনার খসড়া আছে, আপনার সুবিধে হবে ভেবে লিখে এনেছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার রেমান।' রোল খুলে কাগজটা ডেস্কের ওপর সমান করে রাখলেন ক্যাথি। 'মিস্টার বেন, আপনি এখানে?'

নার্ভাসভাবে উঁচু কাঁধে চিবুক ঘষল বেন। 'আমি আর সাবা সাক্ষী, মিস ক্যাথি। চুরি যাবার সময় ডক্টরের বাড়ির চার্জে আমরাই ছিলাম। আমরা ওই ছেলেটাকে...'

'ব্যস, ব্যস!' ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন যেন মিস ক্যাথি। 'এখানে কোনরকম আবেগের প্রশ্রয় নেই মিস্টার বেন। আপনি যদি সত্যিই কিছু বলতে এসে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সেসব হওয়া চাই বস্তুনিষ্ঠ। আর মনে রাখবেন, বাইরে বেরিয়ে এখানকার কোন কথা কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না।'

হেডলি চেজের দিকে ঘুরলেন ক্যাথি। 'মাত্র ঘণ্টা তিনেক হলো শহরে পৌঁছেছি, এরই মধ্যে রাজ্যের উদ্ভট কথা কানে এসেছে

BanglaBook.org

আমার। জুভেনিলের এই জাতীয় কেসে জনসাধারণের অংশগ্রহেণের কোন প্রয়োজন নেই। ছেলেমেয়েরা যখন সমস্যায় পড়ে, তাদের দরকার হয় সাহায্য-সহযোগিতা, গুজব কিংবা প্রচারণা নয়। শহরময় অদ্ভুত সব কথাবার্তা চলছে, আর কোর্টরুম গিজগিজ করছে কৌতূহলী লোকজনে। এটা জুভেনিল কোর্টের পক্ষে শুধু খ্যাতিনাশীই নয়, দস্তুরমত বিরক্তিকর।'

অমাবস্যা নেমে এল ডেপুটির চেহারায়। তবু শান্ত গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত, মিস ক্যাথি। আসলে কেসটা আমার হাতে আসার আগেই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। তা ছাড়া অদ্ভুত পোশাক গায়ে কোন ছেলেকে যদি কেউ কোথাও ট্রেসপাস করতে দেখে···তারপর যদি একটা চুরির খবর পাওয়া যায়···'

'সময় নষ্ট করবেন না, মিস্টার চেজ,' বাধ সাধলেন ক্যাথি। 'ডক্টরের বাড়ির জানালা ভাঙা, ভেতরে এক বা একাধিক ছেলেমেয়ের ট্রেসপাস, চুরি···এহেন একটা সাধারণ কেস ইনভেস্টিগেশনের অর্ডার করা হয়েছিল আপনাকে। এসবের বাইরে আমি কোন কথা শুনতে চাই না। বলুন কী কী জেনেছেন।'

শুরু করল চেজ। একে একে বলে গেল ডক্টরের বাড়ির ভাঙা জানালা, ভেতরে ছোট ছোট পায়ের ছাপ, হারানো জিনিসপত্র এবং সেসবের চড়া দামের কথা। সেইসঙ্গে জুড়ে দিল অদ্ভুত পোশাক পরনে ছেলেটির সম্পর্কে শিকারী বেনের বক্তব্য। একটুখানি থেমে ডেপুটি আবার বলতে লাগল, 'শনিবারে মিস্টার বেন যেখানটায় ছেলেটাকে ধরেন সেখান থেকে ডক্টরের বাড়ি মাত্র তিনশো গজ। সোমবার সকালের আগেই চুরির ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ দোষ বর্তায় রহস্যময় ছেলেটির ঘাড়ে।

BanglaBook.org

মিস্টার এবং মিসেস বেনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মতে আপনাকে ছেলেটার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স দিচ্ছি। এরপর আরও কিছু ব্যাপার আপনার সামনে তুলে ধরব, যে-বের কোন সুরাহা করতে পারিনি আমি এখনও…'

'আপাতত তার কোন প্রয়োজন নেই।' বললেন মিস ক্যাথি। 'চুরিতেই বক্তব্য সীমিত রাখুন।'

শ্রাগ করল ডেপুটি। 'ইয়েস ম্যাডাম। যুক্তিগত দিক থেকে এই ছেলেটিই এখন একমাত্র সন্দেহভাজন। মিস্টার বেনের এলাকার সব ক'টা ছেলেমেয়ের খোঁজ খবর নিয়েছি। কিন্তু বাধ্য হয়েই মিস্টার রেমানের বাড়ি-লাগোয়া উপত্যকার ছেলেমেয়েদের সন্দেহ করতে হলো। কারণ, আপনি জানেন কি না জানি না, ডক্টর এবং মিস্টার রেমানের বাড়ির মাঝামাঝি একটা গ্যাপ আছে, সেখান থেকে তিনটে উপত্যকার যেকোনটিতে যাওয়া যায়।'

'জানি।' বললেন ক্যাথি। 'আমি এখানে চৌষট্টি বছর ধরে আছি। প্রসীড।'

'মিস্টার রেমানের ওদিকে সন্দেহভাজন ছেলে দেখা গেছে মাত্র একটি। এ-ই সে, রেমানদের সঙ্গে থাকে এখন। হ্যাঁ, মিস্টার বার্ডির ছেলেদের খোঁজও নিয়েছি। সাক্ষীদের বক্তব্য মোতাবেক, শনি এবং রোববারে ওরা বাবা-মার সঙ্গে বাইরে ছিল, আর চুরিটা হয় ঠিক সে-সময়ই। আমি আরও জেনেছি…'

'মাপ করবেন, চেজ,' বললেন আঙ্কল। 'একটা কথা কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি। মঙ্গলবার আমি আপনাকে একটা তথ্য দিয়েছিলাম, মিস্টার বার্ডি আমাদের রক শপে এসে বলেছিলেন, তাঁর ছেলেরা কোন এক জংলী ছোঁড়াকে খুঁজতে রোববার সমস্ত

BanglaBook.org

বিকেল বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।'

'অসম্ভব, আমি কক্ষনো বলিনি ওকথা।' গাঁক গাঁক করে উঠল বার্ডি। 'আমরা ব্লু লেকে ছিলাম। তা ছাড়া…'

'শান্ত হোন, আপনারা শান্ত হোন।' চট করে বিশৃঙ্খলা সামলে নিলেন ক্যাথি। 'মিস্টার চেজ, ব্লু লেকে গিয়ে সাক্ষীদের নাম জেনেছেন?'

'জ্বী, ম্যাডাম। রোববার বিকেলে মিস্টার বার্ডি সপরিবারে ওঁর আত্মীয় কর্কির বাড়ি বেড়াতে যান।'

'আপনি জানেন, কর্কি, বার্ডি জোন্সের সৎ ভাই?'

থতমত খেয়ে গেল হেডলি চেজ। 'না, ম্যাডাম।'

'এলাকার লোকজনের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভালভাবে জানতে সময় লাগে। আপনি তো এখানে আছেন মোটে পাঁচ মাস। হ্যাঁ, বলুন শুনি আপনার গল্প।'

'জ্বী। মিস্টার রেমানের ছেলে টিটুর ব্যাপারেও খবর নিয়েছি। বাদ থাকল শুধু ওঁর গেস্টটি। উনি ওকে সিডনী ওয়াইল্ড ডাকেন। সিডনীর ব্যাপারে ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। চাপাচাপি করায় জানান, সম্প্রতি আফ্রিকায় নিহত নেভির লোক ফিলবি ওয়াইল্ডের ছেলে সিডনী। আরও বলেন, মেরিন চ্যানেলে নাকি ওঁর কাছে পাঠানো হয় ছেলেটাকে। এটা শনিবার সকালের কথা। ওঁর বিশ্বাস—চুরির সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই সিডনীর। এদিকে মঙ্গলবারে ওকে দেখতে পেয়ে বেন মারফি জানান—খেতে তিনি ওকেই পাকড়াও করেছিলেন। রেমানরা ওকে বাহ্যিকভাবে পাল্টে দেবার চেষ্টা চালান। চুল ছেঁটে, পোশাক পাল্টে আর পাঁচটা ছেলের মত বানিয়ে ফেলেন…'

BanglaBook.org

'কিন্তু মিচকে শয়তানটাকে মোটেও পাল্টাতে পারেনি ওরা।' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সাবা মারফি। 'নরকে গিয়েও আমি চিনতে পারব এই ছোঁড়াকে। ও কোন স্বাভাবিক ছেলে নয়।'

'শান্ত হোন, সাবা,' বললেন ক্যাথি। 'ভুলে যাবেন না আপনি কোথায় বসে আছেন।··· মিস্টার চেজ, মানছি সিডনী বিষয়ক কথাবার্তা বেশ মুখরোচক, কিন্তু আমাদের বোধ হয় স্রেফ চুরিটা নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত, তাই না? মিস্টার রেমানকে নিয়ে যেদিন বার্ডির ওখানে যান, সেদিন সন্ধেয়ই তো চুরি যাওয়া জিনিসগুলোর হদিস মেলে, না? এব্যাপারে কী জানেন, বলুন।'

'ম্যাডাম।' রুমের এককোনায় দাঁড়ানো টেবিলটি দেখিয়ে বলল ডেপুটি, ওটার ওপর সাজিয়ে রাখা দুটো বড়শি, একটা ট্যাকল বক্স আর একটা রাইফেল। 'এই সেই জিনিসপত্তর। আমরা যখন বার্ডির বাড়ির দিকে যাই, তখন নাকি পেসচার ধরে দুটো ছেলেকে কী সব বয়ে নিয়ে যেতে দেখেন মিস্টার রেমান। তার ধারণা, ওগুলো ডক্টরের খোয়া যাওয়া জিনিসপত্তর। তিনি পরে আরও ধারণা করেন, ছেলে দুটো জিম আর টিম, কারণ ওরা তখন বাড়িতে ছিল না।' ডেপুটি থামল।

'আচ্ছা।' বললেন মিস ক্যাথি।

'তখন অন্ধকার রাত,' বলল চেজ। 'চোখে কোন সমস্যা নেই আমার, কিন্তু মিস্টার রেমানের মতন কিছু দেখতে পাইনি আমি পেসচারে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে—মিস্টার রেমান আমাকে জোনাথনের বাগানে তল্লাশি চালানোর তাড়া দেন। তাঁর বিশ্বাস—জিম-টিম চোরাই জিনিসগুলো ওখানেই লুকিয়ে রাখতে গেছে। আমি সিডনী আর ওকে নিয়ে তল্লাশি চালাতে বেরোলাম

BanglaBook.org

পেসচারে গিয়ে দেখা পেলাম জিম-টিমের, ফিরে আসছিল ওরা।··· এই ব্যাপারটা এখনও ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমার, মিস্টার রেমান নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে পান না! বাগানের ঝোপঝাড় ভাল করে খুঁজে দেখলাম আমি, কিন্তু কিছুই পেলাম না।'

আবার থামল ডেপুটি। থিওর দিকে চাইল এক পলক।

'বলে যান,' তাড়া লাগালেন মিস ক্যাথি। 'জিনিসগুলো শেষমেষ কোথায় পাওয়া গেল?'

'মিস্টার রেমান এবং এই ছেলে ওগুলো দেখিয়ে দেয় আমাকে। মাত্র পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় কাজটা সারে ওরা। একটা সিডারের ঝোপে লুকোনো ছিল ওগুলো, অথচ এমনকি দিনের আলোতেও ওগুলো অত সহজে কারও চোখে পড়ার কথা নয়। আগে থেকে জানা না থাকলে অমন ঘুরঘুট্টি আঁধারে ওগুলো খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।'

'ফিঙ্গার প্রিন্ট ছিল ওগুলোতে?'

'জ্বী, ম্যাডাম। জিম আর টিমের। মিস্টার বার্ডি বলেন, বিকেলে বাগানে খেলার সময় ওগুলো দেখতে পায় ওরা, গোলাঘরে নিয়ে আসে। জানতে পেরে ওগুলো আগের জায়গায় রেখে আসতে বলেন তিনি ওদের। মিস্টার বার্ডি জানান, ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ আমাদের জানাননি দোষী সাব্যস্ত হবার ভয়ে।'

ক্যাথি জিজ্ঞেস করলেন, 'জিনিসগুলোতে কোন ফিঙ্গার প্রিন্ট পেয়েছেন সিডনীর?'

'জ্বী না। জিম-টিমের নাড়াচাড়ায় মুছে গেছে।'

'কী করে বুঝলেন?'

কথা যোগাল না চেজের মুখে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল

BanglaBook.org

দুঁদে জাজের দিকে।

'ডক্টরের বাড়িতে পাওয়া গেছে ওর ফিঙ্গার প্রিন্ট?'

'না, ম্যাডাম। জিম-টিমের পেয়েছি। কিন্তু ওটা কোন ক্লু নয় কারণ, হামেশাই ওবাড়িতে যায় ওরা। ওদের দিয়ে প্রায়ই এটা-ওটা করিয়ে নেন ডক্টর।'

'অ। সিডনীর ব্যাপারে আর কী কী জেনেছেন?'

হাসল হেডলি চেজ। 'আমি মেরিনে খোঁজ নিয়েছি, ম্যাডাম। ফিলবি ওয়াইল্ড নামে মিস্টার রেমানের এক বন্ধু সত্যিই চাকরি করতেন নেভিতে। সম্প্রতি তিনি আফ্রিকায় নিহতও হয়েছেন।... কিন্তু ভদ্রলোক কোন ছেলেপুলে রেখে যাননি!'

'বুঝলাম। মিস্টার রেমান কিছু বলবেন?'

'মুখ খুললেন আঙ্কল,' মিস্টার চেজকে আমি মিথ্যে বলেছি—এটা ঠিক, কিন্তু তার বিশেষ কিছু কারণ ছিল। মিস ক্যাথি, সে সম্পর্কে আমার কাছ থেকে শোনার আগে আমার লেখাটা পড়ে দেখুন। তাহলে হয়তো বুঝতে সহজ...'

'এক মিনিট মিস ক্যাথি,' আঙ্কলের হাত চেপে ধরে বলল থিও, 'ওটা পড়ার আগে আমার দুটো কথা শুনে নিন।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'নিশ্চয়ই। তোমার কথাও শুনতে হবে আমাদের।'

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল থিও। কাজটা খুব সহজ নয়। হেডলি চেজের কথাবার্তার ফাঁক-ফোকর ধরিয়ে দেয়া আর আঙ্কলকে বিপদমুক্ত করার জন্যে কথাগুলো বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

'মিস ক্যাথি,' শুরু করল থিও। 'হপ্তা খানেক আগে মিস্টার রেমানের সঙ্গে যখন আমার দেখা, তখন থেকেই তিনি আমাকে

BanglaBook.org

বিপদ-আপদ থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। সেদিনকার আগে কী কী ঘটেছিল আমি তার কিচ্ছু জানি না, এক দুর্ঘটনায় পড়ে ভয়ানক আহত হই আমি। জ্ঞান ফেরার পর আমার কিছুই মনে আসছিল না, বুঝতেও পারছিলাম না কী ঘটেছে না ঘটেছে। ভয়ার্ত চোখে দেখি পাহাড়ে পড়ে আছি। একটা হরিণী আর তার ছানাকে অনুসরণ করে মিস্টার বেনের খেতে গিয়ে পড়ি। সাহায্যের আশায় তাকাই এদিক-ওদিক। মিস্টার বেন তখন হরিণীটাকে মারার চেষ্টা করছিলেন, আমি তাঁর নিশানা নষ্ট করে দেয়ায় পারলেন না, আর…'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল বেন। 'আমি কোন হরিণীকে মারার চেষ্টা করিনি।'

'বেন,' শীতল গলায় বললেন মিস ক্যাথি। 'চুপ করে থাকুন। নয়তো ফাইন হয়ে যেতে পারে। সিডনী, বলে যাও।'

'মিস্টার বেন আমাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু মিসেস মার্ফি আসার পর পর ছুটে পালাই আমি। সারা দিন হেঁটে চলি পাহাড় ধরে। সন্ধের দিকে যখন রাস্তায় নেমে আসি, আঙ্কলদের সঙ্গে দেখা হয় আমার।'

'সিডনী,' বললেন মিস ক্যাথি। 'উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে ডক্টরের বাড়ি দেখতে পেয়েছিলে তুমি? ঢুকেছিলে ভেতরে?'

'না, ম্যাডাম। তখন পর্যন্ত আমি দেখিইনি ওবাড়ি। তা ছাড়া আমি তখন কারও সাহায্যের জন্যে উৎসুক হয়ে ছিলাম।' মুচকি হাসল থিও। 'বড়শি, ট্যাকল বক্স আর রাইফেলের কাছ থেকে সাহায্য আশা করার মত বোকা অন্তত আমি নই। আর বলতে কী,

BanglaBook.org

আমি তখন জানতামই না ওসব কী কাজে লাগে। আমার তখন স্রেফ একটা ছড়ির দরকার ছিল।'

একটু থামল ও। ঠিক করছে এরপর কী বলবে। কোনার দিকের মিস্টার কনরাডের ওপর নজর পড়ল ওর। মাথা নেড়ে, ঠোঁট উল্টে তিনি মিসেস ডিককে বলছেন, 'আমাদের যুগে কিছু ভূতুড়ে ছেলে-ছোকরার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু এ যে দেখি ওদেরও ছাড়িয়ে গেছে!'

'মিস্টার কনরাড,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ক্যাথি, 'মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।··· সিডনী, তুমি বলছিলে রাইফেল, বড়শি—এসব কী কাজে লাগে জানতে না। এটা বিশ্বাস করার মত কথা?'

'না। কিন্তু এটাই সত্যি। আপনি জানেন···'

'তোমার বয়েস কত?' হঠাৎ জানতে চাইলেন ক্যাথি।

'সরি, ম্যাডাম্। জানি না।'

এক মুহূর্ত ওর দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইলেন ক্যাথি। বিভ্রান্ত। বললেন, 'ও. কে, কী বলছিলে বলো।'

'ম্যাডাম, শুধু ওই চুরির ব্যাপারটা ছাড়া সব ব্যাপারেই বলতে পারি। মিস্টার বার্ডির ওখানে পৌঁছনোর আগপর্যন্ত আমি জানতাম না ওগুলো কোথায়, জানলাম ওখানে গিয়েই।'

ভুরু ওপরে উঠে গেল মিস ক্যাথির। 'কী বললে?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। বলছি, কিভাবে। আপনি কি একটা সংখ্যা ভাববেন কাইন্ডলি, বিরাট কোন সংখ্যা?'

'···হ্যাঁ, ভাবলাম। কেন?'

'আপনার ভাবা সংখ্যাটি হলো সাত মিলিয়ন আটশো বিয়াল্লিশ হাজার দুশো চুয়াত্তর!'

BanglaBook.org

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন মিস ক্যাথি, অনড় বসে রইলেন ওর দিকে চেয়ে। সারা রুমে থমথমে নীরবতা।

থিও বলে চলেছে, 'উচ্চারণ বোধ হয় ভুল হচ্ছে আমার। ইংরেজি শিখেছি বেশিদিন হয়নি। ক'দিন ধরে লোকজন জ্বালিয়ে মারছে আন্টিকে, ইংরেজি শেখাটা সেজন্যেই এগোচ্ছে না। আচ্ছা, সংখ্যাটা ঠিকমত ধরতে পেরেছি তো?'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। ঠোঁট জোড়া দৃঢ়ভাবে লেগে আছে পরস্পরের সঙ্গে।

'ম্যাডাম, আরেকটা সংখ্যা ভাববেন, কিংবা অন্যকিছু?'

'দরকার নেই।' বললেন তিনি, অনেকটা ফিসফিসিয়ে। 'আমি নিশ্চিত তুমি অন্যের মনের কথা পড়তে পারো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম কিন্তু এই মুহূর্তে রুমে আর সবাই আমার ওপর ভয়ানক চটে আছে। পারছে না শুধু চেঁচিয়ে উঠতে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।...যাক গে, এবার বুঝতে পারছেন তো মিস্টার বার্ডির ওখানে গিয়ে কিভাবে জিনিসগুলোর হদিস পেলাম?'

'আমি বিশ্বাস করি না!' মরিয়া হয়ে উঠল হেডলি চেজ। 'ও একটা মিথ্যুক, আস্ত মিথ্যুক!'

'প্লীজ, মিস্টার চেজ,' ক্যাথি মুখ খোলার আগেই বলে উঠল থিও। 'গলার জোরে কথা বলবেন না। আমি মাইন্ড রীডার, আপনার বিশ্বাস না হলে মনে মনে একটা সংখ্যা ভাবুন।...ভাববেন না? তাহলে একটা ঘটনা বলি? অনেক বছর আগের কথা। আপনি তখন আর্মিতে। একদিন এক ট্রাক ড্রাইভারকে বাধ্য করলেন বিশেষ একটা জায়গার দিকে গাড়ি চালাতে। গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করল। আপনি...' হাসল থিও। 'বলতে হবে বাকিটা?'

BanglaBook.org

চোয়াল ঝুলে পড়েছে ডেপুটির, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। 'না।' বলল ত্রস্ত কণ্ঠে। 'অনেক শুনেছি আমি।' বার্ডি জোন্সের দিকে চাইল। 'কী, এখন কী বলবেন মিস্টার বার্ডি? তাহলে কি ধরে নেব ইচ্ছে করেই আপনি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন?'

'না, না!' মিলিয়ে গেছে বার্ডির কুটিল হাসি। থরথরিয়ে কাঁপছে দু'হাত। 'আমার ছেলেরা কখনও এমন...'

'এই লোক পাগল নাকি!' গলা চড়িয়ে বলে উঠল চেজ। 'আরে, এই ছেলেটাকে এখনও চিনতে পারলেন না? আমাদের সবার মনের খবর জানে ও। ওর কাছ থেকে কোন কথাই গোপন রাখতে পারবেন না, কেউ না।'

হঠাৎ চিল্লিয়ে উঠল সাবা, 'আমি আগেই বলেছিলাম ছেলেটা অস্বাভাবিক। চলো বেন, দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার এখানে।' উঠে দাঁড়িয়েছিল মারফি দম্পতি। দু'জনের চেহারায় তীব্র আতঙ্ক, যেন ভূতে পেয়েছে।

রুমের ভেতর পুরোদস্তুর হৈচৈ বেধে গেছে। ড্রয়ার থেকে একটা গ্যাভল বার করলেন ক্যাথি, কষে ঘা লাগালেন ডেস্কে।

'বসুন সবাই।' নির্দেশ দিলেন তিনি। 'কুল ডাউন।'

গোলমাল থিতিয়ে আসতে ক্যাথি বললেন, 'মিস্টার বার্ডি, আমি আপনাকে বহুদিন ধরে চিনি। অনেক কিছু জানিও আপনার ব্যাপারে, সেসব এখানে ফাঁস করে দিয়ে বিব্রত করতে চাই না আপনাকে। সাফ সাফ বলুন তো কী কী জানেন। চুরিটা কি আপনার ছেলেরাই করেছে?'

মাথা নিচু হয়ে গেল বার্ডির। 'জ্বী, ম্যাডাম।' অবশেষে স্বীকার করল সে।

BanglaBook.org

'জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল ওরা?'

'প্রথমে গোলাঘরে রেখেছিল। পরে আমি ভাবলাম, ওখানে রাখাটা নিরাপদ নয়। ওদের দিয়েই তাই সিডারের ঝোপে লুকিয়ে রেখে আসতে পাঠাই।'

'আপনি ভেবেছিলেন সব দোষ বর্তাবে তথাকথিত সেই অদ্ভুত ছেলের ওপর, না? কী সাংঘাতিক! জিনিসগুলোর দাম পাঁচশো ডলারের কম নয়। ছেলেদের নিয়ে বাড়ি গিয়ে বরং ভাবুন ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক। কাল আমার সময় হবে না, আমি চাই আপনারা আগামী বুধবার সকাল দশটায় আবার এখানে আসেন, দেখব আপনাদের জন্যে কী করা যায়। জিম-টিমকে প্রথমবারের মতন মাপ করে দেয়া হলেও আপনাকে বোধ হয় সাজার হাত থেকে বাঁচানো যাবে না, মিস্টার বার্ডি।'

ঘুরে বসলেন তিনি। মিসেস ডিক এবং মিস্টার কনরাডের দিকে চেয়ে বললেন, 'সাপোর্ট দিচ্ছেন তো?'

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার কনরাড। মিসেস ডিক কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, শেষে তিনিও মাথা ঝাঁকালেন।

ক্যাথি বললেন, 'ঠিক আছে, বার্ডি, আপনারা এখন আসতে পারেন। বেন, সাবা—আপনারাও। কিন্তু মনে রাখবেন, এখানকার একটা কথাও যেন বাইরে না যায়।'

ওরা বেরিয়ে যাবার পর মিসেস ডিকই প্রথম মুখ খুললেন।

'মিস ক্যাথি,' অনুমতি না নিয়েই শুরু করলেন তিনি, 'আমি জানি না ছেলেটার ব্যাপারে আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন। হতে পারে ও মাইন্ড রীডার, কিন্তু আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না ও অপরাধী নয়। কেমন টায়টায় কথা বলে দেখেছেন! তা ছাড়া ও যদি স্মৃতি হারিয়ে

BanglaBook.org

থাকে; বাড়ি কোথায় মনে করতে না পারে তাহলে তো ব্যাপারটা ওয়েলফেয়ার কেসের আওতায় পড়ে।'

আঙ্কলের দিকে শীতল দৃষ্টি হানলেন তিনি।

'মিস্টার রেমান, আমার মনে হয় আপনি একা একা অনেক দূর এগিয়ে গেছিলেন। ছেলেটার ব্যাপারে জানামাত্র পুলিসে খবর দেননি কেন?'

আঙ্কল বললেন, 'মিসেস ডিক, আমি ভেবেছিলাম, সিডনীর জন্যে আমি যা ভাবছি তা-ই ঠিক। আমার ধারণা, লেখাটা পড়লে ম্যাডাম্‌ও একমত হবেন আমার সঙ্গে।'

থিও ওর দিকে চেয়ে মিস ক্যাথিকে হাসতে দেখল হঠাৎ।

হেসে ফেলল ও-ও। 'পড়ুন, ম্যাডাম, এবার ওটা সহজ ঠেকবে আপনার কাছে।' বলল সে।

দশ

ব্যাগ থেকে এক জোড়া কাচ বার করলেন ক্যাথি, মুছে নিয়ে পরলেন। মোড়ানো কাগজটা খুললেন অতঃপর। জবানবন্দীটা ছোট ছোট, পরিচ্ছন্ন হরফে লেখা। তথ্যগুলো আঙ্কল এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন অফিশিয়াল রিপোর্ট। পড়তে পড়তে হাঁ হয়ে গেলেন ক্যাথি, আলতোভাবে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন

BanglaBook.org

তিনি। অদ্ভুত কথাগুলো বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক ঠেকছে না ওঁর কাছে। থিও সম্পর্কে ইতোমধ্যেই ধারণা পেয়ে গেছেন তিনি।

থিও সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেছেন আঙ্কল—ওর ভাষা শেখার কায়দা, পশু পাখির সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা, অদ্ভুতুড়ে পোশাক-আশাক, কিছু কিছু ব্যাপারে নিখাদ অজ্ঞতা, কিছু জিনিস্‌কে চেনা চেনা ঠেকা···সব। লিস্টিটা বেশ লম্বা। থিওর ছুরি আর খাপের পাথর দুটোর উচ্চমূল্যের কথাও বাদ দেননি। গুহার ব্যাপারটা ছাড়া আদ্যোপান্ত সব লিখেছেন।

আঙ্কল লেখাটার শিরোনাম দিয়েছেন—

গোপনীয়—জাজ ক্যাথেরিন আরউইনের প্রতি।

শেষের দিকে লিখেছেন—যাবতীয় সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি, যে সিডনী অজ্ঞাত কোন দুর্ঘটনায় পড়ে ওর গ্রহ থেকে আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ে। ও নিজেও এব্যাপারে নিশ্চিত। ওর টুকরো কিছু স্মৃতি এর সবচে' বড় প্রমাণ। শুধু তা-ই নয়, এসব টুকরো স্মৃতি থেকে ওর এখানে আসা এবং এখান থেকে ফিরে যাবার সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। আমরা এখন এ নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের সামনে সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে, অনভিপ্রেত প্রচারণা। এটা রুখতে না পারলে ওর স্মৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না ওকে ওর আপন জগতে পাঠানো। কিছু কিছু সরকারী এজেন্সিকে নিয়ে আমরা চিন্তিত, ওরা যদি সিডনীর ব্যাপারে জেনে যায়, নির্ঘাত ওকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে আটকে ফেলবে। কাজটা হবে সম্পূর্ণ অমানবিক। আমরা আপনার সদয় সহযোগিতা কামনা করি।

মুখলেসুর রহমান ভুঁইয়া।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার লেখাটা পড়লেন ক্যাথি। হেডলি চেজ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে ঘন ঘন পা বদলাচ্ছে। ক্যাথির পাশে বসা মিস্টার কনরাড নিঃশব্দে আঙুল বাজিয়ে চলেছেন টেবিলে। মিসেস ডিক মনে হচ্ছে ফুলে ফুলে ফুটবল হচ্ছেন। থিও থট রীডিং ছাড়াই বুঝতে পারছে, তীব্র অপমানে জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মিসেস ডিক হঠাৎ বললেন, 'মিস ক্যাথি, সিডনীর ধরন-ধারণ ওয়েলফেয়ার কেসের আওতায় পড়ে। ওর ব্যাপারে আমার আরও জানা দরকার।'

ওঁকে পাত্তা দিলেন না ক্যাথি। কিছু বলার আগে যত্নসহকারে কাগজটা মুড়ে নিয়ে হ্যান্ডব্যাগে ভরলেন, কাচ দুটোও। ভাবিত চোখে আঙ্কলের দিকে চাইলেন তিনি, অতঃপর থিওর দু'চোখে স্থির হলো তাঁর চাউনি। এক চিলতে হাসি উপহার দিল ওঁকে থিও।... ততক্ষণে জেনে গেছে, আরেক ষড়যন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছে ওর বিপক্ষে!

'মিস্টার রেমান,' বিড়বিড় করে বললেন ক্যাথি, 'আমার সৌভাগ্য, আপনাকে বহুদিন ধরে চিনি। মেরিনে আপনি অনেক ইনটেলিজেন্স ওয়র্ক করেছেন, তাই না?'

'জ্বী। কেন?'

মিসেস ডিকের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'সিডনী ওয়েলফেয়ার কেসের আওতায় পড়ে না,' ধীর গলায় বললেন।

'আমার মাথায় ধরছে না—আপনি কী করে একথা বলেন!' বিনীত বিরোধিতা করলেন মিসেস ডিক। 'সিডনী হারিয়ে গেছে। ও এমনকি নিজেকেই চেনে না।'

'এখন চেনে। এমনকি ওর ঠিকানাও জানে।'

BanglaBook.org

মিসেস ডিকও হাল ছাড়ার পাত্রী নন। 'মিস ক্যাথি, এমন একটা ছেলেকে আগলে রাখার কী অধিকার আছে রেমানদের?'

'সিডনী ওঁদের গেস্ট,' স্পষ্ট জবাব দিলেন ক্যাথি। 'ওর ব্যাপারে এর চাইতে বেশি কিছু জানার দরকার দেখি না আমাদের।'

'বেশ। ছেলেটার বাবা-মা নেই, আপনি চান এ অবস্থায় আমরা ওকে রেমানদের হেফাজতে রাখার সাপোর্ট দিই, তাই তো? ভাল কথা। কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা দরকার। ওর একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট নিলে হয় না?'

'মিসেস ডিক,' ক্যাথি থামিয়ে দিলেন ওঁকে। 'গায়ে পড়ে কারও উপকার করার দরকারটা কী বলুন তো? ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ির কি কোন দরকার আছে? সিডনী, রেমানদের স্রেফ একজন গেস্ট, যদ্দিন ইচ্ছে ও থাকতে পারে ওঁদের সঙ্গে।...ওর দুর্ভাগ্য, পাবলিক ব্যাপারটা জেনে গেছে, অথচ পুরো ব্যাপারটাই এখন গোপনীয়তার দাবিদার।'

শেষের কথাগুলো তিনি এমনভাবে বললেন যেন, এটা স্টেটের ইন্টারনাল কোন সমস্যা। অবশ্যি এতে কাজ দিল বেশ। চেজ আর মিস্টার কনরাড অক্ষম রোষ নিয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইল পিট পিট করে। আর মিসেস ডিক চুপসে গেলেন ফুটো বেলুনের মতন।

'মনে রাখবেন,' চালিয়ে গেলেন ক্যাথি। 'এখানে যেসব আলাপ-আলোচনা হলো, ঘুণাক্ষরেও তা যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে, এমনকি মিস্টার রেমান্স যে ইনটেলিজেন্স ওয়র্ক করতেন তাও না। আর একান্তই যদি মুখ খুলতে হয়, ব্যাখ্যায় যাবেন না, শুধু বলবেন—ওটা একটা ভুল ছিল, বড় ধরনের ভুল।'

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'মিস্টার রেমান, যত শীঘ্রি সম্ভব আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। মিস্টার চেজ, আপনি ওঁদের পৌঁছে দিয়ে আসুন, খেয়াল রাখবেন কেউ যেন উত্ত্যক্ত করতে না পারে।'

ঘটনা এখানেই খতম মনে হলেও, সবে আসলে শুরু। বারবার সবাইকে নিশ্চুপ থাকতে বলেছেন ক্যাথি, যদিও জানেন—কেউ আদেশ মানবে না তাঁর।

কারও মুখ বন্ধ রাখার সবচে' বড় প্রতিবন্ধকতা হলো টাকা—কোর্টরুম থেকে থিওরা বেরোনোর সময় ভাবছিলেন ক্যাথি।

আঙ্কল আন্টিকে থিও বলল, 'কোর্টরুমে যা ঘটল সেজন্যে আমি দুঃখিত। কী করব বলুন, সমস্যাটা মেটানোর এরচে' ভাল কোন পথ দেখছিলাম না।'

'কী যে বলো!' বললেন আঙ্কল। 'যা ঘটেছে মন্দ কী?'

আন্টি বললেন, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে চেজের, বাদবাকিরাও পেয়ে গেছে অষুধ। কাগজটা পড়ানোর আগে ক্যাথিকে তৈরি করিয়ে নেয়ায় কাজ হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে পেরেছেন তিনি। মহিলার তুলনাই হয় না। আরও আগে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'গতস্য শোচনা নাস্তি,' পণ্ডিতের মতন বললেন আঙ্কল। 'আমরা কি জানতাম ব্যাপারটা এদ্দূর গড়াবে? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, অনেকেই জেনে গেছে থিও আসলেই মাইন্ড রীডার।'

'পত্রিকাগুলো এখন আদাজল খেয়ে নামবে…' চিন্তিত দেখাল আন্টিকে।

'ঠিক বলেছেন। থামাতে পারবেন না ওদের। প্রথম যে

BanglaBook.org

রিপোর্টারটি এখানে এসেছিল টাকার লোভ দেখিয়ে বেনের পেট থেকে সব খবর ঝেড়ে নেবে সে। বার্ডিও চুপ থাকার বান্দা নয়, যদিও জানে—সামনে ওর রোজ কেয়ামত।'

বাড়ি পৌঁছে গেছে ওরা। বাঘার মৃদু গর্জন কানে আসছে। ট্রাক থেকে নামল থিও, চপল পায়ে এগোল দেয়ালের দিকে। তারপর হঠাৎই মাঝপথে থেমে গেল, কিচেনের দরজা খুলে গেছে সশব্দে, টিটু-টিনা ত্রস্ত পায়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

কিছু একটা হয়েছে বোধ হয়। টিনাকে ভীত দেখাচ্ছে, আর টিটু রেগে কাঁই।

'আব্বু, দেখো! একটু আগে কে যেন ছুঁড়ে মারল পোর্চে!' একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজ বাপের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল ও। 'একটা পাথরে বাঁধা ছিল।'

ভীষণ আগ্রহ নিয়ে কাগজটা দেখল থিও, কিন্তু কিছু বুঝল না। আঙ্কল মেলে ধরলেন ওটা সবার সামনে। ক্যাপিটাল লেটারে লেখা মেসেজটা সংক্ষিপ্ত:

সাবধান! ছোঁড়াটাকে ঝেড়ে ফেলো, জলদি।

খাবি খেলেন আন্টি। আঙ্কল রাগে ফুঁসছেন। 'আঙ্কল,' রহমান সাহেবের আগেই মুখ খুলল থিও, 'আমি এখানে থাকলে আপনাদের বিপদ হবে—আমি বরং পাহাড়ের ওই গুহায় চলে যাই। দিব্যি ক্যাম্প করে থাকতে পারব বাঘার সঙ্গে।'

'না।' ধমকে উঠলেন আঙ্কল। 'এটা তোমার নিজের বাড়ি। কতগুলো ইডিয়টের হুমকিতে তোমাকে সরিয়ে ফেললে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না।... টিটু, এটা কে ছুঁড়েছে দেখেছিস?'

'না, আব্বু। টিনা আর আমি বাগানে খেলছিলাম। বাঘার ডাক

BanglaBook.org

শুনে ফিরতেই দেখি পাথরটা এসে পড়ল পোর্চে। ভেতরে ঢোকেনি কেউ। কিন্তু একটু পরই সামনের মোড় থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে যাবার শব্দ আসে। পথে কারও সাথে ক্রস করেছ তোমরা?'

'না। নির্ঘাত পশ্চিমের বাঁক দিয়ে পালিয়েছে। আমি শিওর—কাজটা হয় বেন, নয়তো বার্ডির। আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওদের।' হাসলেন আঙ্কল ঠোঁট বাঁকিয়ে। 'কোর্টে ঢোকার সময় ওরা কল্পনাও করতে পারেনি দাবার ছক এভাবে পাল্টে যাবে, ভেবেছিল থিওর সাজা ঠেকাতে পারবে না কেউ, হা!'

আন্টি এখনও চিন্তিত। 'হেসো না, হেসো না। ওই নির্বোধ-গুলো বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে।'

'ওরা যদি দ্বিতীয়বার হুমকি দেয়,' বললেন আঙ্কল, 'আমি কিরে কাটছি—বুঝিয়ে দেব বাঙালী কী চিজ।'

'আব্বু,' বলল টিনা। 'থিও কোর্টেও মাইন্ড রীডিং করেছে?'

'হ্যাঁ। আর সেকারণেই তো বেকুবগুলো এত ভড়কে গেছে।'

টিনা হাসল। 'ওরা আরও ভড়কে যাবে, যদি জানতে পারে—থিও মঙ্গল গ্রহ কিংবা তেমনি কোথাও থেকে এসেছে, তাই না?'

'টিনা!' বিস্মিত বিভা। 'এসব কী বলিস?'

টিটু বোনের উদ্দেশে বলল, 'একবার বলেছি না ওটা মঙ্গল গ্রহ নয়। ওখানে মানুষ থাকে কী করে, বাতাস আছে? থিওর গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতন, কী বলো থিও?'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল ও, 'কিন্তু এখনও ঠিক...'

বাপের কঠিন চাউনি লক্ষ করে টিটু বলল, 'আব্বু, খামোকা আমাদের কাছ থেকে এসব লুকোচ্ছ। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার মত

BanglaBook.org

বিস্তর সময় টিনা আর আমার। যেখানে মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই, থিও সেখানে ওর গ্রহে ফিরে যেতে পারবে না কেন? ছেলে হিসেবে ও স্মার্ট!'

'ঠিক আছে, মানলাম তোরা অনেক কিছু জানিস, এবার একটু চুপ করবি? কালকের সব ক'টা পত্রিকা উপচে পড়বে থিওর খবরে। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবার আগেই ওর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে হবে, বুঝতে পারছিস কত বড় সমস্যায় আছি?'

গুহাটার কথা ভাবছে থিও। ব্যগ্র হয়ে আছে ওখানে যাবার জন্যে। কিন্তু আজ আর হবে না, ফিরতে ফিরতে সন্ধে নেমে যাবে। কাল সকাল পর্যন্ত করতেই হবে অপেক্ষা।

প্রতিবার গুহায় গিয়ে একটা করে খোদাই মূর্তি বানিয়েছে ও। আবারও যদি কিছু করা সম্ভব হয়, তাহলে হয়তো···। এপর্যন্ত তিনটে মূর্তি বানিয়েছে থিও। দ্বিতীয় মূর্তিটির বয়েস প্রথমটির চাইতেও বেশি দেখাচ্ছে। আর তৃতীয় খোদাইটি হয়েছে একজন মহিলার। আন্টির বিশ্বাস—ওটা ওর মা-র মূর্তি। থিওর ধারণাও তাই। মূর্তিটি খুব সুন্দর হয়েছে, অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়—খুব জ্ঞানী মানুষ। আশ্চর্য ব্যাপার, মূর্তিটি বানাতে যেখানে ওর মাথা কোন কাজই করল না, সেখানে আঙুলগুলো কিভাবে করল? অবশ্যি টের পেয়েছে, আবছা স্মৃতির ছায়া সাহায্য করেছিল ওকে কাজ করার সময়। শিগগিরই হয়তো ফিরে আসবে ওর সব স্মৃতি, একরকম নিশ্চিত ও।

অঝোর ধারায় বর্ষণ শুরু হলো পরদিন ভোরে। হতাশা নেমে এল থিওর চেহারায়। আঙ্কল বললেন, 'ঘণ্টা খানেক লাগবে গুহায় পৌঁছোতে। রেডি হয়ে নাও, বৃষ্টি কমলেই বেরিয়ে পড়ব।'

BanglaBook.org

সবে ভোর হয়েছে। নাস্তা করতে বসেছে সবাই। বিপ বিপ শব্দে ফোন বেজে উঠল হঠাৎ।

থিও ধরল। মিস ক্যাথির কল।

'সিডনী,' বললেন তিনি। 'এখনও সকালের কাগজ দেখোনি, না?'

'না, ম্যাডাম। আঙ্কলরা কাগজ রাখেন না।'

'দুটো কাগজ দেখলাম একটু আগে। আরও দু'একটা যোগাড় করার চেষ্টায় আছি। আমার মনে হয় ছোটখাট একটা আলাপে বসা দরকার আমাদের। বিভাকে বলো, আজ দুপুরে আমি তোমাদের সঙ্গে খাচ্ছি।'

বৃষ্টি সত্ত্বেও সকালটা ব্যস্ত হয়ে উঠল ভুঁইয়া প্যালেসে। এক দঙ্গল রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার এসেছে দুটো কারে করে। চরম অনীহা নিয়ে পোর্চে ওদের সঙ্গে আলাপ করলেন আঙ্কল।

বাড়ি থেকে বেরোতে রাজি হলেও ওরা এলাকা ছাড়তে নারাজ। দূর-দূরান্ত থেকে ফোন আসতে লাগল এরপর। একটি পাবলিশিং সিন্ডিকেট সিডনী ওয়াইল্ডের আদ্যোপান্তের এক্সক্লুসিভ রাইট চাইল। একটা নাইট ক্লাব ভড়কে দেবার মতন অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ওকে মাইন্ড রীডার হিসেবে কাজে লাগাতে চাইল।

যথাসময়ে ভুঁইয়াদের গলিতে এসে পড়লেন ক্যাথি। তীর্থের কাকের মতন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলেন আঙ্কল।

ক্যাথি বললেন, 'আগেভাগেই এসে পড়লাম। ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেছে চারদিকে। এই দেখুন।'

টেবিলে আটলান্টাসহ আরও দুটো জার্নাল মেলে ধরলেন তিনি। দুটো কাগজে, কোর্ট হাউজে ওত পেতে তোলা ওদের ছবি

BanglaBook.org

ছাপানো হয়েছে। সেগুলোর নিচে ফাঁদা হয়েছে মুখরোচক গল্প। হেডিংগুলো লক্ষ করার মত: পাহাড়ে আবিষ্কৃত মাইন্ড রীডার; সেই ছেলেটি মনের কথা পড়তে জানে; চুরির দায় থেকে মুক্তি···ইত্যাদি ইত্যাদি। আরেক পত্রিকা কোন ছবি ছাড়াই দুই কলামের একটা প্রতিবেদন ছেপেছে, শিরোনাম—কে এই সিডনী ওয়াইল্ড? প্রতিটি প্রতিবেদনই সাজানো হয়েছে রসিয়ে রসিয়ে এবং হাজারো প্রশ্ন দিয়ে।

আন্টি বললেন, 'আশ্চর্য! এরা···'

'এজন্যেই ভয় পাচ্ছিলাম আমি,' ওঁর কথা শেষ না হতেই বললেন ক্যাথি। 'সবে তো শুরু।' টিটু-টিনার দিকে চাইলেন উনি। 'ওরা কতটুকু জানে এব্যাপারে?'

'সব।' বললেন আঙ্কল। 'আমরা না বললেও ওরা বুঝে নিয়েছে।'

'অনুমান করে যদি এইটুকুন বাচ্চারা বুঝতে পারে, তাহলে ওই লোকগুলোর কথা ভাবুন একবার। সিডনী, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না দু'চার জন মানুষের কাছে এখন তোমার কী মূল্য!'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন ওরা আমাকে···অপহরণ···হ্যাঁ, শব্দটা অপহরণ···করতে পারে?'

'হ্যাঁ। আবার না-ও পারে। তাই বলে গা ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না, সবচে' খারাপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার প্ল্যান হাতে রাখতে হবে আমাদের। এই পৃথিবীতে অনেক স্মার্ট লোক আছে, সিডনী, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার সাংঘাতিক বিপজ্জনক। কাল কোর্টে একটা কথা বলেছিলে তুমি, অতটা গুরুত্ব দিইনি তখন কিন্তু এখন দস্তুরমত আঁতকে আঁতকে উঠছি ভেবে। উৎকোচ

BanglaBook.org

পেয়ে কথাটা উগরে ফেলেছে কেউ একজন। সব ক'টা কাগজ ছেপেছে, দেখো—রুমের লোকগুলোর চিন্তা-ভাবনা এত উঁচু স্কেলের যে, প্রায় চিৎকারের মত লাগছে।'

'হায় খোদা!' বিস্মিত আঙ্কল। 'এটা তো আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। সরকারী কিছু এজেন্সি আছে··· ওর ক্ষমতার কথা ওরা জেনে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছেন।' বললেন মিস ক্যাথি। 'আজ সকালে ওয়াশিংটন থেকে আমার ভাই ফোন করেছিল।'

'আপনার ভাই? ওয়র ডিপার্টমেন্টের উনি?'

'হ্যাঁ। তখন সবে বিছানা ছেড়েছে ও। উঠে দেখে ওর কাগজপত্রের ভেতর একটা পেপার কাটিং। পড়ে সিডনীর কথা জানতে পারে, জানতে পারে কেসটা আমার কোর্টেই মিটমাট হয়েছে। ভীষণ কৌতূহল দেখাল ও এব্যাপারে। জানাল অচিরেই আসছে এদিকে।' একটু থেমে ক্যাথি জানতে চাইলেন, 'কর্নেল ভয়েড গ্রুবারকে চেনেন?'

'কর্নেল নয়, মেজর ভয়েড গ্রুবার নামে একজনকে চিনতাম। বহুদিন আগে ওর সঙ্গে একটা ডীল হয়েছিল আমার। লোকটা ছিল হ্যাংলা-পাতলা। আমার ভাগ্য, সে আমাদের বিপক্ষের হয়ে কাজ করেনি।'

'ও-ই এখন কর্নেল।' বললেন ক্যাথি। 'কল্পনাতীত ক্ষমতা ওর হাতে। একজন কর্নেলের তুলনায় ক্ষমতাটা বেশিই বলতে হয়। মিস্টার রেমান, আমার মনে হয় সিডনীকে শিগগির লুকিয়ে ফেলা উচিত। নিরাপত্তার খাতিরে ওকে এই পাহাড়ী এলাকা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিন, যেখানে কেউ চিনতে পারবে না ওকে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমি তা করতে পারি না ম্যাডাম,' থিও বলল। 'আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'কেন?'

আঙ্কল বললেন, 'এখান থেকে সরে গেলে সিডনী আর কোনদিন ওর নিজ গ্রহে ফিরে যেতে পারবে না। আর সেখানে ফিরে যেতে হলে আগে ওকে স্মৃতি ফিরে পেতে হবে। সেটা একমাত্র এখানে থেকেই সম্ভব। ওই গ্রহে সিডনীর আত্মীয়-স্বজন ওর অপেক্ষায় আছে, আমি শিওর।'

'ভালয় ভালয় নিজের গ্রহে ফিরে যেতে পারলেই তুমি বাঁচতে,' বললেন ক্যাথি। 'আমি ভেবেছিলাম তোমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে। তোমাকে নিয়ে অন্তত একশোবারের চেষ্টায় দাঁড় করানো রেমানের লেখাটা খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছি আমি। বুঝতে পেরেছি, কী নিষ্কলুষ তোমাদের গ্রহ। সেই তুলনায় আমাদের পৃথিবী তো নরক। এখানকার লোকেরা তোমার বিপদটাকে মোটেও গায়ে লাগাবে না। তারা কেবল ভাববে তোমার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে কিভাবে নিজের স্বার্থে লাগানো যায়। ভাববে কিভাবে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তুমি কোন পক্ষ নেবে সেটা বড় কথা নয়—তোমাকে তারা ব্যবহার করতে চাইবে।...পৃথিবী এভাবেই চলে ইয়াং ম্যান, চাইলেও এসবের কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না।'

ক্যাথি হঠাৎ বললেন, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আইনগত দিক থেকে আসলে ওকে দেখাশোনা করার কোন অধিকার নেই আপনাদের। আমি যদি ওকে অস্থায়ীভাবে কাস্টডিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করি, তাহলে এজেন্সিদের উপদ্রব থেকে বাঁচা যাবে।'

BanglaBook.org

থেমে গেলেন তিনি। সামনের জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেন।

'হায় হায়! রাস্তায় তো গাড়ির বাজার জমে গেছে। বদমাশগুলো পেয়েছেটা কী, অ্যাঁ? মিস্টার রেমান, এখানে একজন গার্ড না রাখলেই নয়।'

'দেখুন, কাল কে যেন পোর্চে ছুঁড়ে ফেলে গেছে।' দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজটা ওঁর হাতে তুলে দিল টিটু।

পড়তে পড়তে চেহারা কঠিন হয়ে এল ক্যাথির। 'কী ভয়ঙ্কর! কী ভয়ঙ্কর!'

'কী করবে ওরা?' বললেন আঙ্কল। 'আমি নিশ্চিত, কাজটা হয় বেন, নয়তো তার কোন চেলার। ওরা এখন ভয়ে তটস্থ। অবশ্যি...' একটু থামলেন তিনি, আঙুল মটকাতে শুরু করেছেন। 'কিছু লোক অন্য ধান্ধায় আছে। ওকে ব্যবহার...'

'হ্যাঁ,' বললেন ক্যাথি। 'সেজন্যেই ওরা বিপজ্জনক। মিস্টার রেমান, আমি এখন যাই। গিয়েই একজন ডেপুটি পাঠিয়ে দেব, বিকেলটা পাহারা দেবে। রাতের জন্যে আরেক জনকে পাঠানোর চেষ্টা করব, আসবে কি না কথা দিতে পারছি না। জানেনই তো কী ধরনের লোক শেরিফ। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে গেলেও, চোখের সামনে কাঠ পুড়তে না দেখলে বিশ্বাস করে না লোকটা।...আর হ্যাঁ, পত্রিকাগুলোকেও একটু করে কড়কে দেব, ও.কে?'

বিকেলে জোয়ান এক ডেপুটি এল পাহারায়। লেনের এককোণে গাড়ি পার্ক করল সে। একে একে অনাহূত সব ক'টা গাড়িকে সরিয়ে দিল ভুঁইয়া প্যালেসের আশপাশ থেকে। কিন্তু রাস্তা থেকে টি.ভির একটা গাড়িকে সরাতে পারল না কিছুতেই। উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মে ক্যামেরা দাঁড় করিয়ে ভুঁইয়া প্যালেসের ছবি নিচ্ছে

BanglaBook.org

ওরা, টুকটাক কোন দৃশ্য ছাড়ছে না।

সন্ধেয় ডেপুটি চলে যাবার পর তার জায়গায় কেউ এল না আর। সে চলে যাবার দশ মিনিটের মাথায় কারা যেন পাথর মোড়ানো আরেকটা কাগজ বাড়ির সামনের জানালা দিয়ে ভেতরে পাঠাল। ওতে একইভাবে সংক্ষিপ্ত ভাষায় হুমকি দেয়া হয়েছে

ছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলো—আমরা ব্যবসায়ী।

'উফ্! এসবের শেষ যে কোথায়!' ভাঙা জানালায় একটা কাঠ বসাতে বসাতে বললেন রাগান্বিত আঙ্কল।

এগারো

পরের দিনটা শুরু হলো বিচ্ছিরিভাবে। গুহায় যাবে ঠিক করেছিল ওরা; কিন্তু সকালে গোলাঘরে গিয়ে আঙ্কল দেখেন দুধের গাভীটা নেই, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। রাতে পেসচারের দিকে গিয়েছিল বোধ হয়, এখন টিকিটিও নেই আশপাশে। রাস্তা-লাগোয়া পেসচারের গেট হাট করে খোলা।

সন্দেহ নেই, গাভীটা চুরি গেছে। কাজটা যে-ই করে থাক না কেন, আঙ্কলদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষের বশেই করেছে। ওটাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, বুঝে গেছেন আঙ্কল। বাড়ির বাইরে গিজগিজ করছে অজস্র অত্যুৎসাহী দর্শক। কালকের ডেপুটিটি

BanglaBook.org

আজও এসেছে। নতুন একদল রিপোর্টারকে উঠান থেকে বিদেয় করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারী।

আন্টির জন্যে শহর থেকে একটা কাগজ এনেছে ডেপুটি, একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে—গলিতে দাঁড়িয়ে ভুঁইয়া প্যালেস পাহারা দিচ্ছে সে। ক্যাপশনে লেখা—রহস্যময় ছেলেটির জন্যে পাহারাদার নিয়োজিত। অন্য এক কলামে অভিনব একটা প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে—মঙ্গল গ্রহের মাইন্ড রীডার?

অসন্তুষ্টভাবে হেড লাইনগুলো একনজর দেখলেন আঙ্কল। অতঃপর তখনও অক্ষত জানালা দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে চাইলেন চলন্ত গাড়িগুলোর দিকে। ওঁর দিকে চেয়ে আছে থিও, ভীষণ কষ্টে পাথর হয়ে গেছে। ও কি জানত এখানে থেকে গেলে এত ঝামেলা হবে? আঙ্কলের কঠিন, অনমনীয় মুখের দিকে চেয়ে ও ভেবে পেল না কিভাবে এসবের প্রতিদান দেবে, সেই সুযোগ কি আসবে কোনদিন?

ডেপুটির বাধা অগ্রাহ্য করে লম্বা, কালো একটা কার নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়ল এক আর্মি শোফার। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ইউনিফর্মধারী দু'জন অফিসার।

'ভয়েড গ্রুবার!' চমকে উঠলেন আঙ্কল। 'ব্যাটা নির্ঘাত থিওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।'

জানালার কোনা দিয়ে উঁকি দিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় থিও। লম্বা, রোগাটে লোক ভয়েড গ্রুবার। পাত্তাই দিল না গার্ডকে। 'অফিশিয়াল বিজনেস।' ডেপুটির দিকে ঘাড় না ঘুরিয়েই কাঠখোট্টা গলায় বলল। বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে, ভাবখানা—সমগ্র পৃথিবীটা তার বাবার তালুক!

BanglaBook.org

গ্রুবারের সঙ্গে পোর্চে মিলিত হলেন আঙ্কল।

প্রথমটায় লোকটাকে বেশ খোশমেজাজী মনে হলো। আঙ্কলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, পরিচয় করিয়ে দিল সঙ্গীটির সঙ্গে। লোকটির নাম ফিলিপ চেকাম, প্রাক্তন মেরিন অফিসার, আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে তার। কিন্তু এসবই আসলে খুচরো আলাপ; ভেতরে ভেতরে কর্নেল ভীষণ বেজার হয়ে আছে রহমান ভুঁইয়ার মতন লোকের সঙ্গে চুক্তি করতে হচ্ছে বলে।

'আমার ডিপার্টমেন্ট,' শেষমেষ আসল কথা পেড়েই ফেলল কর্নেল। 'সিডনী ওয়াইল্ডের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। আলাপ করিয়ে দেবেন না ওর সঙ্গে?'

'না।' জানিয়ে দিলেন আঙ্কল। 'আমি দুঃখিত।'

'আপনি তো আচ্ছা আতিথ্যবিমুখ মানুষ, ক্যাপ্টেন।'

'কী আর করা।'

'আপনি কিন্তু বুদ্ধিমানের পরিচয় দিচ্ছেন না। আমি জানি সিডনী স্মৃতিভ্রষ্ট। ওয়াশিংটনে আমাদের অনেক ভাল ডাক্তার আছে। আমরা ওকে সাহায্য করতে চাই...'

'অন্য কিছু বলুন, কর্নেল,' কঠিন হয়ে এল আঙ্কলের গলা। 'আমি জানি আপনি ওকে কেন চান। আপনাকে সে সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়।'

হঠাৎ করেই শীতল হয়ে এল গ্রুবারের গলা। 'সেটা আমরা দেখব। আপনি কি ওর গার্জেন?'

'হ্যাঁ।' বললেন আঙ্কল। পয়েন্টটা গুরুতর। ভাল করেই জানেন, ক্যাথি এত জলদি কাগজ-পত্তর রেডি করতে পারেননি।

'ঠিক বললেন না বোধ হয়,' বলল কর্নেল, 'এখানে আসার

BanglaBook.org

আগে মিসেস ডিকের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওঁর মতে, জাজ ক্যাথি সিডনী ওয়াইল্ড কেসে তাঁর ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। পুরো ব্যাপারটাই কেমন ধোঁয়াটে। অবশ্যি অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে আমাদের লোক। সিডনী ওয়াইল্ড সম্বন্ধে সবচে' বড় তথ্য হলো : কেউ জানে না ওর বাড়ি কোথায়, এবং ওর বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ ধোপে টেকেনি। বিষয়টার সুরাহা করতে একমাত্র সরকারই অগ্রাধিকার রাখে।'

একটু থামল গ্রুবার। আন্টি পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন থিওর। টিটু-টিনা জড়সড় হয়ে বসে আছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন টিটু—পাজি লোকটার কী অধিকার আছে থিওকে নিয়ে যাবার?

'ক্যাপ্টেন রেমান,' বলল গ্রুবার। 'মেনে নিন আমাদের প্রস্তাব। সিডনী ওয়াইল্ড আমাদের জন্যে হবে এক স্বর্গীয় কলকাঠি। কথা দিচ্ছি, বিনিময়ে ও ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, যত্ন-আত্তি···সব, সব পাবে। ও চাইলে আপনারাও যেতে পারবেন সঙ্গে।'

'আমি লোভী নই, কর্নেল।' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন আঙ্কল। 'আপনারা খামোকা সময় নষ্ট করছেন।···গুড বাই।'

'এত জলদি নয়।' বরফশীতল গলায় বলল কর্নেল। 'আপনি যদি গোঁয়ার্তুমি না ছাড়েন, ছেলেটাকে এখনই আপনার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাব, সম্পূর্ণ বৈধভাবে।'

'চেষ্টা করেই দেখুন না,' বললেন আঙ্কল। 'আমার প্রতিটি ডলার দিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে লড়ব। সিডনীর পার্সোনাল রাইট বলতেও তো একটা ব্যাপার আছে, সেটা কিন্তু মোটেও ফেলনা নয়। সবচে' বড় কথা, আমি কসম করছি—রক্ত দিয়ে হলেও আগলে রাখব ওকে।'

BanglaBook.org

'জীবন নিয়ে জুয়া খেলা ঠিক নয়, ক্যাপ্টেন। শুনুন, ছেলেটাকে চোখের আড়াল করবেন না। জানেন তো, ওর ব্যাপারে আরও অনেকেই আগ্রহী। আপনি একসময় ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করেছেন, বুঝিয়ে বলার দরকার দেখি না কেমন লোক ওরা। সাবধান, ছেলেটার কিছু হলে আপনার বাঁচোয়া নেই।'

বুটের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল, সঙ্গীটির পিছে পিছে গিয়ে কারে উঠল।

অনেকক্ষণ রা ফুটল না কারও মুখে। একসময় টিটু বলল, 'আব্বু, এখন কী হবে?'

'আমার তো মাথা ঘুরছে, শিবলী, এখন?' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন আন্টি।

'আপাতত ক্যাথিকে ফোন করি।' বললেন আঙ্কল।

দুপুর গড়িয়েছে ততক্ষণে। পাওয়া গেল ক্যাথিকে। আঙ্কল ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় ভাবতে চেষ্টা করল থিও। এই জগতের সবকিছুই অবিশ্বাস্য রকম জটিল। এদের আইন, অর্থ, ঘৃণা, ক্ষমতার লড়াই, সবকিছুই বড় বেশি প্রকট। আঙ্কলদের বাঁচানোর কেবল একটাই পথ দেখতে পাচ্ছে ও।

ফোন রেখে দিলেন আঙ্কল। মাথা ঝাঁকালেন। 'ক্যাথি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিছু একটা করার। কিন্তু প্রচারণা আর গুবারের উপস্থিতি চিন্তিত করে তুলেছে ওঁকে। ওদিকে আবার মিসেস ডিকও ঝামেলা পাকাচ্ছেন। তার ওপর যদি সরকারী হস্তক্ষেপ হয়...'

'এ হতে পারে না, শিবলী,' প্রায় কেঁদে ফেললেন আন্টি। 'থিওকে নিয়ে যেতে পারে না ওরা।'

'পারে, পারে। এটা যদি থিওর নিজের জগৎ হত, কিংবা ক্যাথি

BanglaBook.org

আরেকটু সময় পেতেন ওকে আমাদের ছেলে বলে চালিয়ে দেবার, তাহলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু অত সময় আর নেই। গ্রুবার ওকে চায়, ঠিকমত আড়াল দিতে না পারলে ওকে ও ঠিকই নিয়ে যাবে।'

'আঙ্কল,' বলল থিও। 'অনেক ঝামেলা হয়েছে আমাকে নিয়ে। ভাল হবে, আমি বরং কর্নেলের সঙ্গেই যাই।'

'অসম্ভব। গ্রুবার যদি একবার তোমাকে বাগে পায়, আর কোনদিন বাড়ির মুখ দেখতে হবে না। পাহাড়ের ওই গুহায় যাব আমরা। কেউ খুঁজে পাবে না তোমাকে। তা ছাড়া ওখানে যাওয়াটাও এখন তোমার জন্যে জরুরী। বিভা, দু'তিনটে কম্বল ভরে দাও তো ন্যাপস্যাকে। আর থিও, তুমি তোমার নিজের কাপড়-চোপড় পরে নাও। ক্যাম্প করলে এসব পোশাকের চাইতে ওগুলোতেই কাজ দেবে ভাল।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। জিনিসপত্র নিয়ে আড়ে আড়ে পেরিয়ে এল বাগানের বেড়া। সঙ্গে বাঘা।

গোলাবাড়ির পেছন দিয়ে পেসচারের পাশ ঘেঁষে আধমাইল দূরের সড়কের কাছাকাছি চলে গেল ওরা। গুটিসুটি মেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। আশপাশে গাড়ি নেই, নিশ্চিত হয়ে রাস্তা পার হলো একফাঁকে। ওপাশে বনের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা ঢাল ধরে অপেক্ষাকৃত খোলামেলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে চলল দু'জনে।

মূল জায়গা থেকে খানিকটা দূরে থাকতেই বাঘার হুঁশিয়ারি পেয়ে থেমে গেল থিও। 'আঙ্কল,' ফিসফিসাল ও, 'কারা যেন ফলো করছে আমাদের।'

জমে গেলেন আঙ্কল। 'নির্ঘাত রিপোর্টার।'

BanglaBook.org

'না। বেন আর অচেনা কয়েক জন। মরলেও আমি ওদের সামনে পড়তে চাই না।'

সুপার পাওয়ার কাজে লাগাল থিও, কোথায় কী হচ্ছে জানার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল ওর, বিপদের গন্ধ পেয়েছে, বিশেষ করে আঙ্কলের। সিডনী ওয়াইল্ডকে পাবার জন্যে ওরা আঙ্কলকে এমনকি খুন করতে তৈরি। এই প্রথমবারের মতন থিও জানতে পেল ওকে দিয়ে কী সব ভয়ঙ্কর কাজ করানোর প্ল্যান এঁটেছে এরা।

শান্তভাবে ও আঙ্কলকে বলল, 'ফিল্ড গ্লাস দিয়ে বাড়ির ওপর নজর রাখছিল ওরা। বেরোনোর সময় দেখতে না পেলেও সড়ক পার হবার সময় একজন দেখে ফেলে আমাদের। বেন আন্দাজ করছে, আমরা খোলা জায়গাটার দিকে যাচ্ছি।'

'জোরে পা চালালে,' শান্ত ভাবে বললেন আঙ্কল, 'এড়ানো যাবে ওদের।'

'উঁহুঁ···ওরা থেমে গেছে। অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সংখ্যায় চার, না, মোট পাঁচ জন। বেন কথা বলছে ওদের সঙ্গে। বলছে, আমরা নাকি পালাতে পারব না। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ও এখন ব্লাডহাউন্ড আনতে, কুকুরটা একসময় আপনার ছিল। ওর সঙ্গীরা যদি আমাদের খুঁজে না পায়, তাহলে খোলা জায়গাটায় গিয়ে বেনের অপেক্ষা করবে। বেন ভাবছে···ভাবছে, যাদের সাহায্য করছে তারা সরকারী লোক।'

ক্রোধে চোয়ালের পেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল আঙ্কলের। 'বেন লোকটা এত্তবড় শয়তান! আমরা তো দেখি পৌঁছুতেই পারব না গুহায়। হাউন্ডটা ঠিকই খুঁজে বার করে ফেলবে আমাদের।'

BanglaBook.org

ফিরতি পথ ধরা ছাড়া এখন আর গত্যন্তর নেই। যত জলদি ফেরা যায় ততই ভাল।

ওরা যখন কিচেনে ঢুকল, সূর্যটা ততক্ষণে রিজের ওপাশে ঢলে পড়েছে। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে ফর্সা মুখ থেকে রক্ত সরে গেল আন্টির।

'তুমি বরং শেরিফকে ডাকো,' পরামর্শ দিলেন তিনি। 'ডেপুটি লোকটা চলে গেছে। রাতে আর আসবে না। থিওর নিরাপত্তা দরকার। ও এখন রীতিমত কিডন্যাপের মুখে।'

বেশ ক'বার ফোন করলেন আঙ্কল। অনর্থক। শেরিফ শহরে নেই। আর রাতে পাহারা দিতে আসতে রাজি হলো না কোন ডেপুটি।

'গ্রুবারের ঠিকানাটা জানা থাকলে হত,' বললেন আঙ্কল, 'কোম্পানি খানেক আর্মি পাঠিয়ে দিতে পারত আমাদের পাহারায়।'

দরজা লাগিয়ে দিলেন আঙ্কল, পায়চারি লাগালেন রুমের এমাথা-ওমাথা। একসময় বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি, একটু পরই ফিরে এলেন পকেটে রিভলভার ঢুকিয়ে। অস্ত্র ঘৃণা করেন আঙ্কল, কারণ একটা সময় ছিল এই জিনিস বড় বেশি ব্যবহার করতে হয়েছে তাঁকে।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল থিও। সন্ধে গাঢ় হয়ে আসছে ক্রমশ। আঙ্কলদের সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে শিউরে শিউরে উঠল ও। যতক্ষণ এখানে থাকবে টিটু-টিনা আর আঙ্কল-আন্টির প্রতিটি মুহূর্ত কাটবে জীবন সংশয়ের ভেতর দিয়ে। মিলিটারি না এলে কী যে হবে, সামনে লম্বা একটা রাত। অপেক্ষমাণ রিপোর্টারদের একমাত্র গাড়িটি হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবে, কিন্তু তাতে

BanglaBook.org

করে নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই। আসল বিপদ আসছে, এখনও বাড়ির কাছাকাছি আসেনি, আরেকটু অন্ধকার নামলেই এসে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেন আর অচেনা লোকটা বুঝে যাবে গ্যাপের দিকে যায়নি থিওরা।

ওরা যা যা ভাবছে, ধরতে পারবে আশা করছে থিও। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ওরা, অনেকগুলো মানুষ। সবারই চিন্তা-ভাবনা বড় বেশি বিশৃঙ্খল এবং সন্দিগ্ধ।

'থিও,' ওর কাছ ঘেঁষে মিহি গলায় বললেন আঙ্কল, উদ্ভিন্ন ক্রোধটাকে চেপে রেখেছেন। 'বাইরে কী হচ্ছে, কোন আইডিয়া?'

'দেখি।'

মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা কষ্টকর হয়ে পড়ল। মনের ভেতর কিছু একটা খুব জ্বালাতন করছে। ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল ও। আঙ্কলদের ভীষণ বিপদ, মনোযোগ ওকে কেন্দ্রীভূত করতেই হবে।

পুরোপুরি সন্ধে নেমে আসতে থিও টের পেল বাঘা অস্থির হয়ে উঠেছে। হঠাৎই ও জেনে গেল পেসচারের আশপাশে ঘাপটি মেরে আছে বেন মারফি। বেন, বার্ডি এবং আরও কয়েকজন সাহায্য করছে বহিরাগতদের···

এদের প্ল্যানটা কী?

বেনের ভাবনাগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চালাল থিও, কিন্তু তৃতীয় একটা চিন্তাশক্তি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে মাঝখানে। মনে হচ্ছে, ওর মনের ভেতর ফিসফিসিয়ে কথা বলছে কেউ।

থিও! থিও! তুমি কোথায়?

খাবি খেল ও। উঠে দাঁড়াল, যেন সব এখন স্পষ্ট ওর কাছে।

BanglaBook.org

আন্টি ওর অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরি! কী হলো, থিও?'

'সেই দরজা···খুলে গেছে ওটা!' বলল ও। 'আমার আত্মীয়-স্বজন···ওখানে, দরজার ওপাশে···ওরা আমাকে ডাকছে···'

বারো

'শুনতে পাচ্ছ ওদের কথা?' বিস্ময়ে শ্বাসরোধ হবার যোগাড় আঙ্কলের। 'মানে ওদের কথা তোমার মনে বাজছে? এখানে আসছে ওদের কথা?'

'হ্যাঁ, আসছে। ওই দরজা দিয়ে···হ্যাঁ, ওটা একটা দরজা···আমি দেখতে পাচ্ছি···ওপাশটা ভেঙে গেছিল, মেরামত করা হয়েছে আবার, দরজাটা এখন খোলা···দরজাটা ঝলমলে, ওটার ভেতর পা দিলে মনে হবে "শূন্য" বলতে কোথাও কিছু নেই···'

হঠাৎ কেঁপে উঠল থিও, ওদের আঁকড়ে ধরল। চোখ দুটো বন্ধ। দূরাগত সেই নিঃশব্দ আহবান একমনে শুনছে ও। সাড়া দিল একসময়, আঙ্কলদের কথা জানাল ওদের, জানাল ওদের চরম বিপদের কথা। 'যেখানে আছেন থাকুন, সরবেন না,' অনুনয় ঝরে পড়ল থিওর টেলিপ্যাথিক ভাষায়। 'এখানে বড় বিপদ। আমার জন্যে

BanglaBook.org

আঙ্কলরা এখন মৃত্যুর মুখে, ওদেরকে আমার সাহায্য করতেই হবে।'

চোখ খুলল ও, পালাক্রমে চাইল আঙ্কল-আন্টির দিকে। 'পাহাড়ের ঠিক উল্টোপাশে আমার অপেক্ষায় আছে ওরা। ওদের সঙ্গে আমার আব্বু-আম্মুও আছে…'

'তাই!' উচ্ছ্বসিত আন্টির চোখে জল এসে গেল, কেঁপে কেঁপে উঠল চিবুক।

মুখ খুললেন আঙ্কল, গলাটা মোটেই স্থির মনে হলো না এবার।

'থিও…থিও…পারবে না তুমি এখন পালাতে? পৌঁছুতে পারবে না তোমার নিজের গ্রহে?'

ঠোঁট কামড়াল থিও। এই মুহূর্তে ওর একার জন্যে এটা কোন ব্যাপারই না।

'পারব। কিন্তু আপনারা?'

'আমাদের কথা ছাড়ো। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, আঙ্কল, আমি জানি কিছুই ঠিক হবে না। আমি উধাও হয়ে গেলে আপনারা খুলে বলতে পারবেন না কী ঘটেছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও কর্নেল গ্রুবার আপনাদের করবে না, ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবেন; অসম্ভব, এ…'

'গ্রুবারকে কিভাবে সামলাতে হয় আমি দেখব, ও নিয়ে তুমি ভেব না তো।'

'কিন্তু অন্যদের?' যুক্তি দেখাল থিও। 'অন্যদের কিভাবে বোঝাবেন? আশ্চর্য! আপনি এখনও ঠাউরাতে পারছেন না কী ঘটতে যাচ্ছে?'

ফেকাসে হয়ে গেছে আঙ্কলের চেহারা। 'পারছি…'

BanglaBook.org

এই প্রথম বিপদের সত্যিকার মাত্রাটা মালুম হলো আঙ্কলের। আন্টিরও তাই। প্রতিপক্ষের রোষ থেকে এমনকি টিটু-টিনারও মাপ পাবার সম্ভাবনা নেই। নির্ঘাত সিডনী ওয়াইল্ডের বদলে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের। আর দৈবক্রমে যদি বেঁচেও যাওয়া যায়, জীবনযাত্রা আগের মত আর সহজ-স্বাভাবিক থাকবে না। সবাই আলাদা চোখে দেখবে ওদের, একঘরে করে রাখবে। মাইন্ড রীডিং করে থিও ইতোমধ্যেই জেনে গেছে—আঙ্কলদের এমন কোন নিকটাত্মীয় নেই এখানে, যাদের কাছে ঠাঁই মিলবে এই দুঃসময়ে।

এদিকে সময়ও কমে আসছে। রাত নামল বলে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসতে হবে ওদের…

আঙ্কল, আন্টি, টিটু এবং টিনার দিকে একে একে চাইল থিও। এদের সবাইকে খুব ভালবেসে ফেলেছে ও। মন সায় দিচ্ছে না ফেলে যেতে।

'আমি এখনও জানি না কেমন আমাদের গ্রহ,' বলল থিও। 'তবে এটুকু জানি, জায়গাটা আর যাই হোক, এই পৃথিবীর মত নয়। ওদের কথা থেকে যা বুঝলাম তাতে আমি নিশ্চিত—ওখানে ছোট ছোট দলভুক্ত হয়ে বাস করি আমরা, সাহায্য করি একে অন্যকে। সংখ্যায় বেশি নই, কিন্তু প্রচুর জ্ঞান রাখি। আমরা জীবনযাত্রাকে এতই সহজ-সরল করে তুলেছি যে, ওখানে আইন কিংবা শাসকের প্রয়োজন পড়ে না, অর্থের মত ওসবও আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। আমার ধারণা, আমরা সবকিছু তৈরি করতে পারি, অবশ্যই হাতে, এবং তার আনন্দ সীমাহীন, তাছাড়া কাজ করার যথেষ্ট সময়ও থাকে হাতে…'

চোখ বড় বড় করে ওর দিকে চাইল সবাই।

BanglaBook.org

'আসলে কী বলতে চাও তুমি, থিও?'

'বলতে চাই ওখানে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না, চলুন আমার সঙ্গে। এখানকার সব কথা খুলে বলতেই আব্বু-আম্মু সানন্দে রাজি হয়ে গেল আপনাদের বরণ করে নিতে।'

ঢোক গিললেন ভুঁইয়া দম্পতি। ওঁদের তাৎক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা পড়ে নিল থিও। দোটানায় পড়ে গেছেন আঙ্কল আন্টি। ভাবছেন, সবকিছু ফেলে যাবেন কী করে? তা-ও এক দেশ থেকে অন্য দেশে হলে কথা ছিল না, একেবারে গ্রহ ত্যাগ, কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগছে···এজন্যে সময় নিয়ে ভাবা দরকার···প্ল্যান করা দরকার···

'অত সময় নেই হাতে,' তড়িঘড়ির ঠেলায় বলেই বসল থিও। 'বাড়তি কিচ্ছু নেবার দরকার নেই এখান থেকে। অন্ধকারে বনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, শুধু ফ্ল্যাশলাইটটা নিন···'

টিনা হঠাৎ বলল, 'ওহ্, দারুণ হবে। যেখানে কেউ পশুপাখি মারে না, জীবজন্তু বন্ধুর মত, কত্ত মজা সেখানে। প্লীজ, আব্বু···'

'হ্যাঁ,' বললেন আন্টি। 'ক্ষতি কী? তাছাড়া এটা তো আর ওয়ান ওয়ে রোড নয়।'

'ও.কে।' শেষমেষ বললেন আঙ্কল। 'কিন্তু কথা হলো এখন এই জেলখানা থেকে বেরোব কী করে?'

'আমি বেরিয়ে যাবার পর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবেন,' বলল ও। 'পেসচার থেকে আমার চিৎকার কানে আসামাত্র ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন, যত দ্রুত সম্ভব গ্যাপ টেইলটার দিকে চলে যাবেন সবাই। ওখানেই দেখা হবে।'

ওদের কোনকিছু জিজ্ঞেস করার সময় না দিয়ে ত্বরিতে কিচেনের দরজা খুলল থিও, বেরিয়ে গেল তীরবেগে।

BanglaBook.org

দুই লাফে বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল ও। খুলে ফেলল বাঘার শেকল। 'আমার পেছন পেছন থাকবি,' আদেশ করল ও। 'কোন শব্দ হবে না।'

বেন যে এখন কোথায়! বাগানের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল থিও। উঁচু বেড়াটার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল শুকনো পাতার মতন, পেসচারে গিয়ে নামল। ঠিক তখুনি সড়ক থেকে কার যেন তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে উত্তর করল আরেকজন। তখনও সন্ধে নামেনি, নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে ওরা। যা ভেবেছিল, তার চাইতেও ভালভাবে হতে চলেছে কাজটা—বুঝল থিও।

দাঁড়িয়ে পড়ল ও, ভাবখানা—সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সামনের ছায়াগুলো ওকে ভাল করেই জানান দিল, ওখানে দাঁড়িয়ে—বেন, বার্ডি আর ওদের ডজন খানেক চেলাচামুণ্ডা। জেনে গেল, গোলাবাড়িটা পুড়িয়ে দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফন্দি এঁটেছে ওরা, যাতে একাকী বেরিয়ে আসে ও। ওদের ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। এসে গেছে ও। ওদেরই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তেলের একটা ক্যান নিয়ে গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল বার্ডি, ঠিক তখুনি ওকে দেখতে পেয়ে যুগপৎ বিস্ময়, অবিশ্বাস আর আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেল সে।

পেসচারের কোনায় রাখা পাথরে ঘর্ষণের ফলে আগুয়ান বাদবাকি লোকগুলোর জুতোর শব্দ ভেসে এল।

থিও উল্টো দিকে ছুট লাগাতে কর্কশ গলায় গর্জে উঠল একলোক, 'ধর, ব্যাটাকে, ধর। জলদি, জলদি। ডাণ্ডাটা কই? ধর শালাকে। দেখিস কুত্তা আছে, কুত্তা···সাবধান! মার ব্যাটাকে,

BanglaBook.org

মার!'

সজোরে ছোঁড়া একটা পাথর মাথার একপাশ দিয়ে চলে গেল ওর। সহজেই একলাফে বার্ডির পেছনে চলে এল ও। দেখতে পেল, ওর পথ রোধ করতে আসা এক লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঘা। ট্রাকের শব্দের অপেক্ষা করছে ও। রাস্তাটা এখন পরিষ্কার, ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে পড়তে পারেন আঙ্কল।

ওর কাঁধ ছুঁয়ে চলে গেল একটা পাথর। আরেকটা এতই জোরে পিঠে এসে পড়ল যে, টালই সামলাতে পারল না বেচারী, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অবশ্যি ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সময়ও নিল না খুব একটা। কিন্তু পরের পাথরের আঘাতটা এড়াতে পারল না ও, অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, সরে যাবার আগেই মাথার ঠিক মাঝখানে সজোরে আছড়ে পড়ল চেটালো পাথরটা।

ভেবেছিল সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, ভাগ্যিস তেমন কিছু হলো না। অসংখ্য লোকের ছোটাছুটি, চেঁচামেচি, বাঘার তর্জন-গর্জন—সব কানে আসছে। টের পেল—লোকগুলোর হাত থেকে ওকে বাঁচানোর জন্যে লম্বা, তীক্ষ্ণ দাঁতে নির্বিচারে ওদের কাপড়চোপড় আর মাংস ফালাফালা করে চলেছে কুকুরটা।

দৃঢ়মুষ্টিতে পেসচারের ঘাস আঁকড়ে ধরেছে থিও। একমুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো অন্য কোথাও আছে ও, নিজের এলাকায়, কোন এক পাহাড়ে…

স্মৃতির জোয়ারে ভেসে গেল থিও। দেখতে পেল পাহাড়ে লোকজনের সমাগম, আকাশে লাখ লাখ তারার উচ্ছল ছোটাছুটি…তারপর হঠাৎ পাহাড়ের একটা বিশেষ জায়গার ভেতর দিয়ে ওর পতন—ওটা পুরানো যন্ত্রঅলা একটা ভাঙা চেম্বার। যন্ত্রটা

BanglaBook.org

এমন এক শক্তি প্রয়োগ করল যার ফলে মহাশূন্যের অতি দীর্ঘ এক প্যাসেজ একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে এল মুহূর্তে···ওটার ভেতর পড়তে না পড়তেই অন্য কোন জায়গায়, অন্য কোন গ্রহে আছড়ে পড়ল ও।

আহত হাঁটু দুটোয় ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল থিও, বাঘার গর্জনে বাস্তবে ফিরে এসেছে। আহত এক লোক হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওর দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে···এটা ওর বাড়ি নয়, স্বপ্নের সেই গ্রহ নয়, এখানে রহমান ভুঁইয়ার মতন মাটির মানুষের বড্ড অভাব।

হঠাৎ আঙ্কলের ট্রাকের গর্জন শুনতে পেল ও। চিৎকার করে উঠল আনন্দে। আর রেশিক্ষণ এই পৃথিবীতে নয়···চলে যাবে ওরা···শীঘ্রি···

দৌড়াতে শুরু করল থিও। বাঘা আরেক লোকের দফারফা সেরে পিছু নিল ওর, চেষ্টা লাগাল ওকে দৌড়ে হারানোর।···ক্ষণিক বাদেই প্রতিপক্ষ পিছু নিল ওদের। কিন্তু কী লাভ? ওদের ফলো করার চাইতে বাতাসের পিছু নেয়া ঢের সহজ।

রাস্তায় উঠে এসে শূন্যে উড়াল দিল থিও, দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে বাঘাকে। বনের ওপর দিয়ে উড়ে চলল ওরা। পেছনে, নিচে পড়ে রইল বিস্মিত, এক দঙ্গল হতচ্ছাড়া লোক।

নির্ধারিত জায়গায় আঙ্কলদের সঙ্গে মিলিত হলো ও। ছুটে চলল সবাই গুহার দিকে, জায়গাটার ঠিক উল্টোপাশে অপেক্ষমাণ থিওর আত্মীয়-স্বজন। বন ভাসানো আলোর বন্যায় ভেসে গেল ওরা সবাই, পরক্ষণেই একে একে উধাও হয়ে গেল সব ক'টা আলোর রশ্মি।

বনটা শান্ত হয়ে এল আবার। নিরুপদ্রব পরিবেশ ফিরে পেল হরিণী আর তার ছানা।

BanglaBook.org

শূন্য পড়ে রইল ভুঁইয়া প্যালেস।

প্রথম অনুসন্ধানী দলটি যখন এল, কিচেনে খাবার পড়ে আছে এখনও, ছোঁয়নি কেউ। কোন জিনিসই এদিক-ওদিক হয়নি বাড়ির। এমনকি দোকানের জিনিসপত্তরও না। সড়কের শেষ মাথায় রহমান সাহেবের ট্রাকটি পাওয়া গেল, খালি। স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে ওরা। একটা কোন নজির রেখে যায়নি কী ঘটেছে ওদের। সিডনী ওয়াইল্ড নামের রহস্যময় সেই ছেলেটিও উধাও হয়ে গেছে।

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে কর্নেল গ্রুবারের সব চেষ্টা। পরদিন সকালে ভুঁইয়া প্যালেসে এল সে। পাহাড়ে বেশ ক'দিন ধরে অনুসন্ধান চালাল তার লোকজন।

বেন মারফি ভুলেও মাড়াল না ওদিককার মাটি। বার্ডিও না। কর্নেল চলে যাবার পর পর মিস ক্যাথি একবার এলেন। রহমান সাহেবের ডেস্কে অদ্ভুত সুন্দর তিনটে খোদাই দেখতে পেলেন তিনি, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওগুলো।

অবসর পেলেই বার করে দেখেন তিনি নিখুঁত শিল্পকর্মগুলো। কিন্তু কারও কাছে টুঁ শব্দটি করেন না এব্যাপারে।

আগের মত এখনও সেই দরজার ওপাশে, বহুদূরের অন্য কোন গ্রহের পাহাড়ে জটলা পাকায় লোকজন। পৃথিবীর একমাত্র চৌকাঠে দাঁড়িয়ে যে কেউ ইচ্ছে করলেই দেখতে পারে সেই দূর গ্রহের আকাশে ছুটন্ত তারার মেলা।

এমনকি হরিণরাও এ সুযোগ হাতছাড়া করে না, দেখতে আসে, নির্ভয়ে।

* * *

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org